পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 237 Tuesday, 28 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৩৭ সংখ্যা ✱ ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এবার রেশন নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ মাথা পিছু ৭ কেজি চাল, রেশন ব্যবস্থায় বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের। দুর্নীতি দমনে কড়া হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর। রাজ্যে রেশন বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করতে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করল নবান্ন। এবার থেকে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্রকল্পের আওতায় প্রতি পরিবারের মাথা পিছু ৭ কেজি করে চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হবে। রেশন ব্যবস্থায় বিগত দিনের দুর্নীতি ও নিম্নমানের চাল দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অতীতে যেভাবে

মধ্যস্বত্বভোগীরা ৭০ শতাংশ টাকা আত্মসাৎ করেছে, তা আর বরদাস্ত করা হবে না। কেন্দ্র ও রাজ্যের সহযোগিতা এই খাদ্যসামগ্রী সরাসরি চাষি ও প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। চাষিদের সরাসরি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কোনও ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার দুর্নীতিতে জড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেন্ট্রাল পুল এবং স্টেট পুলের চালের মান বজায় রাখতে কড়া নজরদারি চালানো হবে। খারাপ চাল পেলে তা অবিলম্বে ডিস্ট্রিবিউটরদের ফেরত দিতে হবে এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে খারাপ মাল না নেওয়ার জন্য রেশন মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে ১০ শতাংশ ভাঙা চাল বরাদ্দ ছিল, তা কমিয়ে এবার ৫ শতাংশ করা হয়েছে। প্রকৃত গরিব মানুষ যাতে সঠিকভাবে সম্পূর্ণ ও ভালো মানের রেশন পান, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সম্পূর্ণ সক্রিয়।

ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন অভিষেকরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ ২০ জন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এর সঙ্গে মিশে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই। তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন সৌগত রায় সহ অন্যান্য তৃণমূল সাংসদরাও। সোমবার দুপুরে মোট দুই দাবি নিয়ে স্পিকারের দ্বারস্থ হন তাঁরা। এক মাস আগেও স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের সাংসদপদ বাতিলের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। এবার ওই একই দাবি নিয়ে স্পিকারের কাছে গিয়েছেন অভিষেক। সূত্রের খবর, মূলত দুই দাবি নিয়ে সোমবার সংসদে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দলবিরোধী কাজের জন্য এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন দ্রুত বাস্তবায়িত করার দাবিও জানানো হয়েছে। এনসিপিআই সাংসদ মিতালি বাগের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পুরো অধিবেশন থেকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আগেই স্পিকারের কাছে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি সহ একাধিক বিরোধী দলের সাংসদ। এবার অভিষেকরাও স্পিকারের দ্বারস্থ হলেন। এদিকে, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ২০ জন সাংসদের সাংসদ পদ প্রত্যাহারের আর্জি জানানোর পর এক মাস কেটে গিয়েছে। প্রত্যেক সাংসদের জন্য পৃথকভাবে একটি করে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিষয়েও এদিন জানতে চান অভিষেক।

পুলিশকে পুনরায় আদালতের নির্দেশ

মামলা বিচারাধীন থাকলে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ আদালতে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষের স্বস্তি। কলকাতা হাই কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিল যে, মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে অতীন ঘোষের আগাম জামিনের মামলার শুনানি ছিল। রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল। মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। তবে কিছু কারণে সেই শুনানি পিছিয়ে যায়। শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার পরেই রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, মামলাকারীকে যেন কোনওভাবেই গ্রেফতার না করা হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার এক দিনের মধ্যেই পুলিশ তড়িঘড়ি গ্রেফতার করে ফেলছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের আইনজীবী আদালতকে জানান, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা হবে। তবে মামলা বিচারাধীন থাকলে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে না এবং এই বিষয়ে পুলিশকে পুনরায় নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে অন্য একটি মামলার শুনানিতেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি মন্তব্য করেন, পুলিশ কেন আদালতের উপর আস্থা রাখতে পারছে না? এর উত্তরে রাজ্যের আইনজীবী জানান, বিচারাধীন এবং অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ থাকা মামলাগুলিতে পুলিশ যাতে কোনও রকম কড়া পদক্ষেপ না করে, তা নিশ্চিত

● এরপর ৬ পাতায়...

‘শান্তিতে থাকতে দিন’

শুভেন্দু অধিকারীর করা মামলা খারিজ বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর করা পুরনো একটি মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূল আমলে, যখন শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন, সেই সময় একটি মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগ এনেছিলেন। পালাবদল হয়েছে। সরকারে এসেছে বিজেপি। সোমবার সেই মামলাই খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তৃণমূল আমলে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকত। বিধানসভার ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তাকর্মীদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপির অভিযোগ ছিল, তৃণমূল বিধায়করা পুলিশি নিরাপত্তা নিয়েই বিধানসভায় প্রবেশ করতেন। স্পিকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই মামলাই চলছিল এতদিন ধরে। বিধানসভার ভিতরে অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা লঙ্ঘন করা হচ্ছে, তৎকালীন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই মর্মে শুভেন্দু করা আদালত অবমাননার মামলাই সোমবার খারিজ করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সোমবারের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়ে দেন, এই মামলা আর তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে চান না। শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা ওই আদালত অবমাননার আবেদন খারিজ করে বিচারপতি মন্তব্য

● এরপর ৬ পাতায়...

সিকিমে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ে মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে অর্থ সাহায্য ও চাকরি!

‘ঘরে ফিরে আসুন’, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাইঃ সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো উত্তরবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য ও কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার মেটেলি ও নাগরাকাটা ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে তিনি স্পষ্ট জানান, প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার খাতিরেই সরকার এই পদক্ষেপ করছে। একই সঙ্গে, ১০ সপ্তাহের পুরোনো সরকারের শিল্প ও কর্মসংস্থানের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের অবিলম্বে স্বভূমে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সিকিমের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত ১২ জনের মধ্যে ১১ জনই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনে কেন্দ্র, রাজ্য ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ২১ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে- (১) মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা। (২) সিকিম সরকার ৪ লক্ষ টাকা এবং প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা। (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা ‘প্যাটেল প্রাইভেট লিমিটেড’ যৌথভাবে আরও ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করছে। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নিহত ৭ জনের স্বজনকে রাজ্য পুলিশের হোমগার্ড পদে এবং শারীরিক মাপকাঠিতে ছাড় না পাওয়া ৪ জনকে সিভিক ভলান্টিয়ার্সে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টানেলে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজের ঘটনাকে ‘বিভ্রাট’ নয়, বরং একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ‘দুর্ঘটনা’ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, দুর্ঘটনার পর থেকেই সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। রাজ্য সরকারের হেলিকপ্টারে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান সচিব, উত্তরবঙ্গের আইজি এবং নাগরাকাটার বিধায়ককে দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় সেনা, সিকিম প্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ খনি দফতরের বিশেষজ্ঞ দল যৌথভাবে উদ্ধারকার্য চালায়। কেন্দ্র সরকারও পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদারকি করছে বলে জানান তিনি। রাজ্যের মানুষকে পেটের টানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ভিনরাজ্যে না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘১০ সপ্তাহের এই সরকার ধীরে ধীরে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। আপনারা বাংলায় ফিরতে শুরু করুন, কারখানায় কাজ ও সরকারি চাকরি নিশ্চিত করা হবে।’’ তিনি জানান, পূর্বতন সরকারের তোষণনীতির কারণে তৈরি হওয়া ওবিসি আইনি জটিলতা বিধানসভায় নতুন আইন এনে এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে সবুজ সংকেত নিয়ে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়া, অবিন্যস্ত ও প্রান্তিক শ্রমিকদের জন্য পুরনো ও নতুন- উভয় জব কার্ডেই বছরে ১২৫ দিনের নিশ্চিত কাজ এবং ৩০০

> ” ১০ সপ্তাহের এই সরকার ধীরে ধীরে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আরশোলা’দের পালটা জাতীয় পতাকা হাতে প্রতিবাদে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ গত শুক্রবার নিট আন্দোলনে ধর্মতলায় তুলকালাম হয়! সাংবাদিক নিগ্রহও হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে পালটা পথে নামল বঙ্গ বিজেপি। দলীয় পতাকা ছেড়ে জাতীয় পতাকা হাতে কলকাতার দুই প্রান্তে মিছিল বিজেপি নেতা-কর্মী-সমর্থকদের। একটি মিছিল শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা ও অন্যটি গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত। মিছিল, আন্দোলনের নামে গত শুক্রবার অরাজকতা দেখা গিয়েছে! হিংসা ছড়ানোর পাশাপাশি দেশ বিরোধী স্লোগানও উঠেছে বলে অভিযোগ। কোনওভাবেই বাংলায় এইসব মানা হবে না, বলে সরকারের তরফে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সেই প্রতিবাদে এবার পথে নেমে সরব বঙ্গ বিজেপি। গত শুক্রবার নিট আন্দোলন, ‘আরশোলা’দের সমর্থনে পথে নেমেছিল এসএফআই-সহ একাধিক বাম ছাত্র সংগঠন। শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ওই মিছিল ও অবস্থানের কর্মসূচি ছিল। ধর্মতলায় ওই মিছিলের তরফ থেকে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ ওথে। বিতর্কিত পোস্টার, প্ল্যাকার্ড তো ছিলই, দেশবিরোধী স্লোগানও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর করতে গিয়ে একাধিক সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছিলেন! মিছিল থেকে হিংসা ছড়ানো, সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে আজ, সোমবার পথে বঙ্গ বিজেপি। শিয়ালদহ থেকে বিকেল সাড়ে তিনটের পর মিছিল শুরু হয়। জাতীয় পতাকা নিয়ে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু হয়। শিয়ালদহের ওই মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ, শঙ্কুদেব পণ্ডা, তমোঘ্ন ঘোষ-সহ একাধিক বিজেপি নেতা ছিলেন। নিট আন্দোলনের নামে অরাজকতা, দেশবিরোধী স্লোগান মানা যায় না। যারা হিংসা ছড়িয়েছেন, তাঁদের শাস্তি হবে। জোরালো এই দাবি করেছেন তাপস রায়। যারা হিংসা ছড়িয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা কীভাবে ছাত্র হতে পারেন? সেই প্রশ্ন তুলেছেন সজল ঘোষ। সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল ‘আরশোলা’ সেজেছে, সেই অভিযোগও করেছেন সজল। ধৃতদের কড়া শাস্তির দাবিও তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অসম্মানের পালটা স্লোগান তোলা হয়। দেশে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পড়ুয়াদের শিখণ্ডি করে দেশভাগের চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশ, সংবাদ মাধ্যমকে টার্গেট করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস আমলে ৫৩ বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। সেই মন্তব্য করেন তাপস রায়। ‘আরশোলা’দের বয়কট করার ডাকও দেওয়া হয়েছে।

শহরে নিট আন্দোলনে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ১৬, খালি পায়ে ধৃতদের ঘুরিয়ে অপরাধের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ নিটের প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার মিছিলকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল, সেই মামলায় পুলিশের ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। সোমবার সকালে আরও দু’জনকে গ্রেফতার করার পর এই ঘটনায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে ধৃত দুই ব্যক্তিকে গার্ডেনরিচ এবং পার্ক সার্কাস এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। সোমবার তদন্তের অংশ হিসেবে ধৃতদের মধ্যে পাঁচ জনকে ধর্মতলার ডরিনা ক্রসিং এলাকায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। সেই সময় তাঁদের পুলিশের সঙ্গে খালি পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থলে যেতে দেখা যায়। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার বিভিন্ন দিক যাচাই এবং প্রত্যেকের ভূমিকা স্পষ্ট করতেই এই পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, পার্ক সার্কাসের কড়েয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩৫ বছর বয়সি ওয়াকার আজমকে। অন্যদিকে, গার্ডেনরিচ সংলগ্ন নাদিয়াল থানা এলাকার বাসিন্দা ৩২ বছর বয়সি জাভেদ আখতারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, শুক্রবারের মিছিল চলাকালীন অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনায় তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদিন ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া পাঁচ জনের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আফরোজও। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে কয়েক জনের নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আফরোজের নামও ছিল। তাঁর পাশাপাশি আরও চার জনকে ধর্মতলায় এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী আগেই দাবি করেছিলেন, ধর্মতলার মিছিলে পরিকল্পিতভাবে অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, পুলিশ অন্তত ৭০ জনকে চিহ্নিত করেছে, যাঁরা ছাত্র নন এবং

● এরপর ৬ পাতায়...

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সাংবিধানিক অধিকার, শুধু বিক্ষোভ হচ্ছে বলেই লাঠিচার্জ নয়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা এ দেশের নাগরিকদের সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার। শুধুমাত্র রাজপথে আন্দোলন বা বিক্ষোভ হচ্ছে-এই অজুহাত দিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করা যায় না। দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টি ও ছাত্র সমাজের ‘সংসদ চলো’ অভিযানে পুলিশি তাণ্ডব ও বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সোমবার শীর্ষ আদালতে দায়ের হওয়া একাধিক রিট পিটিশনের শুনানিতে এমনই ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জানাল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২০ জুলাই দিল্লিতে ‘সংসদ ভবন’ অভিমুখে শান্তিকামী ছাত্রদের মিছিলে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ী পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তির দাবিতে যে মামলা জমা পড়েছিল, তারই শুনানিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা এই মন্তব্য করেন। মামলাকারীদের পক্ষে আদালতে জোরাল সওয়াল পেশ করে বলা হয় যে, পুলিশের নৃশংসতার সমস্ত অকাট্য ভিডিও এবং অডিও প্রমাণ ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। আবেদনকারীদের প্রধান দাবি ছিল- ২০ জুলাই যন্তর মন্তর থেকে সংসদ মার্গ সংলগ্ন সমস্ত এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ অবিলম্বে সুরক্ষিত রাখতে হবে। ডিউটিতে থাকা দাঙ্গা দমন বাহিনী ও পুলিশকর্মীদের বডি-ক্যামেরার অলটার না হওয়া ভিডিও রেকর্ডিং হেফাজতে নিতে হবে। লাঠিচার্জে আহত ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত সরকারি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দেশের সংবিধান শান্তিপূর্ণ এবং আইনসম্মত প্রতিবাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তাকে বলপ্রয়োগ করে স্তব্ধ করা বরদাস্ত করা হবে না। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণের পরই কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা একধাক্কায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল অভিযোগ তোলেন, কেবল দিল্লিতেই নয়, বিজেপি

পুলিশি অ্যাকশনে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

● এরপর ৬ পাতায়...

কনট প্লেসে নতুন দফতর খুলে ‘আসল’ তৃণমূল প্রমাণের তোড়জোড়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ এবার জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় দিল্লিকে পাখির চোখ করেছে ঋতব্রত তৃণমূল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের আগেই রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসে পাকাপাকি দলীয় কার্যালয় খুলতে চলেছে ‘আসল’ তৃণমূল। রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই বিবাদের সূচনা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দলের ৬০ জনেরও বেশি বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে ‘বিদ্রোহ’ ঘোষণা করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম থেকেই নিজেদের ‘আসল’ তৃণমূল দাবি করে আসা এই শিবির ইতিমধ্যেই

প্রশাসনিক কাঠামোয় পরিবর্তন এনেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারপার্সনের পদ থেকে সরিয়ে অরূপ রায়কে দায়িত্ব দিয়ে সমান্তরাল জাতীয় কর্মসমিতি গঠন করা হয়েছে। কালীঘাটপন্থী বা মূল তৃণমূল নেতৃত্ব এই গোষ্ঠীকে আমল দিতে নারাজ হলেও, আইনি ও নির্বাচনী খাতায় দুই শিবিরই এখন ‘তৃণমূল’ নাম এবং ‘ঘাসফুল’ প্রতীকের দাবিদার। আঞ্চলিক দল থেকে সর্বভারতীয় রূপ পেলেও এতদিন দিল্লিতে তৃণমূলের কোনও নিজস্ব বা স্থায়ী দলীয় কার্যালয় ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তীতে মুকুল রায়ের ১৮১ সাউথ অ্যাভিনিউয়ের সরকারি বাংলো থেকেই দলের কাজ পরিচালিত হত। এর পর রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের বাংলোই হয়ে ওঠে দিল্লির ঠিকানা। মাঝখানে সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বাসভবনে কার্যালয় স্থানান্তরিত হলেও, তিনি তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে

● এরপর ৬ পাতায়...

তৃণমূল জমানায় কোভিডেও দুর্নীতি? কোটি কোটি বরাদ্দের পরও চালু হয়নি একাধিক অক্সিজেন প্ল্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ তৃণমূল জমানায় একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কখনও শিক্ষা, গরু পাচার, কয়লা পাচার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আবার কখনও প্রকাশ্যে এসেছে রেশন, আবাস নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ। এবার করোনা নিয়েও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। পিএম কেয়ার্স তহবিলে কেনা অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ভেন্টিলিটরের একাংশ ব্যবহারই হয়নি রাজ্যে। এমনই বিস্ফোরক তথ্য উঠে এল ক্যাগ রিপোর্টে। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, করোনার সময় জরুরি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আর্থিক প্যাকেজ দিয়েছিল। কিন্তু, সেই প্যাকেজের ৬৫ শতাংশ ব্যবহারই করা হয়নি। শুধু তাই নয়, অর্ধেকের বেশি অক্সিজেন প্ল্যান্টও চালু করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা নিয়ে ক্যাগের ২০২৪ সালের রিপোর্টে এই তথ্যই উঠে এসেছে। গত শুক্রবার বিধানসভায় রিপোর্টটি পেশ করা হয়। তৃণমূল জমানায় প্রধানমন্ত্রী তহবিলের কত টাকা খরচ করেছিল রাজ্য, কতগুলি অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়, তার বিস্তারিত তথ্যও দেওয়া হয়েছে ক্যাগ রিপোর্টে। পিটিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, পিএম কেয়ার্স ও সিএসআর-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল মোট ৭৫টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট। তার মধ্যে মাত্র ৩২টি প্ল্যান্ট ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। বাকি ৪৩টি প্ল্যান্টের কী হল, কেন চালু করা হল না, সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। কোভিড মোকাবিলায় হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন কনসেনট্রেটরও। কিন্তু, ক্যাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, একাধিক হাসপাতাল সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহারই করতে পারেনি। ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পিএম কেয়ার্সের আওতায় পাওয়া ৫টি ভেন্টিলেটর ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত গুদামেই পড়েছিল। এছাড়া আরও ৩টি ভেন্টিলেটর হাসপাতালের স্টোরে প্যাকেটবন্দি অবস্থায় পড়েছিল। পরে তা কোনওভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ২০২০-২২ সালের মধ্যে পাওয়া ১৭টি আইসিইউ ভেন্টিলেটর ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত অচল ছিল। একইসঙ্গে, পিএম কেয়ার্সের আওতায় পাওয়া ৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটরও হাসপাতালের স্টোরে পড়েছিল। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া মোট বরাদ্দের ৬৫ শতাংশ ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত খরচই করা হয়নি। অর্থাৎ ৬৫৯ কোটি ২৮ লক্ষ খরচ হয়নি। তাহলে সেই টাকা গেল কোথায়? কেন প্ল্যান্ট চালু হল না, কী হল বাকি প্ল্যান্টগুলির? কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। এদিকে, এই রিপোর্ট সামনে আসতেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বিস্ফোরক তথ্য ক্যাগ রিপোর্টে

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ঃস্বর্ণপদক জিতলেন মীরাবাই চানু

গ্লাসগো, ২৭ জুলাইঃ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে রবিবার দেখা করতে যখন উজ্জ্বল মুখে মীরাবাই চানু মিক্সড জোনে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি ছিলেন দারুণ উফুল্ল। এতটাই যে, ক্যামেরাম্যানরা যখন তাঁদের মাইক্রোফোন ঠিক করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসলেন, তিনি হেসে বললেনঃআমার আশীর্বাদ! দয়া করে তাড়াতাড়ি শেষ করুন, কারণ আমি গত কয়েকদিন ধরে কিছু খাইনি।গেমস চলাকালীন স্কটিশ ইভেন্ট ক্যাম্পাসে উপস্থিত দর্শকসারির নয়নের মনি ছিলেন মীরাবাই। টানা তৃতীয় কমনওয়েলথ গেমস স্বর্ণপদকের লক্ষ্যে, ৩১ বছর বয়সি এই ভারতীয় অনায়াসে স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক উভয় ইভেন্টেই রেকর্ড ভেঙে দেন। মহিলাদের ৪৮ কেজি ভারোত্তোলন ইভেন্টে নিজের লিফটগুলো সম্পন্ন করে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করার পর পুরো দর্শকসারির সদস্যরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।মীরাবাই বলেন, আমি খুব খুশি যে আমি ভারতের জন্য আমার তৃতীয় স্বর্ণপদকটি জিততে পেরেছি। তিনি বলেন, তাঁর ওপর অনেক চাপ ছিল, কিন্তু তিনি তা সামলাতে পেরে আনন্দিত। আমার মনে অনেক কিছু চলছিল-এবার আমি পদকটা জিততে পারব কি না। আমি এখন স্বস্তি পেয়েছি,।

অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘটে ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ সপ্তাহের শুরুতেই ভোগান্তি। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া বৃদ্ধি এবং রাস্তায় পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার মতো একাধিক দাবিতে সোমবার ১২ ঘণ্টার যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রাখার ডাক দেয় সিটু সমর্থিত অ্যাপ ক্যাব চালকদের সংগঠন। জানা গেছে, এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক চালকদের সংগঠনও। সেক্ষেত্রে, ১২ ঘণ্টা অ্যাপ ক্যাবের পাশাপাশি অ্যাপ বাইকও এদিন প্রায় অমিল। এই কর্মবিরতির জেরে এ দিন সকাল থেকেই কলকাতা ও শহরতলিতে ভোগান্তিতে যাত্রীরা।এ দিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টানা ১২ ঘণ্টা এই ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। এর জেরে কলকাতা বিমানবন্দর, হাওড়া স্টেশন, সাঁতরাগাছি স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন, কলকাতা স্টেশনে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় বলে অভিযোগ। অ্যাপ ক্যাব চালকদের এই প্রতিবাদের জেরে এদিন রাস্তায় অ্যাপ ক্যাবগুলির উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এর ফলে ট্রেন বা বিমান থেকে নেমে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে বাধ্য হন যাত্রীরা। অনেকে অভিযোগ করেছেন, অ্যাপ খুললে ক্যাব মিলছে না, মিললেও অতিরিক্ত ভাড়ার দাবি করা হচ্ছে। তবে অ্যাপ ক্যাব না মিললেও অ্যাপ নির্ভর শাটল পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা গেছে।

জল্পেশের মন্দিরে পুজো মুখ্যমন্ত্রীর

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাসের সোমবারে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত জল্পেশ মন্দিরে মহাদেবের আরাধনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দুপুরে জল্পেশে পৌঁছে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন তিনি এবং বাবা জল্পেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে পুজো দেন।উত্তরবঙ্গে জল্পেশ মন্দিরে মহাদেবের আরাধনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে দেখতে এদিন মন্দিরে উপচে পড়ে ভিড়। শ্রাবণ মাসের সোমবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী জল্পেশে পৌঁছন। জল্পেশের গর্ভগৃহে গিয়ে পুজোয় বসেন তিনি। পুজোর সামগ্রী বাবা জল্পেশ্বরকে নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, জলপাইগুড়িতে এসেছি। বাবা জল্পেশের কাছে যাব না, তাই হয় নাকি? মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সিআরপিএফ দেশের আস্থা ও প্রত্যাশার প্রতীক, প্রতিষ্ঠা দিবসে বাহিনীকে শুভেচ্ছা জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃসেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআর পিএফ)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক বার্তায় তিনি সিআরপিএফ-এর দীর্ঘদিনের গৌরবময় ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় এই বাহিনী বরাবরই নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের সামনে আসা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা-চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সিআরপিএফ সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে এবং প্রতিবারই দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছে।অমিত শাহ বলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে সিআরপিএফ-এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নকশালবিরোধী অভিযান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বাহিনী বারবার নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, কঠিনতম পরিস্থিতিতেও সিআরপিএফ সদস্যরা অসীম সাহস, পেশাদারিত্ব এবং কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সেবা করে চলেছেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থে সিআরপিএফ যে আত্মনিবেদন ও ত্যাগের নজির সৃষ্টি করেছে, তা সমগ্র জাতির কাছে গর্বের বিষয়। তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী বীর জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের অবদান চিরকাল দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন।প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অমিত শাহ বাহিনীর সদস্যদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়ে বলেন, দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে সিআরপিএফ আগামী দিনেও একই নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে যাবে। দেশের জনগণের আস্থা অর্জনকারী এই বাহিনী ভবিষ্যতেও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রশ্নফাঁসরোধী বিল পেশ লোকসভায়, দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ লোকসভায় পেশ হল ' পাবলিক এগ্জামিনেশন অ্যামেন্ডমেন্ট ২০২৬' বিল। সোমবার এই বিল সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ করেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এই বিলটি আইনে পরিণত হলে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় অভিযুক্তদের আরও কড়া শাস্তি দেওয়া যাবে। নিশ্চিত করা যাবে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এই সংক্রান্ত ঘটনার দ্রুত বিচারও।সোমবার বিরোধীদের তুমুল হৈহট্টগোলের মধ্যেই প্রশ্নফাঁসরোধী বিল লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। বিল পেশ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকসভায় হট্টগোলের জেরে অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি করা হয়। উল্লেখ্য, প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে এদিনও সংসদ উত্তাল হয়েছে। প্রথম দুপুর বারোটা এবং পরে দু'টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন সোনম, রয়েছেন স্থিতিশীল

গুরুগ্রাম, ২৭ জুলাই ঃ হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন সোনম ওয়াংচুক। সোমবার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন।গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতাল জানিয়েছে, গত ২১ জুলাই মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সোনম ওয়াংচুককে সোমবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাল্টি-স্পেশালিটি চিকিৎসা সেবার মানদণ্ড অনুযায়ী, ইন্টারনাল মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতির আওতায় তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর ভাইটাল সাইন বা গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সূচকগুলো স্বাভাবিক ছিল। তাঁকে আউটপেশেন্ট হিসেবে নিয়মিত ফলো-আপ বা পরবর্তী পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।এদিনই এক ভিডিও বার্তায় সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক বলেন, অবশেষে সেই দিনটি এল যেদিন আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছি। আমি এখন অনেক ভালো বোধ করছি। ধীরে ধীরে খাবার খাচ্ছি এবং শরীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছি। এখান থেকে বেরিয়ে লাদাখে-আমার নিজের বাড়িতে-যাওয়ার পথে আমি রাজঘাটে গিয়ে বাপুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। আপনারা যে সোচ্চার হয়েছেন এবং আন্দোলন চালিয়েছেন, তার জন্য আমি আপনাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা সফল হয়েছি।

জয়সলমেরে একই পরিবারের চার সদস্যের নিথর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

জসলমের, ২৭ জুলাই ঃ রবিবার রাতে রাজস্থানের জয়সলমের জেলায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো এলাকায়। একটি জলের ট্যাঙ্ক থেকে একই পরিবারের চার সদস্যের নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।সোমবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে যশরাজ নামে পরিবারের এক সদস্যকে জলের ট্যাঙ্কের ভেতরে ঝাঁপ দিতে দেখেন তাঁরই এক দাদা। যশরাজকে এমন অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিকার শুরু করেন। তাঁর আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের মধ্যে আশেপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। গ্রামবাসীরা যশরাজকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান, কিন্তু ট্যাঙ্কের গভীরতা এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

আর কলকাতা দৌড়তে হবে না, কাজ হবে উত্তরকন্যাতেই! শিলিগুড়ির নতুন ফ্লাইওভার উদ্বোধনে চমক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাইঃ দীর্ঘদিনের আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে চালু হল শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের নবনির্মিত ওভারব্রিজ বা রেল উড়ালপুল। এয়ার ভিউ মোড় ও ঝঙ্কার মোড়ের সংযোগস্থলে তৈরি এই উড়ালপুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের নতুন অধ্যায়ের সূচনা দাবি করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, কৌশলগত ও প্রশাসনিক গুরুত্বকে সামনে রেখে একগুচ্ছ নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে অর্থ মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, অর্থ ও পরিবহণের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশাল লামা-সহ স্থানীয় বিধায়ক এবং জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়িকে 'উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার' এবং 'চিকেনস নেক' সংলগ্ন জাতীয় নিরাপত্তার অত্যন্ত সংবেদনশীল কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত রাখার পুরনো নীতি থেকে সরে এসেছে নতুন সরকার। গত আট মাসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বাজেট দ্বিগুণ করে ২,২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি জিটিএ-র উন্নয়ন তহবিলও দ্বিগুণ করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম বার উত্তরবঙ্গ থেকে ১০ জনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষকে ছোটখাটো প্রশাসনিক কাজে যাতে কলকাতায় দৌড়তে না হয়, তার জন্য নবান্নের অধিকাংশ দফতরের কাজ উত্তরবঙ্গের রাজ্য সচিবালয় 'উত্তরকন্যা'য় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিগত প্রশাসনের আমলে জমি জট ও প্রশাসনিক টানাপড়েনে থমকে থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর গতি ফেরাতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিকাঠামোর স্বার্থে জমি জটিলতা মেটানোই আমাদের অগ্রাধিকার। হিলি থেকে কোচবিহার পর্যন্ত নতুন রেলপথের জন্য জমি দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষিত করতে বিএসএফ-কেও চাহিদামতো জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, হাসিমারা বিমানবন্দরকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে জমি বরাদ্দের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জমি দিচ্ছে রাজ্য। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ইতিমধ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পূর্ত বিভাগ ও রেলের যৌথ প্রযুক্তিতে তৈরি বর্ধমান রোডের এই নতুন উড়ালপুলটি হিলকার্ট রোড, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়েকে যুক্ত করবে। রাজ্য জুড়ে রেল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৫০০টি উড়ালপুল নির্মাণের কাজ চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, আগে যৌথ প্রকল্পের ৫০ শতাংশ অর্থ রাজ্যকে দিতে হলেও বর্তমানে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক ১০০ শতাংশ অর্থায়নেই উড়ালপুল নির্মাণে সম্মত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর 'বিকাশ ভি, বিরাসাত ভি' আদর্শে ঐতিহ্য ও বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলার অঙ্গীকার করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দুর্গাপুরে হঠাৎ হানা এনআইএ-র, গোয়েন্দাদের হাতে ধৃত এক

দুর্গাপুর, ২৭ জুলাই ঃ সোমবার আচমকাই দুর্গাপুরে হানা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দু'টি দল সোমবার সকালে দুর্গাপুরের মেন গেট সংলগ্ন নিউ স্টিল পার্ক এলাকার একটি বাড়িতে যায়। প্রায় চার ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয় সেখানে। ওই বাড়ির বাসিন্দা হলেন গোলাম জামা। তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যান গোয়েন্দারা। পরে গ্রেফতার করা হয়।সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক মানব পাচারচক্রের সঙ্গে যোগের সন্দেহে গোলামকে ধরা হয়েছে। গোলাম বিহারের মুজফ্ফরপুরের বাসিন্দা। এলাকাবাসীদের সঙ্গে গোলাম বা তাঁর পরিবারের খুব একটা পরিচয় নেই। সোমবার সকালে তাদের বাড়িতে যান এনআইএ-র দু'টি প্রতিনিধিদলের মোট ছ'জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা আধিকারিকও ছিলেন বলে জানান। তবে সঙ্গে কোনও কেঃদ্রীয় বাহিনী ছিল না। রাজ্য পুলিশের সহায়তায় দীর্ঘ তল্লাশির পর গোলামকে দুর্গাপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কাস্টমারি ল-এর সরকারি অনুমোদনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৭ জুলাই ঃ ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের কাস্টমারি ল -এর অবিলম্বে সরকারি অনুমোদনের দাবিতে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা ট্রাইবেল কাস্টমারি ল কো-অর্ডিনেশন কমিটি। একই সঙ্গে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের কাছেও একই দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সংগঠনের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, বিষয়টি আর বিলম্বিত করা হলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবে তাঁরা।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিটি জনজাতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় অটুট রাখতে কাস্টমারি ল-এর সরকারি স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ টিটিএএডিসি গঠনের দীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রান্ত হলেও রাজ্যের ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি সম্প্রদায়ের কাস্টমারি ল-ই সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বাকি ১৮টি সম্প্রদায়ের কাস্টমারি ল এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।নেতৃত্বের দাবি, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে টিটিএএডিসি-র সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ১৪টি সম্প্রদায়ের কাস্টমারি ল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে রাজ্য সরকার কয়েকটি কাস্টমারি ল-এ সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনার জন্য টিটিএএডিসি প্রশাসনের কাছে ফেরত পাঠায়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বিষয়টির কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ায় জনজাতি সমাজে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়ছে বলে সংগঠনের অভিযোগ।সোমবার সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষা করে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়ে অবিলম্বে বাকি কাস্টমারি ল-গুলির সরকারি অনুমোদনের দাবি জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের কো-অর্ডিনেটর শান্তি বিকাশ চাকমা এবং জয়েন্ট কনভেনার বীরেন্দ্র ত্রিপুরা-সহ অন্যান্য সদস্যরা।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তি বিকাশ চাকমা ও বীরেন্দ্র ত্রিপুরা জানান, সরকার এবং টিটিএএডিসি প্রশাসন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে বলে তাঁরা আশাবাদী। তবে আর অযথা বিলম্ব হলে রাজ্যের সর্বত্র জনজাতি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন।একই দিনে টিটিএএডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের কাছেও একই দাবিতে পৃথক স্মারকলিপি জমা দেয় ত্রিপুরা ট্রাইবেল কাস্টমারি ল কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সংগঠনের বক্তব্য, কাস্টমারি ল-এর সরকারি স্বীকৃতি শুধু আইনি বিষয় নয়, এটি জনজাতি সম্প্রদায়গুলির সাংবিধানিক অধিকার, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

সুষ্ঠুভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে রওনা ভক্তদের ২০-তম দল

জম্মু, ২৭ জুলাই ঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে কাশ্মীরের বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের ২০-তম দল। সোমবার ভোররাতে ৩,৮২৩ জন তীর্থযাত্রী বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। ভগবতী নগরের পুলিশ কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী, ২০-তম দলটি ভোররাত ২.৪৭ মিনিটে ১৪০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে রওনা হয়।এই কনভয়ে ৮২টি বাস, ২০টি মাঝারি গাড়ি এবং ৩৮টি হালকা গাড়ি ছিল। এই দলে ২,৮৮২ জন পুরুষ তীর্থযাত্রী, ৮৩৮ জন মহিলা তীর্থযাত্রী, দু'জন শিশু, ৮৪ জন সাধু এবং ১৭ জন সাধ্বী ছিলেন। সোমবারও পহেলগামের উদ্দেশে কোনও পুণ্যার্থী রওনা হননি।

দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা রক্ষায় অমূল্য অবদান রেখেছে সিআরপিএফঃউপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জুলাই ঃ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। তিনি সিআরপিএফ বাহিনীর সমস্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় অমূল্য অবদান রেখেছে সিআরপিএফ।উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, অসামান্য সাহস, অবিচল নিষ্ঠা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে সিআরপিএফ দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় অমূল্য অবদান রেখেছে। তাঁদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং কর্তব্যের প্রতি অটল নিষ্ঠার জন্য দেশ এই সাহসী সদস্যদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়।

মানবিক উদ্যোগ, ৫০০-রও বেশি রোগীর পরিজনের হাতে খাবার তুলে দিল লায়ন্স ক্লাব অব ক্যালকাটা কোয়েস্ট

নিজস্ব প্রতিনিদি,কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ সমাজসেবার ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে লায়ন্স ক্লাব অব ক্যালকাটা কোয়েস্ট রবিবার কলকাতার এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতালের বাইরে ৫০০-রও বেশি রোগীর পরিজনের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করেছে। দীর্ঘ সময় হাসপাতালে অবস্থান করা এবং পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে থাকা অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ক্লাবের সভাপতি রাজকুমার প্রসাদ, সম্পাদক এমজেএফ ফৈয়াজ হানিফ এবং কোষাধ্যক্ষ আশিস ঝুনঝুনওয়ালা। তাঁরা নিজে উপস্থিত থেকে গোটা কর্মসূচির তদারকি করেন এবং প্রত্যেক উপভোক্তার হাতে সময়মতো স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্লাবের সভাপতি রাজকুমার প্রসাদ জানান, প্রতি রবিবার নিয়মিতভাবে এসএসকেএম হাসপাতালের রোগীদের পরিজনদের জন্য এই খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আযোজন করা হয়। চিকিসার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আসা আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলিকে সামান্য স্বস্তি দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। খাবার পেয়ে উপকৃত মানুষেরা লায়ন্স ক্লাবের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজকুমার প্রসাদ বলেন, মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। তিনি জানান, লায়ন্স ক্লাব অব ক্যালকাটা কোয়েস্ট দীর্ঘদিন ধরে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে ঃঅখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ বিজেপিকে ফের বিঁধলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, শিক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে ল।ইটা অনেক ব।। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। আমি আবারও তরুণদের মনোবল ও সচেতনতাকে সাধুবাদ জানাই। এই সরকার তাঁদের সচেতনতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ক একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠনের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার কেন এখন এই টাস্ক ফোর্স গঠন করছে? ২০১৪ সালে কেন নয়? যদি ২০১৪ সালেই এটি গঠিত হতো, তবে দেশ আরও দ্রুত 'বিকশিত' (উন্নত) হয়ে উঠত। ২০২৭ সালের উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির (এসপি) সঙ্গে জোট গড়ার বিষয়ে এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কারও সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজন নেই। তার কোনও দরকারও নেই। আমরা এতদিন যে পথে চলেছি, সেই পথেই চলতে থাকব।

দিল্লি কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী রেখার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ দিল্লি কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী আশিস সুদও। সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আমরা সবাই 'দিল্লি কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি। আমি আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিকে উষ্ণ স্বাগত জানাই। বিশেষ করে, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ২৫টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে ভারতের দিল্লিতে আগত সকল ক্রী।ব্যক্তিত্ব ও খেলোয়া।কে জানাই আন্তরিক স্বাগত।মন্ত্রী আশিস সুদ বলেন, ২২-তম কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ উপলক্ষে আপনাদের প্রত্যেককে দিল্লিতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। খেলাধুলা, বন্ধুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ২৫টি কমনওয়েলথ দেশের ক্রী।বিদদের আতিথ্য দিতে পারাটা আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়। এখানে উপস্থিত যেসকল ক্রী।বিদ হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন, তাঁদের আমি ভারত ও দিল্লিতে স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, পদক জয়ের লড়াইয়ের পাশাপাশি আপনারা আমাদের আতিথেয়তা, সংস্কৃতি এবং এদেশের মানুষের আন্তরিকতার মধুর স্মৃতিও সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।

রাশিফল

মেষঃআজ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও দৃঢ় হতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে কাজের ভাল ফল পাবেন এবং প্রয়োজনে তাঁদের সহযোগিতা আপনার জন্য মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃ আজ আর্থিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনও বিনিয়োগ থেকে ভাল ফল মিলতে পারে অথবা নতুন কোনও লাভজনক সুযোগ সামনে আসতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

মিথুনঃ উচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন ব্যবসার মূলধন হিসেবেও তেমন জরুরী। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কর্কটঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। অর্থের ব্যয় হতেপারে

সিংহ ঃ আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ভাবনা ও পরিকল্পনা সমর্থন পেতে পারে

কন্যাঃআজ দলগত কাজ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলাঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। শুভদিন

বৃশ্চিকঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। সংসারে শান্তি হতে পারে

ধনুঃআজ আপনার চিন্তাভাবনা ও নতুন ধারণা অন্যদের নজর কেড়ে নিতে পারে এবং প্রশংসাও পেতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

মকরঃ আজ ধৈর্য আপনাকে ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতে সাহায্য করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

কুম্ভঃআজ আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আরও কার্যকর হয়ে উঠবে, যার ফলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। একই সঙ্গে অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে সম্পর্ক ও দলগত কাজ আরও শক্তিশালী হবে। প্রেম আসতে পারে আজকে।

মীনঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভহবে

আবহাওয়া

উপকূলে হচ্ছে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া বইছে সমুদ্রে, সোমবার সকাল থেকে এমনই আবহাওয়া রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। আগামী কয়েক ঘণ্টায় আরও খানিকটা ঘনিয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তবে, কলকাতায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আপাতত নেই। শহরে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে। তবে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টি বেশি হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে অতিভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় হতে পারে সোমবার। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামেও প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।মঙ্গলবার পর্যন্ত একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বর্ষণ চলবে। তবে তার পর বৃষ্টি কমতে পারে। নিম্নচাপ পরিস্থিতির কারণে সমুদ্র আপাতত উত্তাল রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা সংলগ্ন উপকূলের সমুদ্রে মস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে আগামী রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.১ ডিগ্রি বেশি। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮২শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৪মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

হাওড়া-হুগলীর গ্রামীণ উন্নয়নের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন দিলীপ ঘোষ

সৈকত দাস, ২৭ জুলাই ঃ গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে হাওড়া ও হুগলি জেলায় অনুষ্ঠিত হল গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক। হাওড়ার শরৎ সদন এবং চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকের উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী দিলীপ ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তিনি। এদিনের হুগলি জেলার পর্যালোচনা বৈঠকে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক, চুঁচুড়ার বিধায়ক শ্রী সুবির নাগ সহ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একাধিক আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। হুগলি জেলার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কতটা কার্যকরভাবে হচ্ছে, কোথায় কী ধরনের সমস্যা রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলি কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায়-মূলত সেই বিষয়গুলিই বৈঠকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি, আগের বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি বর্তমানে আবাস যোজনা এবং একশো দিনের কাজ-সহ একাধিক প্রকল্পের কাজ ও বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সার্ভে চলছে। সেই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতেই একের পর এক জেলায় রিভিউ মিটিং করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন, বিজেপি সরকার আসার পরে বহু প্রকল্প চালু হয়েছে। আগের যে প্রকল্পগুলি ছিল, সেগুলিতেও অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সার্ভে চলছে-আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে। সেই কারণেই এই রিভিউ মিটিং। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই হাওড়া জেলায় রিভিউ মিটিং করা হয়েছে। এরপর হুগলি জেলাতেও সেই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মন্ত্রীর দাবি, হুগলি জেলার গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পারফরম্যান্স তুলনামূলকভাবে ভালো। এদিনের বৈঠকে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোথায় ঘাটতি রয়েছে, কোথায় কাজ আরও দ্রুত করার প্রয়োজন এবং সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যথাযথভাবে পান, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রশাসনিক মহলের মতে, গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছে তার সুফল পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের কাজ নিয় মিত পর্যালোচনা করা জরুরি। চুঁচুড়ার এই বৈঠক সেই লক্ষ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

নববারাকপুরে সাড়ম্বরে পালিত আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সম্মাননা অনুষ্ঠান

নববারাকপুর, ২৭ জুলাই ঃ ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি মৈত্রেয়ী ভবন এবং শ্রী রাম প্রচার সংঘের যৌথ উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় কৃষ্টি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল মহতী আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সম্মাননা সমাজকল্যাণ অনুষ্ঠান। বিশেষ আকর্ষণ ছিল নববারাকপুর পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডের প্রায় শত শতাধিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান। কৃতী পড়ুয়াদের হাতে একটি ভারত মাতার ছবি, বেদান্ত চর্চার বই, কলম সেট এবং গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় এদিন মঞ্চে। এছাড়াও ছিল বেদান্ত চর্চার পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম নিয়ে আলোচনা, নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান। উত্তর ২৪ পরগনা, পাচার রোধে কুমড়ো কাশিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাখালি মৌজায় শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের নকশা ডিজিটাল উন্মোচন করা হয় প্রজেক্টরে। শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন এর পরে দিব্য ভগবান, শ্রী রামচন্দ্র এবং ভারতমাতার ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। রাষ্ট্রীয় গীত বন্দেমাতরম করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি মহিলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা তেজোময়ী মাতাজী বলেন উদ্দেশ্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে দিশা দেখানো। কারন এখনকার সমাজের যা অবস্থা সেখানে তারা কি করবে কোন দিকে যাবে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে মেয়েদের নিজের ভিতরে যে অসীম অনন্ত শক্তি আছে, স ভাবে সেটাকে জানবার চেষ্টা করতে হবে। অল্প বয়সে ছেলে মেয়েরা অবসাদ সহ নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে। অনেক বাধা বিপত্তি আছে। মন শান্ত রাখতে পারছে না। নিজের মনশক্তি নিজে সঠিকভাবে খুজে পাবে। তাহলে সঠিক পথে একদিন পৌছাতে পারবে। অন্য কারো কাছে হাত ধরার প্রয়োজন নেই। দিশাহীন সমাজে শুধু নেতিবাচক নয় ইতিবাচক ভাবনা চিন্তা জরুরী। বেদান্ত চর্চা করতে হবে। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি মহিলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা তেজোময়ী মাতাজী, আহ্বায়িকা বেদপ্রাণা মাতাজী, শ্রী রাম প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা দুর্জয় পাল, আশীষ চক্রবর্তী, সমাজসেবী প্রবীর কুমার গাঙ্গুলী, নীলকান্ত সরকার, নববারাকপুর থানার এসআই সৌমেন দাস, ডাঃ সুকুমার মন্ডল, বিপ্লব মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় পাল, শঙ্খদ্বীপ মধু, সহ আইনজীবীরাও। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন তাপস তালুকদার।

মদ সহ পুলিশের জালে বিহারের বাসিন্দা ২

কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ মদ নিষিদ্ধ রাজ্য বিহারেই মদের কালোবাজারির ছক, পাচার বানচাল করে দিল পুলিশ। হাওড়া স্টেশনে সব ওয়ে থেকে প্রচুর মদ সহ পুলিশের জালে বিহারের বাসিন্দা ২ পাচারকারী। উল্লেখ্য, বিহারে মদ তৈরি, বিক্রি, কেনা এবং পান করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে বিহার একটি শুস্ক বা মদ-মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত। বেআইনিভাবে সেই বিহারেই মদ পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা প।ে গেল ২ জন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার হাওড়া স্টেশনের ৭ নম্বর সাবওয়েতে প্রচুর পরিমাণ মদ সমেত ২ জনকে গ্রেফতার করেছে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত শ্যাম বাবু ও গণেশ সাউ দুজনেই বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযোগ, কলকাতার ব।বাজার থেকে প্রায় তিরিশ লিটার ইংলিশ মদ কিনে বিহারে যাচ্ছিল ওই ২ জন।

মানুষের দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমকে শক্তিশালী করা উদ্দেশ্যে

৯ থেকে ১৭ আগস্ট 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচি, রাজ্যের সব দপ্তর ও জেলাকে নবান্নের বিস্তারিত নির্দেশিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির বার্তা আরও বিস্তৃতভাবে ছ।য়ে দিতে আগামী ৯ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই উপলক্ষে নবান্নের তরফে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর, কলকাতা পুরসভা এবং প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের কাছে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য

একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসরণ করেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য দেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমকে আরও শক্তিশালী করা, জাতীয় পতাকার মর্যাদা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সর্বস্তরের মানুষকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনাকে উদযাপনে সামিল করা। সেই কারণেই সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি পঞ্চায়েত, পুরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যুব সংগঠন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় জাতীয় পতাকা সরবরাহের বিষয়েও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। জানানো হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং কলকাতা পুরসভাকে কেংদ্রীয়ভাবে দে। লক্ষ করে জাতীয় পতাকা দেওয়া হবে। তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কালিম্পং জেলার জন্য ২০ হাজার জাতীয় পতাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পতাকাগুলি সরকারি ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিতরণ করা হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। শুধু পতাকা সরবরাহই নয়, কর্মসূচি নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও করেছে রাজ্য সরকার। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলার জন্য ১ লক্ষ টাকা, প্রতিটি মহকুমার জন্য ৫০ হাজার টাকা, প্রতিটি ব্লকের জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিটি পুরনিগমকে ১ লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি পুরসভাকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে, যাতে স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রচারমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা যায়। নবান্নের নির্দেশ অনুযায়ী, জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং পুরসভা স্তরে তেরঙ্গা র‍্যালি ও প্রভাতফেরির আয়োজন করতে হবে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এনএসএস, এনসিসি, নেহরু যুব কেন্দ্র, স্কাউট-গাইড এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে সাইকেল ও ই-বাইক র‍্যালির আয়োজনের কথাও বলা হয়েছে। স্কুল ও কলেজে তেরঙ্গা-ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উক্তি এবং ' মাতরম' বিষয়কে কেঃদ্র করে দেওয়াল সজ্জার মতো নানা কর্মসূচির পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া সরকারি দপ্তর, ঐতিহ্যবাহী ভবন, বাস টার্মিনাস, ফেরিঘাট, বাজার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থলে তেরঙ্গা আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনবহুল এলাকায় তেরঙ্গা-থিমের রঙোলি তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের আবহকে আরও বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা করেছে প্রশাসন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে 'বন্দে মাতরম' ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়ি, দোকান এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে মানুষকে উসাহিত করতে বলা হয়েছে। জাতীয় পতাকার ইতিহাস, গুরুত্ব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা তুলে ধরতে প্রদর্শনী, সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রবন্ধ রচনা, কুইজ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-সহ একাধিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথাও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রচারের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যানার, পোস্টার এবং ডিজিটাল প্রচারের মাধ্যমে কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ' ঘর তেরঙ্গা' পোর্টালে জাতীয় পতাকার সঙ্গে সেলফি আপলোড করার জন্যও উসাহিত করা হবে। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর প্রতিটি জেলা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ইউনিটকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি, তেরঙ্গার সঙ্গে তোলা সেলফি এবং ভিডিও-সহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দ্রুত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির বার্তা আরও বিস্তৃতভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

বারুইপুরের পরে এবার জয়নগরে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৭ জুলাই ঃ আবার ধর্ষণের ঘটনা, বারুইপুরের পর এবার জয়নগর। গ্রেফতার এক জনকে পাঠানো হলো আদালতে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার দীর্ঘক্ষন রাস্তা অবরোধ জয়নগরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এনকাউন্টার দেখেছে বাংলা। রবিবার ফের ধর্ষণের ঘটনা ঘটলো সেই জেলায়। এবার নির্যাতিতা ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধা। ঘটনাস্থল জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার ময়দা দক্ষিণপাড়া এলাকার একটি কলাবাগান। দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ থাকার পর অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। রবিবারই এবিষয়ে বকুলতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরে তদন্তে নেমে রবিবার রাতেই বকুলতলা থানার পুলিশ জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের উওরপাড়া নিজ এলাকার বাড়ি থেকে সাফিউদ্দিন মন্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বকুলতলা থানার পুলিশ । স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়,রবিবার ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধা বাগানে মোচা কাটতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে একা পেয়ে এলাকার এক যুবক তাঁর গলা এবং মুখ চেপে ধরে। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অত্যাচারের

জেরে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ঐ বৃদ্ধা। এদিকে দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় তাঁর খোঁজ শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যায় বাগান থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। প্রথমে তাকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। এরপর পরিবারের লোকজন বকুলতলা থানায় গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের তরফে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সাফিউদ্দিন মন্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকালে দীর্ঘ ক্ষন ময়দা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস সহ পুলিশের টিম ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে স্থানীয় মানুষের কাছে এই ঘটনার দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় মানুষজন। আর এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুললো সাধারণ মানুষ।

পার্ক স্ট্রিটে দড়ি বাঁধা বস্তা ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃকলকাতার ব্যস্ততম পার্ক স্ট্রিট এলাকায় সোমবার দুপুরে একটি দড়ি বাঁধা বস্তাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জনবহুল রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়ে থাকা বস্তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করলে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষের। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে গুঞ্জন, বস্তার ভিতরে কোনও ব্যক্তির দেহ থাকতে পারে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমিয়ে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী এবং আশপাশের দোকানদাররা। ব্যস্ত রাস্তায় এমন একটি রহস্যজনক বস্তা উদ্ধার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদেরও সন্দেহ ছিল, বস্তার ভিতরে কোনও ব্যক্তির দেহ লুকিয়ে রাখা হতে পারে। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটে বস্তাটি খোলার পর। দেখা যায়, তার ভিতরে রয়েছে একটি আধপচা সারমেয়র মৃতদেহ। এরপরই পরিস্থিতির উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও নতুন করে সামনে আসে একাধিক প্রশ্ন। কে বা কারা ওই মৃত সারমেয়টিকে বস্তাবন্দি করে পার্ক স্ট্রিটের মতো ব্যস্ত এলাকায় ফেলে গেল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণত কোনও অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে যোগ না থাকলে সারমেয়র মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় না। তবে এই ঘটনায় মৃতদেহ উদ্ধারের স্থান এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিজাত হোটেল ও জনবহুল এলাকার সামনে এভাবে একটি প্রাণীর দেহ ফেলে যাওয়ার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এখন সারমেয়টির মৃত্যুর কারণ, কোথায় তার মৃত্যু হয়েছিল এবং কীভাবে বস্তাবন্দি অবস্থায় পার্ক স্ট্রিটে এনে ফেলে যাওয়া হল, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। প্রয়োজনে মৃতদেহের ময়নাতদন্তও করানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

হাওড়া জেলা ক্যারম লীগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ নতুন নতুন খেলোয়ার অন্বেষণ এবং জুনিয়র খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদানের জন্য হাওড়া জেলা ক্যারাম সংস্থা বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে, সেই রকমই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম লীগ পর্যায়ের ক্যারাম প্রতিযোগিতা (হাওড়া ক্যারাম প্রিমিয়ার লিগ বা এইচ সি পি এল) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যেটা শুরু হয়েছিল ১১ ই জুলাই এবং ২৬ শে জুলাই তার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো। দীর্ঘ ১৬ দিন ধরে এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে , হাওড়া জেলার তিনটি একাডেমী থেকে, প্রথমে লিগ পর্যায়ের খেলা হয় তারপরে সুপার লিগে ১৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে এবং তারপর নকআউট পর্যায়ে আটজন অংশগ্রহণ করে এবং শেষ দিনে তার সেমিফাইনাল, ফাইনাল এবং তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় আদিত্য পাল রানার আপ দিব্যেন্দু শিমলাই এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাতুল চ্যাটার্জী এবং চতুর্থ স্থান নীলাদ্রি রায়। এই প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের মধ্যে চূড়ান্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় ,এবং হাওড়া জেলার ক্যারাম সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পীযূষ চাউলে জানান আগামী দিনে ডাবলস্ এবং টিম চ্যাম্পিয়নশিপের লিগ প্রতিযোগিতা আমরা অনুষ্ঠিত করব। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন হাওড়া জেলা ক্যারাম সংস্থার সভাপতি শ্রী মদন মোহন মুখার্জি ও সহ-সভাপতি শ্রী অসীম পাল মহাশয়। ২৯ ইঞ্চি ক্যারাম অ্যাকাডেমির সম্পাদক শ্রী তন্ময় ব্যানার্জি ভোট অফ থ্যাংকস দিয়ে সমগ্র প্রতিযোগিতা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রকাশের প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের পথে রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিনের পুরনো ওয়ার্ড বিন্যাসে আমূল বদল এনে নতুন প্রশাসনিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী শুক্রবার, অর্থাৎ ৩১ জুলাই কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এই প্রথম কলকাতা পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, আর সেই নির্বাচনকে সামনে রেখেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা পুরসভার প্রশাসনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। নতুন প্রশাসনিক পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফিরহাদ হাকিম। এরপর পুরসভার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম সচল রাখা এবং পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর নেতৃত্বেই বর্তমানে পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা পুরসভার ভবিষ্যৎ নির্বাচন এবং ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি জানান, চলতি বছরের ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভার দায়িত্ব একটি নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই সরকার এগোচ্ছে। সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে নির্বাচনের আগে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত গতিতে শুরু হয় পুনর্বিন্যাসের কাজ। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুরসভার নিজস্ব সমীক্ষা বিভাগকে। শহরের বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যা, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, নাগরিক পরিষেবা এবং প্রশাসনিক সুবিধার বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে বরোভিত্তিক একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনার পর সমীক্ষা বিভাগ ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের একটি বিস্তারিত খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে। জানা গিয়েছে, সোমবার সেই রিপোর্ট পুরপ্রশাসক তথা কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের কাছে জমা পড়ার কথা রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রস্তুত হওয়া খসড়া রিপোর্টে কলকাতা পুরসভার বর্তমান ওয়ার্ড বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার আওতায় মোট ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী, পুরনো ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে নতুনভাবে মোট ১৩০টি ওয়ার্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

COOL CAPS INDUSTRIES

COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Annapurna Apartment 23, Sarat Bose Road, 1st Floor, Flat No. 1C, Kolkata - 700020, W.B, India

Phone: +91 33 40703238, Email Id: cs@coolcapsindustries.in

CIN: L27101WB2015PLC208523

POSTAL BALLOT NOTICE

[Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), in continuation to the circulars issued earlier in this regard ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2") and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) and/or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), that the resolutions as set out below and as contained in the Postal Ballot Notice dated July 18, 2026 is proposed to be passed by the Members of the Company through Postal Ballot by way of remote e-voting process.

Sr. No.	Description of Resolutions	Type of Resolution
1.	To Approve the Migration of Listing/Trading of Equity Shares of the Company from Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited (NSE) to Main Board of NSE and Direct Listing of Equity Shares of the Company on Main Board of BSE Limited.	Special Resolution

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Monday, July 27, 2026, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/ Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s. MUFG Intime India Pvt Ltd. and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, July 24, 2026 **('Cut-off date')**.

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at **www.coolcapsindustries.in** , website of NSE Limited at **www.nseindia.com** and the website of M/s. MUFG Intime India Pvt Ltd at **https://in.mpms.mufg.com/** .

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, Members can vote only through remote e-voting process. The Voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Any person who is not a Member as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of M/s. MUFG Intime India Pvt Ltd to provide remote e-voting facility to all its Members. The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting period: 9.00 a.m. IST on Tuesday, July 28, 2026

End of remote e-voting period: 5.00 p.m. IST on Wednesday, August 26, 2026

The remote e-voting module will be disabled by MUFG Intime India Pvt. Ltd. for voting immediately after 05.00 p.m. IST on Wednesday, August 26, 2026, and voting will not be allowed beyond the said date and time.

Members holding shares in electronic form and who have not registered/updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in their demat account, as per the process advised by their respective Depository Participant. Members holding shares in physical form and who have not registered / updated their email or KYC details are requested to register / update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. MUFG Intime India Pvt Ltd by email to **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com**.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Kuldeep Bothra (Proprietor: K. Bothra & Associates) (Membership No. ACS 37452) Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman/Company Secretary of the Company. The result of the e-voting will be announced within two working days from the conclusion of the e-voting period and will also be displayed on the website of the Company at **www.coolcapsindustries.in** and on the website of MUFG Intime India Pvt Ltd at **https://in.mpms.mufg.com/** and also communicated to NSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any queries or grievances relating to remote e-voting, Members may refer to the "Remote E-voting Instructions" contained in the Postal Ballot Notice dated July 18, 2026.

For Cool Caps Industries Limited
Sd/-
Arijit Ghosh
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. A46432

Place: Kolkata
Date: 27.07.2026

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN L24117WB1998PLC087800

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৬২বি, ব্রাউনফিল্ড রো, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০ ০২৭

ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৩৯ ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৪৯

ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com, **ই-মেইলঃ** contactus@hindcon.com

সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার বিধান অনুযায়ী কোরাম (quorum) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সদস্যদের উপস্থিতি গণ্য করে, কোম্পানিটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে ২০২৬ সালের ২০শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকাল ১১৪৫-এ (IST) অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি এবং SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে পঠিত SEBI-এর মাস্টার বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 (তারিখঃ ১১ই জুলাই, ২০২৩), বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167(তারিখঃ ৭ই অক্টোবর, ২০২৩) ও বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-21P/CIR12024/133 (তারিখঃ ৩রা অক্টোবর, ২০২৪)-এর আলোকে আহ্বান করা হয়েছে, যাতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা যায়। কোম্পানিটি এই VCOAVM সুবিধাটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর কাছ থেকে গ্রহণ করছে। সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM-এর মাধ্যমেই এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই অংশগ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলি সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার অধীনে কোরাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে VCOAVM-এর মাধ্যমে সদস্যদের উপস্থিতি গণ্য করা হবে।

সদস্যগণ অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে ঃ-

১. ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-র বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য নথিপত্র শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টট (DP) অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-অর্থাৎ Ms. Niche Technologies Private Limited-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে এমন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক (সঠিক পাথ বা পথসহ) উল্লেখ করা হয়েছে। SEBI-র নির্দেশিকা মেনে, কোনো সদস্যকেই AGM-সংক্রান্ত নথিপত্রের কোনো মুদ্রিত বা ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না।

২. AGM-সংক্রান্ত নথিপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hindcon.com), CDSL-এর ওয়েবসাইট (www.cdslindia.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ National Stock Exchange of India Limited-এর ওয়েবসাইট (www.nseindia.com)-এ পাওয়া যাবে।

৩. SEBI-র তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত প্রবিধানের (Listing Regulations) ৪৪ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে, কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট, ২০২৬-এ ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (dematerialized) উভয় পদ্ধতিতেই শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)-এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে আরও লক্ষ্য করুন যেঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ১৭ই আগস্ট, সোমবার সকাল ১০.০০টায় (IST) শুরু হবে এবং ১৯শে আগস্ট, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৫.০০টায় (IST) শেষ হবে। এরপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আর ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

খ. কাট-অফ তারিখ (Cut-off date)ঃ ১৩ই আগস্ট, ২০২৬, শনিবার।

গ. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং সেবি (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-র উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার (Register of Members) ১৪ই আগস্ট, ২০২৬, শুক্রবার থেকে ২০শে আগস্ট, ২০২৬, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

ঘ. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্যপদ লাভ করেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট, ২০২৬-এ শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি RTA-এর কাছে nichetechol@nichetechol.com ইমেইলে অথবা কোম্পানির কাছে cshindcon@gmail.com ইমেইলে অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি (login-ID) ও সিকোয়েন্স নম্বর (sequence number) সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, সংশ্লিষ্ট সদস্য যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য আগেই CDSL-এ নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি (User ID) ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই ভোট দিতে পারবেন।

ঙ. AGM-এ অংশগ্রহণকারী যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা AGM চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা AGM-এ উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন ঠিকই, কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।

চ. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' (Help) বিভাগে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evotingcdslindia.com ঠিকানায় ই-মেইল করতে পারেন কিংবা ০২২-২৩০৫৮৫৪২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

৪. ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ

- যেসব সদস্য 'ডিমেটেরিয়ালাইজড' (ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন এবং এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (DP)-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করেন। এর ফলে কোম্পানি বা আরটিএ (RTA) ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রতিবেদন তাদের কাছে পাঠাতে পারবে।
- যেসব সদস্য 'ফিজিক্যাল' (কাগজের সনদ) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন এবং কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করার জন্য। এর জন্য তাদের cshindcongmail.com অথবা nichetecholnichetechol.com ঠিকানায় একটি অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে। এই অনুরোধপত্রের সাথে স্বাক্ষরসহ স্ক্যান করা কপি, ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং প্যান (PAN) কার্ড, ঠিকানার প্রমাণপত্র ও শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত (self-attested) অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে, যাতে কোম্পানি বা আরটিএ ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠাতে পারে।
- ই-মেইল আইডি হালনাগাদ করার পর, 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি কপির জন্য কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে অনুরোধ জানাতে পারবেন।

৫. ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিঃ

- শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যাদের নাম 'কাট-অফ' তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার' বা প্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে-তারা ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রদানের সুবিধা পাবেন। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি (ইন্ডিয়া) সার্ভিসেস লিমিটেড (CDSL)-এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে তারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং এজিএম (AGM) চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
- ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য (credentials) সদস্যদের সেই ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে যা এই উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে।
- ভিসিপিওএভিএম (VCOAVM)-এর মাধ্যমে ২৮তম এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত নির্দেশাবলী-যার মধ্যে অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত-এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে।

৬. কোম্পানি ' কোম্পানি সেক্রেটারি' জনাব সন্তোষ কুমার টিব্রেওয়ালাকে 'স্ক্রুটিনাইজার' (পর্যবেক্ষক) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, যিনি এজিএম (AGM)-এর ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়া-উভয়ই সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করবেন।

৭. ডিমেটেরিয়ালাইজড (dematerialized) বা ইলেকট্রনিক আকারে রক্ষিত শেয়ারের ক্ষেত্রে, সদস্যদের তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (DPs) কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে র বিবরণ হালনাগাদ করতে হবে।

৮. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, অনুগ্রহ করে জনাব মলয় বিশ্বাস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (CDSL), কলকাতা-এর সাথে যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৬ অথবা ই-মেইলঃ helodesk.evoting@cdslindia.com বা moloybcdslindia.com এজিএম সংক্রান্ত নথিপত্র বা সভায় অংশগ্রহণ বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণের জন্য আপনারা আমাদের সাথে www.hindcon.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-
অঙ্কিতা ব্যানার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১১ শ্রাবণ, ১৪৩৩

হুতোম প্যাঁচার নকসা

কালীপ্রসন্ন সিংহ। জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। মৃত্যু ২৪ জুলাই ১৮৭০ মতান্তরে ১৮৭১। ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের এক ক্ষণজন্মা ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মাত্র ৩০ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি সাহিত্য, সমাজসংস্কার এবং জনকল্যাণে যে অবদান রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি এবং সমকালীন সমাজচিত্রের অনন্য দলিল হল 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও তার সামাজিক গুরুত্ব১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে এই কালজয়ী ব্যঙ্গাত্মক বইটি প্রকাশ করেন। এটি উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবনের এক জীবন্ত ও নির্মম প্রতিচ্ছবি। প্রথম চলিত গদ্যের ব্যবহার-এই বইটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সাহিত্যকর্ম, যা তৎকালীন কলকাতার মানুষের মুখের চলিত বা কথ্য ভাষায় লেখা হয়েছিল। সাধু ভাষার রাজত্বে এটি ছিল এক মহা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল বাবু সংস্কৃতির ওপর আঘাত। ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ করা তৎকালীন কলকাতার হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ধনী বাবু শ্রেণি, ভণ্ড ধার্মিক এবং জুয়াচোরদের ভণ্ডামিকে লেখক তীব্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ছলে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কলকাতার উৎসব ও সংস্কৃতি চড়ক পার্বণ, বারোয়ারি পুজো, রথযাত্রা, গাজন তলার উৎসব থেকে শুরু করে সেকালের কলকাতার গলি, মানুষের পোশাক, মদ্যপান ও নৈশজীবনের এমন নিখুঁত বিবরণ বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সেই সময়' উপন্যাসের পটভূমি তৈরিতে এই বইটির ব্যাপক সাহায্য নিয়েছিলেন। চিন্তা ও সমাজ ভাবনা (উক্তি ও আদর্শ) কালীপ্রসন্ন সিংহের নির্দিষ্ট কোনো একক পঙ্‌ক্তি বা উদ্ধৃতির চেয়ে তাঁর সমাজভাবনা এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া আদর্শই আজ উক্তি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। সমাজের কুসংস্কার ও ভণ্ডামিকে দূর করতে হলে আগে তার মুখের মুখোশটা টেনে খুলে ফেলা প্রয়োজন। ('হুতোম প্যাঁচার নকশা'র মূল সুর) দানশীলতা ও মহানুভবতা- ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত মহাভারত সম্পূর্ণ বাংলায় গদ্য অনুবাদ করে তিনি তা নিজের খরচে মুদ্রণ করেন এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এর জন্য শেষ জীবনে তাঁকে চরম অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। বিধবা বিবাহে উৎসাহ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে পুরুষ কোনো বিধবাকে বিবাহ করবেন, তাঁকে তিনি নিজের তহবিল থেকে ১,০০০ টাকা (সে আমলে যা ছিল বিপুল অর্থ) উপহার দেবেন! স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো - নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের জন্য যখন রেভারেন্ড জেমস লং-এর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়েছিল, তরুণ কালীপ্রসন্ন নিজের পকেট থেকে সেই জরিমানার পুরো টাকা আদালতে জমা দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন। দেশপ্রেমিক ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি সেই সময়ে নারী শিক্ষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। বলা যেতে পারে তিনি বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। যদিও বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করে যাননি। কালী প্রসন্ন সিংহ ছিলেন সমাজ সংস্কারক

দিনু ঠাকুর

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১ জুলাই ১৯৩৫ সালে পরলোগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের নিরুপম সৃষ্টি তাঁর গানের টানে অনিবার্যরূপে এসে পড়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী'। 'ভাণ্ডারী' অভিধায় ধরা দেয় না দিনেন্দ্রনাথের সামগ্রিক সত্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গপত্রে দিনেন্দ্রনাথকে; 'সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। বৈচিত্র্যময় ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মধারা। তাঁর প্রতিভার দ্যুতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বহু মানুষ। শুধু কি সংগীত? অভিনয়, সাহিত্যে তাঁর প্রেম ও পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। দিনেন্দ্রনাথ এবং নলিনীনাথ রায়-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক পত্রিকা 'মুক্তধারা'। যুক্ত ছিলেন 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকার সঙ্গে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। এই সূত্রে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও নাতি। তাঁর নামের আদি বানান ছিল দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ এই নামের বানান পরিবর্তন করে রেখেছিলেন দিনৃইন্দ্র অর্থে দিনেন্দ্র। রবির আবির্ভাবে দিনের প্রকাশ অর্থে এই বানানই স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সন্তান। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ধ্রুপদি সংগীত, কীর্তন, ব্রাহ্মসংগীত; বিভিন্ন ধারার সংগীতে তাঁর ছিল বিস্ময়কর দক্ষতা। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসঙ্গী হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ নতুন গান রচনা করতেন, সুর দিতেন, কখনও তাৎক্ষণিকভাবে বদলাতেন। সেই সুরের ভঙ্গি, তাল, লয় ও সূক্ষ্ম অলঙ্করণকে যথাযথভাবে লিখে রাখার বিরল ক্ষমতা ছিল দিনেন্দ্রনাথের। তিনি শুধু স্বরলিপি তৈরি করেননি; প্রয়োজনে কবির মুখে শোনা সুর মনে রেখে পরে তা লিখে ফেলতেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ স্নেহভরে তাঁকে ডাকতেন 'দিনু'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে বিপুল ভাণ্ডার আজ আমাদের হাতে রয়েছে, তার একটি বড় অংশই দিনেন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ও শ্রমের ফল। তিনি না থাকলে বহু গান হয়তো সময়ের স্রোতে হারিয়ে যেত। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম স্বরলিপিকার এবং প্রধান সংরক্ষক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

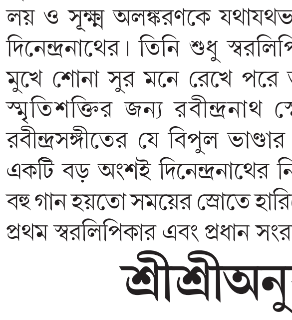

ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মা হচ্ছেন মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে।

তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ কর।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, সাহিত্য নিয়ে চর্চা বাংলায় বহু হয়েছে। এখন দরকার বিজ্ঞান চর্চা। বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। তরুণদের উচিত হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করতে হবে। বিজ্ঞানই দেশকে আধুনিক ভারতে পরিণত করবে। বিজ্ঞানই দেবে শক্তি। প্রাণ শক্তি দেবে। জীবন শক্তি দেবে। নারী শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীদের যদি শিক্ষিত করা যায় তাহলে বাংলার প্রতিটি সন্তান সুশিক্ষিত হতে থাকবে। তাতেই জাগরিত হবে বাংলা তথা ভারত। বাংলা ভারতকে পথ দেখাবে। অন্ধকার থেকে আলোর পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে সবাই বাংলাকে। সেই কারণে বিজ্ঞান চর্চার ওপড়ে বেশি করে জোরদিতে হবে। দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। বাংলার নারী জাগরণ নিয়ে ব্যস্ত হন। তিনি প্রতিটি আদর্শকে ভারতের স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। নারী শিক্ষা দেওয়ার ব্রতী হন। লোক শিক্ষার দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন।

বাঘ শিকারের সত্য গল্প লেখক জিম করবেট

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলা সাহিত্যে শিকার কাহিনী লিখেছিলেন জিম করবেট। এখন বাংলা সাহিত্য থেকে শিকার শব্দটা একেবারে উবে গিয়েছে। যেদিন থেকে বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নিয়ে আইন তৈরি হয়েছে সেই দিন থেকে ক্রমশ এই পৃথিবী থেকে শিকার শব্দটা আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন একটি পাখিও শিকার করা যাবে না। কোন পাখি শিকার করার নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে কিনা তা আগাম জেনে

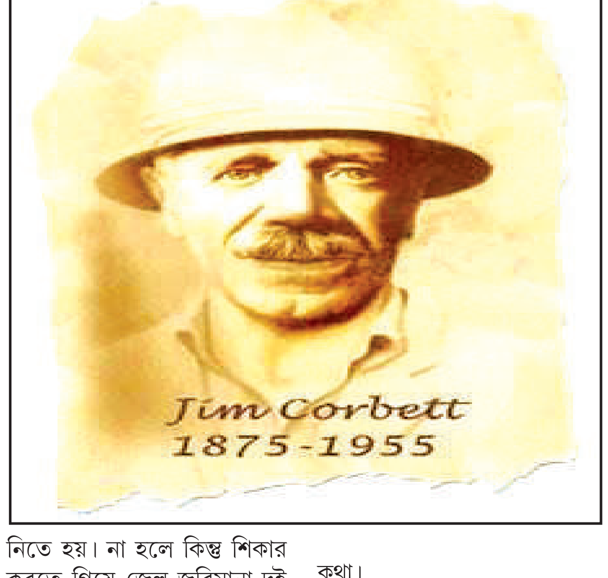

নিতে হয়। না হলে কিন্তু শিকার করতে গিয়ে জেল জরিমানা দুই হতে পারে। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এক সময়ে শিকার করাটা নিষিদ্ধ ছিল না। তখন মানুষ খেঁকো বাঘ শিকার করে নাম করেছেন একজন তিনি হলেন ব্রিটিশ ভারতীয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জিম করবেট। জিম করবেটের নাম সকলেই ভুলে গিয়েছে। তাঁর নাম আর কাউকে বলতে শোনা যায় না। কিন্তু এক সময়ে কলকাতার একটি প্রকাশক জিম করবেটের বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছে। বাঙালিরা তো অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় নয়। তারা ধর্ম প্রিয় মানুষ। অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালোবাসে না বাঙালিরা। শিকার কাহিনী, রহস্য কাহিনী, কল্প বিজ্ঞান কাহিনী সব কিছু কিন্তু ভুলতে শুরু করে দিয়েছে বাঙালিরা। অ্যাডভেঞ্চারের কোনও বই এখন আর কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে না। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে গল্প লিখেছিলেন আগে। এখন তাঁর বয়স বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। লেখার সংখ্যাও তাঁর কমতে শুরু করেছে। লেখক শংকর তো আধ্যাত্মিক জগতে চলে গিয়েছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ নিয়ে চর্চা করে গিয়েছেন শেষ জীবনে। অতীতে প্রকাশিত ক্লাসিক্যাল লেখকদের বইকে পুনরায় প্রকাশ করে কলেজ স্ট্রিট বই পাড়া এখন জমজমাট। নতুন কোনও লেখককে প্রাদপ্রদীপের আলোতে উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে না। হাসির গল্প, ভূতুড়ে গল্প, রহস্যময় গল্প, রম্য গল্প এই রকম বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বর্তমান লেখকেরা লিখতে চাইছেন না। তারা সামাজিক উপন্যাস রচনা করছেন। কবিতা লিখছেন। গল্প লিখছেন। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারমূলক সাহিত্য রচনায় বাঙালী লেখকেরা এখন বিমুখ।। শিকারের গল্প তো দূরের কথা।

শিকারী জিম করবেট ছোটবেলায় পাখির শিকার করতো। তখন খেলনা বন্দুক দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে তাক করে পাখিদের মারার চেষ্টা করতো। লক্ষ্যবস্তুর ওপরে সঠিক নিশানা করার চেষ্টা করতেন। শিকারই ছিল তাঁর কাছে ছোটবেলার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। তিনি যে পরবর্তীকালে বড় শিকারী হয়ে উঠবেন সেটা কিন্তু কল্পনা করতে পারেন নি। জিম করবেটের পুরো নাম অ্যাডওয়ার্ড জিম করবেট। জন্ম গ্রহণ করেছেন ২৫ জুলাই ১৮৭৫ সালে। ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক ছিলেন। নৈনিতালে তাঁর মা ম্যারি জেনে খুব প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। তিনি রিয়েল এস্টেটের মালিকও ছিলেন। সেখানে ইউরোপিয়ানরা এসে বসবাস করতো। তার পিতা ক্রিস্টোফার উইলিয়াম ছিলেন একজন পোস্টমাস্টার। তিনি ১৮৭৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যখন করবেটের পিতা পরলোকগমন করলেন তখন জিমের বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। তাঁর বড় ভাই টম পিতার কাজে যোগদান করে পোস্টমাস্টার হয়ে কাজ করতে শুরু করেন নৈনিতালে। কিন্তু শৈশব থেকে জিম করবেট বনজঙ্গলের ওপরে একটি তীব্র আকর্ষন ছিল। বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাঁর নেশা। বড় ভাই টম তাঁকে একাকী বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বহুবার নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি তা শুনতেন না। বড় ভাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। হাতে ছিল একটি খেলনা বন্দুক। পরে একটি দোনালা বন্দুক জোগাড় করে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতেন দিনের বেলায়। বহুবার সাপের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। বহু সময়ে তিনি সাপের কামড় খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিলেন। বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন। গাছে উঠতে দ্রুত পারতেন বলেই তিনি বহুবার বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর বাড়ির পাশেই ছিল কালাধুঞ্জ বন। সেখানে বন্য প্রাণীরা বসবাস করতো। তিনি নির্ভয়ে সেখানে প্রবেশ করতেন। ভয়ডর বলে তাঁর কাছে কোনও বস্তু ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন বলেই তিনি বন্য জন্তু এবং পাখিদের আওয়াজ শুনে শুনে বুঝতে পারতেন ধারে কাছে কী ধরনের প্রাণী রয়েছে। তিনি তখন সতর্ক হয়ে যেতেন। হিংস্র প্রাণী থাকলে নিকটস্থ্ গাছে চড়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতেন। যে কোনও পাখির ডাক শুনে বলে দিতে পারতেন ওটা কোনও পাখির ডাক। এইভাবে শৈশব থেকে তৈরি করেছিলেন নিজের বন্যজীবন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ওক ওয়েনিং স্কুলে। পরে ফিলানদার স্মিথ কলেজে পড়াশুনা করেন। পরে তিনি ছাত্র জীবন ত্যাগ করে বেঙ্গল এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে কাজ নেন। পাঞ্জাবে মানকপুরে তিনি ফুয়েল ইন্সপেক্টর হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি আবার সাব কন্ট্রাক্টর হয়ে ট্রান্সপোর্ট এর সাহায্যে মাল সরবরাহ করতেন গঙ্গার মোকাম্বা ঘাট থেকে বিহার পর্যন্ত। এত কাজের মধ্যেও তিনি কিন্তু বনজঙ্গলে ঘোরা এবং ছোটোখাটো শিকার করার নেশাটাকে কিছুতেই দূর করতে পারতেন না। ছুটি থাকলে কাঁধে একটি দোনালা হালকা বন্দুক নিয়ে বের হয়ে পড়তেন শিকার ধরার আশায়। পশুপাখী শিকার করে নিয়ে আসতেন। তাদের মাংস রান্না করে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করে বনভোজন করতেন জিম করবেট। নেশাটা পরবর্তীকালে তাকে একেবারে শিকারীতে পরিণত করে দিয়েছিল। ভারতের বহু পাঠকদের কাছে তিনি শিকারী জিম করবেট নাম পরিচিতি লাভ করেন। তিনি যেভাবে শিকারী হয়েছিলেন তার অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কয়েকটি বইও লিখেছিলেন নিজেই যা তখনকার দিনে সেরা শিকারী গল্পকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিকার কাহিনী যা ভারতের সাহিত্যে বিরলতম রচনা বলা যেতে পারে। জিম করবেট ছোটোখাটো পশু বা পাখি শিকার করতেন। পরবর্তীকালে তিনি বাঘ এবং নেকড়ে শিকার করতে শুরু করলেন শুধুমাত্র মানুষের জীবন রক্ষা করতে। বাঘ শিকার করতে হবে জেনেও তিনি ভয় পাননি। কীভাবে বাঘকে ঘায়েল করতে হবে সেটাও তিনি রপ্ত করেছিলেন। বাঘ হচ্ছে বনজঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জীব। বাঘ যাকে একবার লক্ষ্যবস্তু করে নেবে তার পেছনে পড়ে যাবে যতক্ষণ না তাকে শিকার করতে পারছে সে। এই জ্ঞানের ওপরে ভরসা করে জিম করবেট শিকার করতেন। তিনি জানতেন যে বাঘ তাকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে বাঘ তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো তাকে শিকার করার জন্য। এই তথ্যটাকে অবলম্বন করে বন্দুক তাক করে থাকতেন শিকার জিম করবেট। বাঘ কোনও সময়ে লক্ষ্যবস্তুতে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় না। সারাদিন ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাসের আড়াল থেকে জিমকে লক্ষ্য রাখতো। জিমও নিজকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভুলতো না এবং বাঘকে কীভাবে ঘায়েল করবেন তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করতেন। তীক্ষ্ন ছিল জিমের চোখ। নিশানাও ছিল অব্যর্থ। ফলে বাঘ তাঁকে সহজে ঘায়েল করতে পারেনি। বহুবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন মানুষ খেকো বাঘের হাত থেকে। পাশাপাশি তিনি মানুষদেরও রক্ষা করেছিলেন বাঘের হাত থেকে। বাঘের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হল মানুষ এবং তার রক্ত। কারণ মানুষের মাংস খুব নরম এবং সুস্বাদু। ফলে মানুষ শিকার করার ওপরে বেশি নজর থাকে বাঘের বা চিতার। তার ওপরে মানুষ শিকার করতে কোনও কসরৎ করতে হয় না। বন্য প্রাণী শিকার করতে গেলে দৈহিক শক্তি লাগে। কিন্তু মানুষ শিকার করতে বাঘের বা চিতার কেনও অসুবিধা হয় না। মানুষ একেবারে অসহায় হয় বাঘ বা চিতার কাছে। জিম করবেট প্রথম বাঘ শিকার করেন চম্পায়াত টাইগার। ৪৩৬টি বাঘ শিকার করেছেন। পরে তিনি মানুষ খেঁকো নেকড়ে বাঘও শিকার করেছিলেন। পানার চিতা শিকার করেন ১৯১০ সালে যে চিতা প্রায় ৪০০ জন মানুষকে হত্যা করে। তাঁর দ্বিতীয় শিকার রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ খেঁকো চিতা ১৯২৬ সালে।

বাংলা সাহিত্য স্বর্ণ যুগের লেখক মনোজ বসু একজন স্বদেশ প্রেমিক

রানা হালদার

সাহিত্যিক মনোজ বসু (জন্মঃ- ২৫ জুলাই, ১৯০১ - মৃত্যুঃ- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭)। বাংলার মাটি, মানুষ, আকাশ, গাছ গাছালি, গঙ্গা পদ্মার শব্দ নৈশব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্যকর্ম। স্কুলে পড়াকালীন কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু মিলে একটি হস্ত মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর পর তিনি 'বিকাশ' পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই মনোজ বসু লিখতে শুরু করেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম 'গৃহহারা', লেখক মনোজ মোহন বসু। 'বাঁশরী'র পৃষ্ঠাতেও ঐ নামে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পিতৃ প্রদত্ত নামের মধ্যপদ লোপ করে পরে তিনি মনোজ বসু হলেন। 'নতুন মানুষ' (বিচিত্রা কার্ত্তিক, ১৩৩৭) প্রথম পদক্ষেপ হলেও প্রকৃতপক্ষে 'বাঘ'-ই মনোজ বসুর কৃতিত্বের পরিচায়ক-এতেই তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা। 'বাঘ' গল্পটি সম্পর্কে বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। বিভূতিভূষণ, কবি জসীম উদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ছিল আন্তরিক সম্পর্ক। গল্পের পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছিল মনোজ বসুর সৃষ্টিধর্মী কবিতা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'গোপন কথা' হেমলতা দেবী সম্পাদিত মেয়েদের কাগজ 'বঙ্গলক্ষী'তে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

গুরু সদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'বাংলার শক্তি' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে। মনোজ বসু এই পত্রিকাটি সম্পাদনাসহ 'সাহিত্যের খবর' পত্রিকাটিও সম্পাদনা করতেন। তিনি 'বাংলা সাহিত্য একাডেমীর' (পশ্চিম বাংলা) সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম এবং কলকাতার নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি সর্ব ভারতীয় ও আঞ্চলিক একাধিক সম্মেলনে পৌরহিত্য করা ছাড়াও অসংখ্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংস্থার পৃষ্ঠপেষকতা করেছেন।

জীবনে দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও কখনও থেমে থাকেনি মনোজ বাসুর সাহিত্যচর্চা। মনোজ বসুর সাহিত্য চিন্তা তাঁর জীবনচর্যায় একান্ত অনুগামী হয়ে দেখা দিয়েছিল। জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য চিন্তার প্রতিফলন। 'আমি সম্রাট', 'সেই গ্রাম সেইসব মানুষ', নিশিটুকুম্ব, 'নবীন যাত্রা', 'একদা নিশিথকালে', 'কিংশুক', 'মায়াকন্যা', 'বন কেটে বসত', 'রূপবতী', 'সেতুবন্ধ', 'ঝিলমিল' মনোজ বসুর রচনাবলী।

কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল জমা হয়ে আছে তাঁর লেখায়। স্বাধীনতা আন্দোলন, বীর বিপ্লবীদের ভুমিকা নিয়ে তাঁর লেখা 'আগস্ট ১৯৪২', 'ভুলিনাই' এক-একটি অমূল্য দলিল। এছাড়া 'সৈনিক', 'বাঁশের কেল্লা' প্রভৃতি এই সকল রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিও স্মরণীয়। মনোজ বসু ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর লিখিত 'ভ্রমণ কাহিনী', 'চীন দেখে এলাম', 'সোভিয়েতের দেশে দেশে', 'নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ', 'পথচলি' বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দী, ইংরেজী, গুজরাটি, মারাঠা, মালয়ালাম ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি গ্রন্থ চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

স্বদেশে ও বিদেশে লেখক পেয়েছেন অভাবনীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার। 'একাডেমী পুরস্কার' ও 'নরসিংহদাস' পুরস্কার, কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' অমৃত বাজার পত্রিকা প্রদত্ত 'মতিলাল ঘোষ' পুরস্কারে তিনি ভুষিত হয়েছেন। জগৎ ও জীবনের রূপকার মনোজ বসু তাঁর লেখনীতে বিচিত্র রামধনু এঁকেছেন, সৃষ্টি করেছেন রোমান্টিক সাহিত্য জগৎ। জন্ম ঃ যশোর জেলার কেশবপুর থানার ডোঙা ঘাটা গ্রামের বিখ্যাত বসু পরিবারে মনোজ বসু জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান তিনি। গ্রামে তাঁদের ছিল বংশ গৌরব ও প্রচুর খ্যাতি। তাঁর ঠাকুরদাদার লেখার অভ্যাস পিতা রামলাল বসুর মধ্যেও ছিল। তিনি ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। দুই পুরুষের সাহিত্যচর্চার সঞ্চয় ছিল মনোজ বসুর লেখক হওয়ার পাথেয়। মনোজ বসু সাত বছর বয়সেই বঙ্কিমবাবুর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯০৯ সালের জুন মাসে মাত্র আট বছর বয়সে লেখক মনোজ বসু হলেন পিতৃহীন। তখনও পাঠশালার গন্ডি শেষ হয়নি। লেখক হওয়ার সাধ, স্বপ্ন, বাসনা সব কিছুর উপর পড়ল যব নিকা। এক নিদারুন অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রথমে নিজ গ্রামে পরে কলকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবন চলতে থাকে। কলকাতায় তিনি ভর্তি হন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি কয়েকটি বিষয়ে পাশ করেন।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী কালাম

অনিকেত নস্কর

ভারতরত্ন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালাম পরলোক গমন করেন ২৭ জুলাই, ২০১৫ সালে। বিজ্ঞানী কালাম তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "তখন ১৯৪১ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আমরা থাকতাম রামেশ্বরম শহরে। আমার বয়স তখন মাত্র ১০ বছব। আমি প্রতিদিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে অঙ্ক শিক্ষকের কাছে যেতাম। তিন কিলোমিটার দূরের রেলস্টেশনে যেতাম খবরের কাগজ আনতে। যুদ্ধের সময় বলে স্টেশনে ট্রেন থামত না, চলন্ত ট্রেন থেকে খবরের কাগজের বান্ডিল ছুড়ে ফেলা হত প্ল্যাটফর্মে। আমার কাজ ছিল সেই ছুড়ে দেওয়া কাগজের বান্ডিল সারা শহরে ফেরি করা, সবার আগে গ্রাহকের হাতে কাগজ পৌঁছে দেওয়া।" (এ পি জে আবদুল কালামের আত্মজীবনী থেকে সংগৃহীত)।

আবুল পাকির জয়নুল আবেদিন আবদুল কালাম ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তিনিই ভারতে প্রথম পারমানবিক বোমা বহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেন। তার জন্ম তামিলনাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমে। তিনি ছিলেন চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটাল ট্রান্সফরমেশনের অধ্যাপক। তিনি অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশ, ত্রিশুল ও নাগ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তৈরি করেন যা ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির দিক থেকে ভারতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে।

পরিবার, শিক্ষা ও কর্ম ঃ তাঁর পিতা জয়নুল-আবেদিন ছিলেন একজন নৌকামালিক এবং মাতা অশিয়াম্মা ছিলেন গৃহবধূ। তাঁর পিতা রামেশ্বরম ও অধুনা-বিলুপ্ত ধনুস্কোডির মধ্যে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নৌকায় পারাপার করাতেন। কালামের পরিবার ছিল অত্যন্ত গরিব। অল্প বয়স থেকেই পরিবারের ভরন পোষণের জন্য তাঁকে কাজ করা শুরু করতে হয়। বিদ্যালয়শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পিতাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে সংবাদপত্রে লেখালিখি শুরু করতে হয়। বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন সাধারণ মানের ছাত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত ও কঠোর

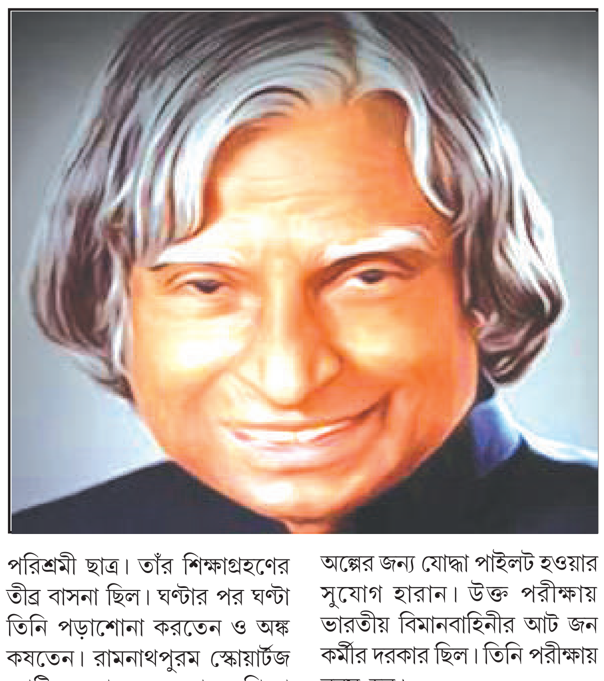

পরিশ্রমী ছাত্র। তাঁর শিক্ষাগ্রহণের তীব্র বাসনা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পড়াশোনা করতেন ও অঙ্ক কষতেন। রামনাথপুরম স্কোয়ার্টজ ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর কালাম তিরুচিরা পল্লির সেন্ট জোসেফ'স কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে সেই কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। পাঠক্রমের শেষের দিকে তিনি পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চার বছর ওই বিষয় অধ্যয়ন করে নষ্ট করার জন্য তিনি আক্ষেপ করতেন। ১৯৫৫ সালে তিনি মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) চলে আসেন। এখানকার মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব টেক নোলজি থেকে তিনি বিমানপ্রযুক্তি শিক্ষা করেন। একটি সিনিয়র ক্লাস প্রোজেক্টে কাজ করার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিন তাঁর কাজে অগ্রগতি না দেখে অসন্তুষ্ট হন। তিনি ভয় দেখান তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে তাঁর বৃত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কালাম তিন দিনেই কাজ শেষ করেন। তা দেখে ডিন খুশি হন। পরে তিনি কালামকে লিখেছিলেন, আমি তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলাম। তোমাকে এমন সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলেছিলাম যা করা খুব শক্ত। তিনি অঙ্কের জন্য যোদ্ধা পাইলট হওয়ার সুযোগ হারান। উক্ত পরীক্ষায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর আট জন কর্মীর দরকার ছিল। তিনি পরীক্ষায় নবম হন।

তিনি ১৯৬০ সালে স্নাতক সম্পন্ন করার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এরোনটিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি একটি ছোট হোভার ক্রাফটের নকশা তৈরি করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কালাম ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটিতে প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. বিক্রম সারাভাইয়ের অধীনে কাজ করতেন। ১৯৬৯ সালে আব্দুল কালাম ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় বদলি হন। সেখানে তিনি ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী যান (এসএলভি-III)-এর প্রকল্প পরিচালক ছিলেন যা ১৯৮০ সালের জুলাইয়ে 'রোহিণী' কৃত্রিম উপগ্রহকে তার কক্ষপথে স্থাপন করে। কালাম ১৯৬৫ সালে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থায় স্বাধীনভাবে একটি বর্ধমান রকেট প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি সরকারে অনুমোদন লাভ করেন এবং আরও কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিয়ে এই প্রোগ্রামের ব্যপ্তি ঘটান।

তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে নাসার ল্যাংলি রিসার্চ সেন্টার, গোডার্ড স্পেশ ফ্লাইট সেন্টার এবং ওয়ালোপ্স ফ্লাইট ফেসিলিটি পরিদর্শন করেন। তিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মাঝে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি) এবং এসএলভি-III গড়ার চেষ্টা করেন। তিনি এই কাজে সফল হয়েছিলেন।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুলাই মেঘালয়ের শিলং শহরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট নামক প্রতিষ্ঠানে বসবাসযোগ্য পৃথিবী বিষয়ে বক্তব্য রাখার সময় ভারতীয় প্রমাণ সময় সন্ধ্যা ৬ ৩০ নাগাদ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে বেথানী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে সন্ধ্যা ভারতীয় প্রমাণ সময় ৭ ৪৫ নাগাদ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কালামের মৃতদেহ ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে শিলং থেকে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে একটি সি-১৩০ হারকিউলিস বিমানে নতুন দিল্লির পালাম বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারত সরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কালামের মৃত্যুতে তাঁর সম্মানে সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা করেন। ভূটান সরকার দেশের পতাকা অর্ধনমিত রাখার ও ১০০০টি বাতি প্রজ্জ্বলনের নির্দেশ দেয় এবং ভূটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে কালামকে ভারতীয় জনগণের রাষ্ট্রপতি বলে উল্লেখ করে গভীর শোক প্রকাশ করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুসিলো বমবাং ইয়ুধোয়োনো, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক ও সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী সিয়েন লুং কালামের প্রতি সম্মান জানান।

বীরভূমের কুরুন্নাহারের ঐতিহ্যময়ী সরকার বাড়ি

দেবাঞ্জন দেবনাথ

কুরুন্নাহার সরকার বাড়ি। ইতি হাসের কুরুন্নাহার গ্রাম এখন বীরভূমের কীর্ণাহার শহর। কিঙ্কিন নামে এক রাজা শাসন করতেন। কিছুদিন আগেও আহমেদপুর থেকে বর্ধমানের কাটোয়া পর্যন্ত ন্যারোগেজ রেলপথের ছোটো স্টেশন ছিল। এখন ব্রডগেজ ট্রেন চালু হয়েছে। সারাদিনে একটি যায় ও একটি আসে। বীরভূম ও

মুর্শিদাবাদের সব বড়ো জায়গার সঙ্গে বাসপথে কীর্ণাহারের যোগা যোগ। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপা ধ্যায়ের বাড়ি পাশের গ্রাম মিরা টিতে। তাই পরিচিতি ও যোগা যোগ দুটোই গত কয়েক দশকে উন্নত হয়েছে। কীর্ণাহার বাজার ছাড়িয়ে প্রায় ১ কিমি দূরে শান্ত নির্জন পরিবেশে সরকারবাড়ি। আসলে অনেকগুলি পুরনো বাড়ির সমাহার। দেখে এলাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কুলদেবী রাজা মানসিংহের জগদ্ধাত্রী। বাংলার সুবাদার রাজপুত নেতা মানসিংহ বাদশা আকবরের দীন ই ইলাহি মতবাদ গ্রহণ করতে অসম্মত হলে বাদশা ক্ষুব্ধ হন। ঠাঁইনাড়া হওয়ার ভয় থেকে তিনি কুলদেবী জগ দ্ধাত্রীর নিত্যপূজা বজায় রাখতে কিশোরকুমার সরকারকে দেবীমূর্তি প্রদান করেন। ছোটো অপরূপা মূর্তি অষ্টধাতুতে গড়া। একটি পূর্ণ দৈর্ঘের শাড়ি এত ছোটো মূর্তিকে কেমন করে পরানো হয়েছে, ভেবে অবাক হই। এই পরিবারের অপর বিখ্যাত সদস্য শিবচন্দ্র সরকারের সাহিত্যা নুরাগ একসময় সুবিদিত ছিল। শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। কীর্ণাহারে তিনি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি 'পল্লীপাঠিকা' নামে বই লেখেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। শিবচন্দ্র সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন মহাকরি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম ও যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। এ ছাড়া তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন, যা সমকালের সমাজ ও রাজনীতির মূল্যবান ধারাবিবরণী ছিল। গুরুসদয় দত্ত সেই রোজনাম চার খাতা সংগ্রহ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। শিবচন্দ্রের হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত হাইকোর্টে মামলা লড়েছিলেন বলে শোনা যায়। আবার এই সরকার বাড়িতে একাধিকবার আসেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশবরচন্দ্র বিদ্যা সাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন। সরকার বাড়িতে ব্রাহ্ম সমাজের সভা বসে।

মহানন্দার গ্রাসে মালদা! হু হু করে বাড়ছে জল, বাড়ি ছেড়ে ফ্লাড শেল্টারে ভিটেমাটি হারা শতাধিক পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ টানা ভারী বৃষ্টির জেরে দ্রুত বাড়ছে মহানন্দা নদীর জলস্তর। এর প্রভাব

পড়তে শুরু করেছে মালদা শহরের নদীতীরবর্তী সংরক্ষিত এলাকায়। মহানন্দার জল ঢুকে পড়েছে একাধিক বাড়িতে। ফলে ইংরেজবাজার পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নদীতীরবর্তী এলাকার শতাধিক পরিবার ঘর ছেড়ে ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এলাকায় কার্যত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসন ও বাসিন্দাদের মধ্যে। ফ্লাড শেল্টারগুলিতে ঠাসাঠাসি অবস্থায় ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন দুর্গতরা। তাঁদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণ বা খাদ্যসামগ্রী পৌঁছায় নি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিজেদের উদ্যোগেই খাবারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। মিশনঘাট এলাকার বাসিন্দা বলেন, প্রতি বছর মহানন্দার জল বাড়লেই আমাদের বাড়িঘর প্লাবিত হয়। এবারও বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছি। বয়সের কারণে খুব কষ্ট হচ্ছে। সরকারের কাছে স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মহানন্দার জল বাড়লেই নদীতীরবর্তী সংরক্ষিত এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষ সমস্যায় পড়েন। বর্তমানে শুধু ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই প্রায় ৭০টি পরিবার ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছে। দুর্গতদের দ্রুত সরকারি সহায়তা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এই বিষয়ে ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, প্রতিবছরই নদীর তীরবর্তী ২, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২০ ও ২১ ওয়ার্ড প্লাবিত হয়। নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই গত বছর ফ্লাড শেল্টার তৈরি করা হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ সেখানে আশ্রয় নিচ্ছেন। প্রশাসনিক রিকুইজিশন পেলেই প্রয়োজনীয় সহায়তা পাঠানো হবে। পাশাপাশি নদীতীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী সকলকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। জলপথ ও সেচ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, জেলার তিনটি প্রধান নদীর জলস্তরই বাড়ছে। বর্তমানে বিপদসীমার কাছাকাছি রয়েছে। মহানন্দার জলস্তর ১৯.৭৮ মিটার, বিপদসীমার থেকে ১.২২ মিটার নিচে। গঙ্গার জলস্তর ২৩.৪৯ মিটার এবং ফুলহারের জলস্তর ২৫.৬৭ মিটার। যদিও ফুলহারের জল কমতে শুরু করেছে, গঙ্গা ও মহানন্দার জল বাড়ছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে নদীতীরবর্তী এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে।

শ্রাবণের শুরুতেই সবজির দামে বড় ধাক্কা, ভরসা শুধু আলু, কেন আচমকা তৈরি হল এমন পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ ঘাম ঝরানো গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারও যেন আগুন গরম! জলপাইগুড়ির লঙ্কার ঝাঁঝেই চোখে জল, আদা-

সজনায় 'ডবল সেঞ্চুরি' ভাবছেন এসব আবার কী? সপ্তাহের শুরুতেই প্রখর রোদে সকালে বাজারে গিয়ে একপ্রকার হাতে ছ্যাঁকা খাওয়ার জোগাড় জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের। দিনবাজার থেকে শুরু করে স্টেশন বাজার, বয়েলখানা, বউবাজার কিংবা ইন্দিরা গান্ধি কলোনি শহরের প্রায় প্রতিটি বাজারেই এখন সবজির দর আকাশছোঁয়া। ১০০ টাকার নিচে সাধারণ শাক-সবজি মেলা ভার! বাজারের এই অগ্নিমূল্য পরিস্থিতিতে থলি হাতে কেনাকাটি করতে গিয়ে ঘাম ছুটছে মধ্যবিত্তের। সোমবার সকালে শহরের প্রধান বাজারগুলি ঘুরে দেখা গেল, অধিকাংশ সবজিই এখন 'সেঞ্চুরি' বা 'ডবল সেঞ্চুরি' হাঁকাচ্ছে। জলপাইগুড়ির বাজারে বর্তমানে কাঁচা আদা, ক্যাপসিকাম এবং সজনা ডাঁটার দাম ছুঁয়েছে কেজি প্রতি ২০০-২৫০ টাকা! দামের ঝাঁঝ বেড়েছে কাঁচা লঙ্কারও। কেজি প্রতি ১২০ টাকা দরে বিক্রি হওয়ায় লঙ্কা কিনতে গিয়ে রীতিমতো চোখে জল আসার উপক্রম ক্রেতাদের। পিছিয়ে নেই অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় আনাজপাতিও। পটল, টমেটো, বেগুন কিংবা শসা সবকিছুরই দাম বর্তমানে ঘোরাফেরা করছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজির ঘরে। একই অবস্থা শীতকালীন সবজি হিসেবে পরিচিত ফুলকপি ও বাঁধাকপির ক্ষেত্রেও। ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে, আর বাঁধাকপির প্রতি কেজির দাম ঠেকেছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। বাজারে এই আগুনে দামের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম আলু। কেজি প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকার মধ্যে আলু বিক্রি হওয়ায় সেটাই এখন সাধারণ মানুষের রান্নাঘরের একমাত্র ভরসা। কিন্তু হঠাৎ কেন সবজির বাজারে এই আগুন? বিক্রেতারা জানান, আবহাওয়া খামখেয়ালি রূপ নেওয়ায় ক্ষেতেই অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ফলে বাজারে সবজির জোগান স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। জোগান কমে যাওয়ায় পাইকারি ও খুচরো উভয় বাজারেই দর লাফিয়ে বেড়েছে। আবার কিছু ব্যবসায়ীর কথায়, শ্রাবণ মাসে অনেকেই নিরামিষ খান, আনাজপাতির চাহিদা থাকে বেশি সেই কারণেও বাজারের চড়া দাম সবজির। সবজি আকাশছোঁয়া হওয়ায় স্বাভাবিক জমজমাট চেনা বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনাও চোখে পড়ার মতো কম। জোগান স্বাভাবিক না হলে এই পরিস্থিতি থেকে দ্রুত মেলা কঠিন বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। আপাতত থলে ভরে বাজার করা তো দায়, তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দিন গুনছে সাধারণ মানুষ।

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর ঝটিকা পরিদর্শন! রোগীদের কাছে অভিযোগ শুনে সুপারকে কড়া নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ জুলাই ঃ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল খতিয়ে দেখতে রবিবার কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শনে যান রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। তার সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণনগর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের দুই বিধায়ক, নাকাশিপাড়ার বিধায়ক-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। হাসপাতালে পৌঁছেই প্রতিমন্ত্রী সরাসরি রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় চিকিৎসা পরিষেবা, ডাক্তার-নার্সদের ব্যবহার, গেটম্যানদের আচরণ এবং ওষুধের জোগান নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ করেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে বাইরে থেকে পাঁচটি ইনজেকশনের সিরিজ কিনে আনতে হচ্ছে। সব অভিযোগ শোনার পর হাসপাতালের সুপারকে ডেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সরকারি হাসপাতালে কোনওভাবেই দালালচক্র চলবে না। হাসপাতালের ভিতরে দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে এবং রোগীদের সঠিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগী এবং

তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মানবিক আচরণ করারও নির্দেশ দেন। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মা-মাটি-মানুষ সরকারের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। কেন পরিষেবা বন্ধ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দালালচক্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলী কালচার আর চলবে না। পাশাপাশি তিনি জানান, সরকার ধাপে ধাপে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের খাবারের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আগামী দিনে দালালচক্র রোধ ও পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

ট্রাকের ধাক্কায় জখম দম্পতি, ক্ষোভে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উত্তরবঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা চত্বর। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে উত্তরকন্যা ও সংলগ্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও ট্র্যাফিক কর্মী মোতায়েন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনিক ভবনে যান। সেখানে সম্প্রতি সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। এরপর জলপেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে উত্তরকন্যায় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরকন্যায় পৌঁছানোর আগেই ঘটে যায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, যা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, সোমবার বেলা প্রায় দু'টো নাগাদ উত্তরকন্যার সামনে ট্র্যাফিক সিগন্যাল লাল হওয়ায় একটি বাইক দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় পেছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে বাইক আরোহী এবং তাঁর সঙ্গে থাকা স্ত্রী ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই দু'জন রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। দুর্ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষ, কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশ ও অন্যান্য পুলিশকর্মীরা ছুটে এসে গুরুতর আহত দম্পতিকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। অন্যদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি কিছুটা দূরে গিয়ে থেমে যায়। উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাকচালককে ধরে ফেলেন এবং তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। তবে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায়, জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ে চালককে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপরই ক্ষুব্ধ জনতা উত্তরকন্যার সামনেই রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে ভারী যান চলাচল করে এবং বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভের জেরে উত্তরকন্যার সামনে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসার আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সিউড়িতে বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৭ জুলাই ঃ চিকিৎসায় গাফিলতি এবং ভুল ইনজেকশন দেওয়ার কারণে ১৬ বছরের এক কিশোরের মৃত্যুর মর্মান্তিক অভিযোগ উঠল সিউড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। সিউড়ি ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন আবদারপুরের কাছের একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত কিশোরের নাম মৈনাক দাস। সে বীরভূম জেলা স্কুলের ছাত্র ছিল এবং সামনেই তার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিশোরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয় খোদ সিউড়ি থানার আইসিকে। মৃত কিশোরের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, হাসপাতালে অনিয়ম চলছে এবং দাযিত্বপ্রাপ্ত মূল ডাক্তার চিকিৎসা না করে অন্য কাউকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। অন্যদিকে চন্দন দাস নামে এক পরিজন জানান, এই ঘটনার পর কারণ জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক উল্টে তাদের নানাভাবে হুমকি দেন। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান স্থানীয় বিজেপি নেতা উত্তম কুমার রজক। তিনি জানান, মৃত কিশোরের পরিবারের তরফে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল না এবং নিয়ম মেনেই সব কাজ করা হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে আমি, কোনা খালিয়া হাওড়া নিবাসী মৌসুমী রায়, স্বামী-শ্যামল রায় 1.9.25 সালে 209843 নং দলিল মূলে (১) শ্রী শ্যামল হালদার (২) শ্রী গৌতম হালদার (৩)শ্রী তপন হালদার (৪) শ্রী সন্দীপ হালদার (৫) শ্রীমতী কল্পনা হালদার এবং আমমোক্তার স্বয়ং শ্রী দেবাশীষ দাস (পাওয়ার নং- 9705/25- (27 August 2025) এর নিকট হইতে 'খালিয়া'-মৌজায় জে.এল- 106 ভুক্ত, এল.আর-708 নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর- 271 নং দাগে 1 কাঠা 14 ছটাক, 35 sqt. সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা-বিএল-এও এলআরও অফিসে MN/2026/0503/5430 এই কেস নম্বরে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

মহঃ মুস্তাফা পিতা মহঃ হুসেন D.S.R-1 HOWRAH অফিসে 23/05/2025 রেজিঃকৃত 3150 নং দলিলমূলে 1 কাঠা 4 ছটাক 4 বর্গফুট এবং 10/04/2026 তারিখে রেজিঃকৃত 1942 নং দলিলমূলে 1 কাঠা 4 ছটাক 4 বর্গফুট শালি জমি সাঁকরাইলজলা মৌজায়। (হাল) 1319 নং এবং (হাল) 1879 এল.আর. খতিয়ানে সাবেক 1636 নং দাগের হাল 1838 নং দাগে 26/03/2025 তারিখে রানীহাটি রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত 1768 নং আমমোক্তার নামা দলিলের আমমোক্তার বিহারীলাল অট্টলানী, পিতা-ঁহাসামল অট্টলানী মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করি। যদি কোন ব্যক্তির উক্ত 3150 এবং 1942 নং দলিলমূলে পাওয়া সম্পত্তির রেকর্ড নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে ৩০ (30)দিনের মধ্যে সাঁকরাইল B.L.& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগরওয়াল, পিতা বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, বাসস্থান- 8 নং, কেদার নাথ দত্ত লেন, কলকাতা ,গত ইংরাজী 9/1/2024 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 050200271 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে তাপসি জানা, স্বামী-মদন জানা, বাসস্থান ভট্টনগর, লিলুয়া, হাওড়া নিকট হইতে চামরাইল মৌজার হাল 3888 দাগে, হাল 3446 খতিয়ানে 48 কাঠা-11 ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L.& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

দেবব্রত মন্ডল, পিতা নিতাই চন্দ্র মন্ডল, বাসস্থান- আনন্দনগর, লিলুয়া, হাওড়া। গত 23/09/2019 সালে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 050200783 নং আমোক্তার দলিল বলে তুষার মন্ডল পিতা সন্ন্যাসী মন্ডল বাসস্থান আনন্দনগর, লিলুয়া, হাওড়া নিকট হইতে চকপাড়া মৌজার হাল দাগ 1287 হাল 11879 খতিয়ানের কমবেশি 5.63 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে বালিজগাছা B.L & L.R.O অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্কিম বিহারী সামন্ত, পিতা-ঁমাখন লাল সামন্ত 15/02/1992 তারিখে রাণীহাটি রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত 529 নং দলিলমূলে ২ কাঠা, ১১ ছটাক শালি জমি সাঁকরাইল জলা মৌজায় হাল 1059 নং এল. আর খতিয়ানে সাবেক 774 দাগের হাল 823 নং দাগে ১) শ্রীমতী আরতী ঘোষ পক্ষে আমমোক্তার অঞ্জলী ঘোষ (1991 সালে রেজিঃকৃত 20 নং আমমোক্তার নামা), ২) চম্পা দাস মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ করেন। 529 নং দলিলমূলে পাওয়া সম্পত্তির রেকর্ড নিয়ে কারো অভিযোগ থাকলে 30 দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

সঞ্জীব রানা, পিতা-কিষান রানা, নিবাস-প্রফুল্ল কানন, উত্তর ২৪ পরগনা। গত 22/07/22 সালের হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 08561 আমোক্তারনামা দলিল মূলে 1) সুরেশচন্দ্র সাহা পিতা-মিহির লাল সাহা, 2) কাজল রানী সাহা স্বামী সুরেশ চন্দ্র সাহা নিবাস- বেলগাছিয়া, হাওড়া 13/1, L Road, নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল 222 দাগে, 9366, 9384 খতিয়ানে মোট 31.35 শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দিয়েছে। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুরজ শ ও রাজকুমার শ (পিতা-রামচন্দ্র শ) একটি 'জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি'-র মাধ্যমে যথাক্রমে ০.০২৪৮ একর ও ০.০২৪৮ একর জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি-র মাধ্যমে অবিনাশ কুমার পাণ্ডে ও অন্যান্যরা (পিতাঃ মৃত হরেরাম পাণ্ডে) লালন প্রসাদ শ-কে (পিতাঃ মৃত রাম সেবক শ) অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন (দলিল নং- ০৫০২১১৫১৬, তারিখ- ১৭.১০.২০২৫, এ.ডি.এস. আর. হাওড়া)। বর্তমানে আমার মক্কেল বালি-জগাছা ব্লকের বি. এল. অ্যান্ড এল. আর.ও. (BL& LRO)-র নিকট মিউটেশন বা নামপত্তন মামলা নং- ৫৫৫৯ /২০২৬ ও ৫৮৪৮/ ২০২৬ দায়ের করেছেন (মৌজাঃ চকপাড়া, জে.এল.-১১১, এল. আর. দাগ- ৪২৫, এল. আর. খতিয়ান- ৯৯৮২, ৯৯৮৮ ও ৯৯৮৯ ঠিকানাঃ ২২৯ জি.টি. রোড, বালি, হাওড়া)। যদি কেউ এই বিষয়ে কোনো আপত্তি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাকে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.-র দপ্তরে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে।

Date: 27.07.2026

ABHISHEK ROY

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল লোপামুদ্রা রায়, স্বামী- রাজেশ রায়, সাং- অম্বিকা কুন্ডু বাই লেন, পোঃ- সাঁতরাগাছি, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০২০৪৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সুভদ্রা মন্ডল, স্বামী- গোপাল মন্ডল দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন নলপুর মৌজায় জে. এল. ১২৪ নং ভুক্ত, এল. আর. ৩১৩ নং খতিয়ানে এল. আর.- ১৬৩ নং দাগে শালি ০৩ কাঠা ০৯ ছটাক ১৮ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১৪.০৬.২০১৯ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৫০৩০০১৮১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে জয়দেব মন্ডল পিতা নিমাই মন্ডল, সাং- মনোহরপুর, নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

Notice invting Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat
Nutangram, Jamalpur, Purba Bardhaman, PIN-713408, (Under Jamalpur Dev. Block.)

Offline Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 15th F.C. 2025-2026 fund. **Tender Offline:** Ref Nit No- 176/Jam-II/26 Dated-24.07.2026-(15th CFC UNTIED 2025-2026), 177/Jam-II/26, Dated-24.07.2026-(15th CFC TIED 2025-2026). Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬২৭, তারিখ ২৪.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৫/২৬-২৭/এসএফ। অবস্থানসহ কাজের নাম:** শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিএসটিই/১ ও এএসটিই/১-এর শাখায় ইন্টারলক্ড গেটে (ওএসএল)-তে আরটিইউ-এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৭,৩০,৭০,৭০২.৮৬ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১৪,৬১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ০৬.০৮.২০২৬। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ২০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ২০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** ডেটালগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ অথবা যে কোনও সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ যাতে থাকবে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড সংশোধন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএএসএসডিএসি)। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-150/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : কম/পাব/এইচডব্লুএইচ/২৬/২৬, তারিখ ২২.০৭.৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনে ভিডিও ওয়াল ও ইএমইউ রেকের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নং : পাব-এইচডব্লুএইচ-২৬-২৬। অকশন শুরুর তারিখ/সময় :** ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **সিকো. নং, লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপ: **এএ/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-ওএইচ-১৬৪-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশনের মূল প্রবেশ দ্বারের নিকট সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপন করা ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান। **এএ/২,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-১৫৭-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), নবদ্বীপধাম রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অস্থায়ী বুকিং কার্যালয়ের নিকট ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এএ/৩,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই-ওএইচ-১৬৭-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), হাওড়া ডিভিসনের অন্তর্গত বালি রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ১টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ৩ বছর মেয়াদী চুক্তি। **এএ/৪,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এজেড-ওএইচ-১৬৩-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপন করা ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান। **এএ/৫,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এএ/৬,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-ওএইচ-১৬০-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপন করা ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান। **এবি/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএই-পিডিএ-ওএসডি-১২২-২৪-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল)], হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-৪-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলির (অ্যানেক্সার-১-এ বিবৃত মতো পাণ্ডুয়া, মেমারি, বর্ধমান, বোলপুর ও রামপুরহাট) প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার ও আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগ সহ ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সম্বলিত ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেমের ৩ বছর মেয়াদী সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তি প্রদান। **এবি/২,** এডিভিটি-এইচডব্লুএই-এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল)], হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-১-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলির (অ্যানেক্সার-১-এ বিবৃত মতো লিলুয়া, বেলুড়, বালি, ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া ও শ্রীরামপুর) প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার ও আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগ সহ ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সম্বলিত ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেমের ৩ বছর মেয়াদী সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তি প্রদান। **এবি/৩,** এডিভিটি-এইচডব্লুএই-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল)], বর্ধমান স্টেশনের ভিতর বিভিন্ন স্থানে ৩ বছরের মেয়াদের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের লক্ষ্যে ৬যি ভিডিও ওয়াল স্থাপনের অধিকার প্রদান। **এসি/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএই-কেকিউইউ-ওএসএন-৩০-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)], হাওড়া ডিভিসনের কামারকুণ্ডু স্টেশন পরিসরে ৩ বছর মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এসি/২,** এডিভিটি-এইচডব্লুএই-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১৬৫-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)], হাওড়া ডিভিসনের অধীনে হাওড়া স্টেশন পুরনো কমপ্লেক্সের পিলারে ভিনাইল পেস্টিংয়ের মাধ্যমে ৩ বছর মেয়াদী বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এডি/১,** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউরেক৩২-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র ও এক্সটিরিয়র), হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ বিশিষ্ট ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহিরাংশের সম্পূর্ণ পার্শ্ব দেওয়াল (জানলা ও বাধ্যতামূলক নির্দেশক চিহ্ন বা সাইনেজ ব্যতীত) এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **এডি/২,** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউআর২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র ও এক্সটিরিয়র), হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ বিশিষ্ট ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহিরাংশের সম্পূর্ণ পার্শ্ব দেওয়াল (জানলা ও বাধ্যতামূলক নির্দেশক চিহ্ন বা সাইনেজ ব্যতীত) এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান।

(HWH-238/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : ● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৮এ। **কামরা :** ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ০৬.০৮.২০২৬, দুপুর ২টো।

(HWH-237/2026-27) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অভিযুক্তের হাজির হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত ঘোষণা

ফৌজদারি কার্যবিধির ৮২ ধারা দেখুন

যেহেতু আমার নিকট অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত **রুমা রবিদাস** (স্বামীঃ শ্রী কাবুন রবিদাস ঠিকানাঃ ঝুগগি, গোল চক্করের কাছে, নেতাজি নগর, সরোজিনী নগর, নতুন দিল্লি এবং রাজোল, খুসিদা, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) সরোজিনী নগর থানা, নতুন **দিল্লি-র এফআইআর নং ২৯৪ /২০২২ (আইপিসি-র ধারা ৩২৩/ ৩৪১/ ৩৪)**-এর অধীনে অপরাধ সংঘটন করেছেন (বা সংঘটন করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে), এবং যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি এই মর্মে ফেরত এসেছে যে উক্ত **রুমা রবিদাসকে** খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যেহেতু আমার কাছে এটি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে উক্ত **রুমা রবিদাস** পলাতক রয়েছেন (বা পরোয়ানা কার্যকর হওয়া এড়াতে আত্মগোপন করে আছেন), তাই এই মামলায় সিআরপিসি (Cr.PC)-র ধারা **৮২-এর** অধীনে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সরোজিনী নগর থানা, নতুন **দিল্লি-র এফআইআর নং ২৯৪/ ২০২২ (আইপিসি-র ধারা ৩২৩/৩৪১/৩৪)-এর** অভিযুক্ত রুমা রবিদাসকে উক্ত অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য আগামী **১১.০৯.২০২৬** তারিখে এই আদালতে সশরীরে হাজির হতে হবে।

আদেশক্রমেঃ মিসেস বিজয়শ্রী রাঠোর,
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণি)-০৫,
কক্ষ নং ১৩, প্রথম তলা, মূল ভবন,
পাটিয়ালা হাউস কোর্টস, নয়াদিল্লি।

DP/10231/SW/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex. Eng. (WS)/RWPS/GRWW/, KMC invites e-Tender for the following works:

1) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-07
Name of the work: **Annual silt cleaning of pump floor and SUMP area a RWPS Ph-1 and Ph-II, under GRWW.** Estimated Amount : **₹ 4,25,920.00.** Earnest Money : **₹ 8,520.00.**

2) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-05
Name of the work: **Annual maintenance of surrounding area of Raw Water Campus including three nos. Jeetty under GRWW.** Estimated Amount : ₹ **4,35,600.00.** Earnest Money : ₹ **8,750.00.** Period of Completion: **365 Days (for Sl. No. 1 & 2).**

3) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-09
Name of the work: **Supply, installation, testing & commissioning the new gear box arrangement for 900 mm dia BFV of Pump No.-2 at RWPS Ph-III of GRWW.** Estimated Amount : ₹ **1,43,546.00.** Earnest Money : ₹ **2,900.00.**

4) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-06
Name of the work: **Through checking, cleaning, testing of different types of preventive fault detecting devices of 09 no. H. T. VCB Switch gears for healthy circuit at phase-I, Raw Water Pumping Station under GRWW.** Estimated Amount : ₹ **3,62,267.00.** Earnest Money : ₹ **7,300.00.** Period of Completion: **07 Days (for Sl. No. 3 & 4).** Last date and time of receipt : **05.08.2026 at 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).** Date of opening Tender : **07,08.2026 at 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available from **28.07.26 at 2 p.m onwards (for Sl. No. 1 to 4)** the website : **https://etender.wb.nic.in.**

The Dy.C.E WS-II, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No.: WS/RBPS/M/2026-27/4
Name of the work: **Restoration of damaged 02 nos. chlorination unit at Ranikuthi BPS.** Estimated Cost of the Work : ₹ **1,93,872.00.** Earnest Money : ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Time and last date of receipt of tender (online) : **06.08.2026 at 2 p.m.** Time and date of opening of tender (online) : **08.08.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from: **30.07.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available in the website: **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No.: EE/GRWW/WTP-I/20/2026-27
Name of the work: **Renovation of 100 mm dia CI pipeline along 16 nos. filter beds for feeding jetting line with MS structural support at WTP-I of GRWW with other allied works.** Estimated Amount : ₹ **2,80,989.00.** Earnest Money : ₹ **5,700.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of receipt of tender (online) : **12.08.2026 at 2 p.m.** Last date and time of opening of tender (online) : **14.08.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in.**

Executive Engineer/WS/BR-XII, Jadavpur Unit, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

1) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-05/1st Call
Name of the work: **Mending work of water supply pipelines by repairing of leaks and other ancillary works at Uttar Basudha, chit Kalikapur and its surrounding area in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated Cost : ₹ **2,93,245.58.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

2) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/106/26-27/M-03/1st Call
Name of the work: **Restoration work of water supply pipeline by repairing of leaks and other ancillary works at R. K. Das Road, Purbachal Kalitala Road and its surrounding are in Ward No.-106, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,93,484.78.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

3) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/106/26-27/M-04/1st Call
Name of the work: **Mending work of water supply pipelines by repairing of leaks and other ancillary works at South Purbachal Hospital Road, Mondal Para and its surrounding area in Ward No.-106, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,79,279.58.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days (for Sl. No. 2 & 3).**

4) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/105/26-27/M-3/1st Call
Name of the work: **Maintenance of water supply pipe line by repairing of leaks and at service pipes service main road and providing stand post at Haltu School Road, KP Roy Lane, Ram Lal Bazzar, Ghosh Para and its surrounding area in Ward No.-105, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,98,388.90.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of online submission of bid : **10.08.2026 at 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).** Tender will be opened on : **12.08.2026 at 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available on the website: **https://wbtenders.gov.in.** For any addendum or corrigendum, please refer to the website : **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No.: KMC/WS/WEST/MAINS/T-01//2026-27
Name of the work: **Strengthening of 300 mm dia R/Main by M. S. Jacketing near 13, Raja Santosh Road in Ward No. 74.** Estimated Amount : ₹ **1,54,090.00.** Earnest Money : ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (online): **11.08.2026 at 12 noon / 13.08.2026 at 12 noon.** The bid forms and other details are available the website: **https://wbtenders.gov.in.**

Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/110 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes at different portions of Upen Banerjee Road and Banamali Naskar Road in Ward No. 131 under Br. XIV.** Estimated Amount (Incl. GST 18% & CESS 1%) : ₹ **4,97,651.68.** Earnest Money : ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time submission of all Bids: **01.08.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2026 - 12 noon.** Tender will be published & bidders will be able to participate in the e-tender available on the website: **https://wbtenders.gov.in.**

CORRIGENDUM

NIT No-KMC/EE-III/31/2/26-27 (1st Call). Published in this newspaper on **18.07.2026 (Key No. 241/26-27) of Engineering (Civil)/Br.-III Department.** Last Date & Time of submission of bid will be read as **03.08.2026 upto 12 noon** instead of 24.07.2026 upto 12 noon. Date and time of opening of Bid will be read as **05.08.2026 after 12 noon** instead of 27.07.2026 after 12 noon. All other criteria remain unchanged.

NIT No-KMC/EE-III/32/3/26-27. Published in this newspaper on **14.07.2026 (Key No. 223/26-27) of Engineering (Civil)/Br.-III Department.** Last Date & Time of submission of bid will be read as **12.08.2026 at 12 noon** instead of 24.07.2026 upto 12 noon. Date and time of opening of tender will be read as **14.08.2026 after 12 noon** instead of 27.07.2026 after 12 noon. All other criteria remain unchanged.

274/26-27

বর্ষাকালে বৃষ্টি যেন নিত্যসঙ্গী

বর্ষায় সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাড়তি সতর্কতা, স্কুল থেকে ফিরেই যে ৫ কাজ করতে ভুলবেন না

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বর্ষাকালে বৃষ্টি যেন নিত্যসঙ্গী। কখনও টানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আবার কখনও মুষলধারে বর্ষণ। এই সময়টায় শিশুদের আনন্দের যেন শেষ থাকে না। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বৃষ্টিতে ভেজা, জল জমে থাকা রাস্তায় হাঁটা কিংবা কাদায় পা ডোবানো-এসব তাদের কাছে দারুণ উপভোগ্য। কিন্তু এই আনঃেদর আড়ালেই লুকিয়ে থাকে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি। ভেজা পোশাক, কাদা, অপরিস্কার জল এবং দীর্ঘ সময় আর্দ্র পরিবেশে থাকার কারণে সর্দি-কাশি, জ্বর, ত্বকের সংক্রমণ থেকে শুরু করে পায়ের ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই বর্ষাকালে সন্তান স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলেই অভিভাবকদের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। সামান্য সতর্কতাই শিশুকে অনেক ধরনের অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ভেজা পোশাক দ্রুত বদলানো জরুরি-স্কুল থেকে ফিরে প্রথমেই দেখে নিন শিশুর পোশাক বা মাথা ভিজে রয়েছে কি না। অনেক সময় ছাতা ব্যবহার করলেও চুল, ঘাড় বা কানের পিছনের অংশ ভিজে যায়। এসব জায়গায় দীর্ঘ সময় জল লেগে থাকলে ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই বাড়ি ফিরেই শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথা, ঘাড় ও শরীর ভালোভাবে মুছে দিন। প্রয়োজন হলে শুকনো আরামদায়ক পোশাক পরিয়ে দিন। শরীর পরিস্কার করে ত্বকের যত্ন নিন-বর্ষাকালে কাদা, ধুলো এবং দূষিত জল শরীরে লেগে থাকতে পারে। তাই শুধু পোশাক বদলালেই হবে না, হাত-পা ও শরীর পরিস্কার করে মুছে নেওয়াও জরুরি। শিশুর ত্বক শুস্ক হয়ে গেলে হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে ত্বক কোমল থাকবে এবং আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে হওয়া অস্বস্তিও কমবে।

গরম খাবার বা পানীয় দিন-বৃষ্টিতে ভিজে এলে শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে। তাই স্কুল থেকে ফেরার পর শিশুকে গরম ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো ভালো। গরম স্যুপ, দুধ বা হালকা গরম খাবার শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল পান করানোও জরুরি, যাতে শরীরে পানিশূন্যতা না দেখা দেয়। পায়ের যত্নে অবহেলা নয়-বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে পায়ে। দীর্ঘ সময় ভেজা জুতো বা মোজা পরে থাকলে আঙুলের ফাঁকে ফাঙ্গাল সংক্রমণ, চুলকানি বা দুর্গন্ধের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তাই বাড়ি ফিরেই জুতো ও মোজা খুলে পরীক্ষা করুন সেগুলো ভিজে আছে কি না। ভেজা থাকলে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন এবং শিশুর পা পরিস্কার করে শুকিয়ে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে পারেন। এতে ত্বক নরম থাকবে এবং সংক্রমণের ঝুঁকিও কমবে।

ত্বকে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখলে সতর্ক হোন-বৃষ্টির জল বা নোংরা পরিবেশের সংস্পর্শে এসে অনেক সময় ত্বকে লালচে দাগ, ফুসকুড়ি বা চুলকানির মতো সমস্যা দেখা দেয়। এমন লক্ষণ দেখা দিলে বিষয়টি হালকাভাবে নেবেন না। প্রাথমিকভাবে চিকিসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যাণ্টিসেপটিক বা উপযুক্ত ত্বকের ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সমস্যা বাড়তে থাকলে বা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞ বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। স্কুলব্যাগে রাখুন বর্ষার জরুরি সামগ্রী-শুধু বাড়িতে যত্ন নিলেই হবে না, বর্ষাকালে স্কুলব্যাগেও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা উচিত। এতে স্কুলে বা পথে বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও শিশু সহজেই পোশাক পরিবর্তন করতে পারবে এবং ভেজা কাপড় দীর্ঘক্ষণ পরে থাকতে হবে না।

ব্যাগে রাখুন- অতিরিক্ত অন্তর্বাস, এক জোড়া শুকনো মোজা, ছোট তোয়ালে

জলরোধী বা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ, প্রয়োজনে অতিরিক্ত জুতো বা স্যান্ডেল।

সামান্য সচেতনতাই বড় সুরক্ষা- বর্ষা শিশুদের কাছে আনন্দের ঋতু হলেও এই সময় সংক্রমণ এবং মৌসুমি অসুস্থতার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই সন্তান স্কুল থেকে ফিরে ভেজা পোশাক বদলানো, শরীর পরিস্কার রাখা, গরম খাবার দেওয়া, পায়ের যত্ন নেওয়া এবং ত্বকের পরিবর্তনের দিকে নজর রাখার মতো ছোট ছোট অভ্যাসই তাদের সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি স্কুলব্যাগে প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার অভ্যাস গড়ে তুললে বৃষ্টির দিনেও শিশু থাকবে অনেক বেশি নিরাপদ ও স্বস্তিতে।

ভিনধর্মে বিয়েতে বাঁধা নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাধীনতার পক্ষে কলকাতা হাই কোর্ট বিয়ের দিন কড়া নিরাপত্তার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ নিজের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও বাধা হতে পারে না। ভিনধর্মী এক যুগলের দায়ের করা মামলার শুনানিতে এমনই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাই কোর্ট। একই সঙ্গে আগামী ২৯ জুলাই নির্ধারিত ওই যুগলের বিয়ের অনুষ্ঠান যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন ওই যুবক-যুবতী। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই তাঁদের নানা ধরনের বাধা, চাপ এবং হুমকির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। যুগলের দাবি, শুধু সামাজিক চাপই নয়, তাঁদের পারিবারিক ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত করে দেওয়া হতে পারে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা এবং নির্ধারিত দিনে নির্বিঘ্নে বিয়ে সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। মামলার শুনানিতে হবু দম্পতির পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। আদালতে তিনি দাবি করেন, পরিবার নয়, তৃতীয় পক্ষের দিক থেকে এই বাধা আসছে। একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিরত বাধা দেওয়া হচ্ছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নোটিস দেওয়ার পর মেয়েটির বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আপত্তি জানাতে বলা হয়। হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপ ছা।া তাঁদের পক্ষে নিরাপদে বিয়ে করা সম্ভব নয় বলেও আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানান, ভারতীয় আইনে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাঁদের সেই সিদ্ধান্তে ধর্ম কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে না। ভিন্ন ধর্মের হলেও শুধুমাত্র সেই কারণ দেখিয়ে বিয়েতে বাধা দেওয়া আইনসম্মত নয়। আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্ধারিত দিনে বিয়ে সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রশাসনের। শুনানির সময় রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতকে জানান, ঘটনাটি উলুবে।িয়া এলাকার। আবেদন পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ বিষয়টির উপর নজরদারি শুরু করেছে। যেহেতু যুগল দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বেচ্ছায় বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এএপি-র শাসনে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, এটাই বিজেপির অস্বস্তির কারণঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল

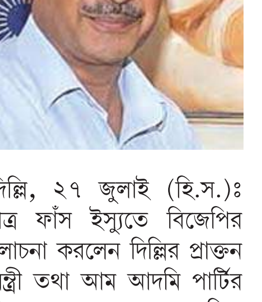

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.)ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে বিজেপির সমালোচনা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আম আদমি পার্টি (এএপি)-র শাসনে দিল্লি অথবা পঞ্জাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, এটাই বিজেপির অস্বস্তির কারণ। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল বলেন, দিল্লিতে আমরা ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলাম এবং একটিও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি পঞ্জাবে আমরা ৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছি এবং সেখানেও একটিও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। এই বিষয়টিই আসলে তাঁদের (বিজেপি) অস্বস্তির কারণ। দু'টি কেন্দ্রে কয়েকজন শিক্ষার্থী 'স্মার্ট পেন' ভেতরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেই স্মার্ট পেন ব্যবহার করে তাঁরা প্রশ্নপত্র স্ক্যান করে বাইরে ছবি পাঠিয়ে উত্তর সংগ্রহের মাধ্যমে নকল করার চেষ্টা করেছিল। তবে সেই ১০-১২ জন শিক্ষার্থীকে ঘটনাস্থলেই ধরে ফেলা হয়। বাস্তবে কোনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি তাঁরা মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। ২০২২ সালে পঞ্জাবে যখন আমাদের সরকার গঠিত হয়, তার আগের বছর শিক্ষার দিক থেকে রাজ্যের অবস্থান ছিল ২৭-তম এখন তা এক নম্বরে উঠে এসেছে। এমনকি কেরলমকেও ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অসাধারণ কাজ হয়েছে, তারা তাকে কলঙ্কিত করার এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার চেষ্টা করছে। কেজরিওয়াল আরও বলেন, দেশের যুবসমাজ একটি উদ্ধত সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানকে জনসমক্ষে পদত্যাগ করতে হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, তিনি যেন এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ই২০ জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়টিও স্পষ্ট করেন। মানুষ বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁদের গাড়িগুলো বিকল হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করার আগেই তিনি যেন এগিয়ে আসেন এবং এর সমাধান করেন। এই বিষয়ে সবাইকে একত্রিত করার লক্ষ্যে আমরা আগামী শনিবার 'ই২০-এর বিরুদ্ধে জাতীয় টাউনহল'-এর আয়োজন করছি। আমরা আশা করছি, এই আয়োজনে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানটি দুপুর ১২টায় শুরু হবে। দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে বসবাসকারী যাঁরা সশরীরে উপস্থিত হতে পারবেন, তাঁরা যেন সকাল ১১.৩০-এর মধ্যে 'কনস্টিটিউশন ক্লাব'-এ পৌঁছে যান। আর যাঁরা দিল্লির বাইরে আছেন এবং সশরীরে আসতে পারবেন না, তাঁদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ অনলাইনে যোগ দেবেন বলে আমরা আশা করছি। অনলাইনে যোগ দিতে ৮৫৮৮৮৩৩২১২ নম্বরে একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠান আমরা শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে একটি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেব। পরদিন সকাল ১১.৩০-এর পর যে কোনও সময় সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত হতে পারবেন। আমরা বিশেষজ্ঞ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং এই বিষয়ে আগ্রহী সকলকে একটি অভিন্ন মঞ্চে একত্রিত করার আশা রাখি। আমরা সবাইকে কথা বলার সুযোগ দেব এবং ই২০ নীতি প্রত্যাহারে সরকারকে কীভাবে বাধ্য করা যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্য! কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।

২০ জুলাইয়ের ঘটনায় অমিত শাহের বিবৃতিতে সরব ডিম্পল যাদব

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.)ঃ চলতি মাসের ২০ তারিখ ছাত্র আন্দোলনের সময় হওয়া ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতিতে সরব হলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিম্পল যাদব বলেন, বিরোধী দল অবশ্যই চায় অধিবেশন চলুক, কারণ আমরা চাই এ বিষয়ে আলোচনা হোক। আমরা আগেই 'নিট' নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিলাম, কিন্তু সরকার তখন প্রস্তুত ছিল না। ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে গত ২০ তারিখে শিক্ষার্থীরা যে পথগুলো দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে, সেখানেই তাদের ওপর হিংসা চালানো হয়েছে ও মারধর করা হয়েছে- ব্যারিকেড বসানো হয়েছিল, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং এই পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী। আমরা চাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এসে ব্যাখ্যা দিন কেন এমনটা ঘটল। পাশাপাশি আমরা দাবি জানাচ্ছি, সরকার যেন সংসদে ঘোষণা করে, তারা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত আইনি মামলা প্রত্যাহার করে নেবে।

বিয়ে না হওয়ার হতাশা! মাত্র ৬ মাসে ২৯ যুবকের আত্মহত্যা

মুম্বই, ২৭ জুলাই ঃ মনের মতো জীবনসঙ্গী না পাওয়ার হতাশা কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তারই উদ্বেগজনক ছবি উঠে এসেছে মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলা থেকে। পুলিশের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে শুধু বিয়ে না হওয়ার হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছেন অন্তত ২৯ জন যুবক। এই তথ্য নতুন করে মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক চাপ এবং লিঙ্গ অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।জলগাঁও জেলা পুলিশের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত জেলায় মোট ৪৩১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে ৩৮৩ জনই পুরুষ। এছাড়া আত্মঘাতীদের তালিকায় রয়েছেন ২৯ জন মহিলা, ৮ জন নাবালক এবং ১১ জন নাবালিকা। পরিসংখ্যান বলছে, এই সময়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের আত্মহত্যার হার প্রায় ১০ গুণ বেশি, যা বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশি তদন্তে আত্মহত্যার পেছনে একাধিক কারণ উঠে এসেছে। আর্থিক সংকট, পারিবারিক অশান্তি, ঋণের বোঝা, দীর্ঘদিনের অসুস্থতা, মদ্যপানের সমস্যা এবং মানসিক অবসাদ-এসব কারণ বহু ক্ষেত্রেই দায়ী। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে বিয়ে না হওয়ার কারণে আত্মহত্যার ঘটনা। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৯ জন পুরুষ শুধুমাত্র বিয়ে না হওয়ার হতাশা থেকেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃতদের কেউ দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে পাননি। আবার কারও ক্ষেত্রে বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েও শেষ মুহূর্তে ভেঙে যায়। এই ব্যর্থতা তাঁদের মধ্যে গভীর মানসিক অবসাদ তৈরি করে। অনেকেই সামাজিক কটাক্ষ, পারিবারিক প্রত্যাশা এবং ভবিষ্য নিয়ে অনিশ্চয়তার চাপে ভেঙে পড়েছিলেন বলেও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, জলগাঁও জেলার লিঙ্গ অনুপাতও এই সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ হতে পারে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জেলায় প্রতি ১,০০০ জন পুরুষের বিপরীতে রয়েছেন মাত্র ৯২৫ জন মহিলা। শহরাঞ্চলে এই অনুপাত আরও কমে দাঁড়িয়েছে ৯১৩ জন মহিলা প্রতি ১,০০০ জন পুরুষে। ফলে অনেক যুবকের পক্ষে পছ ঃদসই জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধুমাত্র লিঙ্গ অনুপাতই এই পরিস্থিতির একমাত্র কারণ নয়। বিয়ে নিয়ে সামাজিক প্রত্যাশা, বয়স বাড়লে পারিবারিক চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার অভাব-সব মিলিয়েই এমন সংকট তৈরি হতে পারে। তাই এই ধরনের ঘটনাকে কেবল ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে না দেখে বৃহত্তর সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। মনোবিদদের মতে, দীর্ঘদিনের হতাশা, প্রত্যাখ্যান বা সামাজিক চাপের কারণে কেউ যদি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে সময়মতো পরিবার, বন্ধু কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে সহমর্মিতা এবং প্রয়োজনীয় মানসিক সহায়তা অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ এড়াতে সাহায্য করতে পারে। জলগাঁওয়ের এই পরিসংখ্যান শুধু একটি জেলার চিত্র নয়, বরং সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার দিকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিয়ে বা সামাজিক প্রত্যাশা যেন কারও জীবনের শেষ সিদ্ধান্তের কারণ না হয়ে ওঠে-সেই লক্ষ্যেই প্রয়োজন সংবেদনশীলতা, সচেতনতা এবং সহজলভ্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা।

অন্ত ঃসত্ত্বা স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, ছেলের বয়ানেই গ্রেপ্তার স্বামী

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ উত্তরপ্রদেশের মহোবা জেলায় এক অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, আট মাসের অন্ত ঃসত্ত্বা স্ত্রীকে দুই সন্তানের সামনেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন তাঁর স্বামী। ঘটনার পর পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছরের ছেলের বয়ানেই সামনে আসে ঘটনার প্রকৃত চিত্র। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি মহোবা জেলার পানওয়ারি থানার অন্তর্গত বিজরারি গ্রামের। নিহত মহিলার নাম মনীষা। অভিযুক্ত তাঁর স্বামী হানিফ মানসুরি। ঘটনার সময় দম্পতির পাঁচ বছরের ছেলে এবং দুই বছরের মেয়ে ঘরেই উপস্থিত ছিল। অভিযোগ, শিশুদের সামনেই মাকে ধারালো কাস্তে দিয়ে একাধিকবার আঘাত করা হয়, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই সময় মনীষা আট মাসের অন্ত ঃসত্ত্বা ছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার পর সংঃদেহ এড়াতে অভিযুক্ত নিজেই পুলিশে ফোন করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি ঘটনাটি অন্যভাবে তুলে ধরে তদন্তকে ভিন্ন দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেন। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি উপস্থিত শিশুদের বিষয়েও খোঁজখবর নেয়। সেই সময় পাঁচ বছরের ছেলে নিজের চোখে দেখা ঘটনার বিবরণ দেয়। শিশুটির বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলের প্রমাণ মিলিয়ে দেখার পর পুলিশের সন্দেহ আরও জোরালো হয়। এরপর হানিফ মানসুরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ২০২১ সালে মনীষা ও হানিফের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সংঃদেহ করতেন এবং প্রায়ই অকারণে অশান্তি করতেন। তাঁদের দাবি, মনীষাকে নিয়মিত মারধর করা হতো এবং একাধিকবার তাঁকে বাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল। পরিবার জানায়, অতীতেও এই বিষয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান হয়নি। মৃতার ভাই নাসিম মনসুরি জানিয়েছেন, তাঁর বোনের উপর দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চলছিল। তিনি অভিযোগ করেন, অন্ত ঃসত্ত্বা অবস্থাতেও মনীষা নিরাপদ ছিলেন না। পরিবারের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্তের বাবার বক্তব্যও বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তিনি প্রকাশ্যে নিজের ছেলের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, কয়েক বছর আগেই ছেলে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তিনি বলেন, এমন অপরাধের জন্য আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি জানান, প্রয়োজনে তিনি নিজেই নাতি-নাতনিদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সাংবিধানিক অধিকার, শুধু বিক্ষোভ হচ্ছে

১-র পাতার পর- শাসিত একাধিক রাজ্যে আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থী ও যুব সমাজের মুখ বন্ধ করতে প্রশাসন অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। রাহুলের দাবি, আহত ছাত্রদের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করার পরই তিনি জানতে পারেন যে যন্তর মন্তরে লাঠিচার্জ ছাড়াও পেলেট গান ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকী বিহারেও নিট অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁস বিরোধী ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলি চালনা ও গণগ্রেফতারের মতো ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, লাগাতার যন্তর মন্তর আন্দোলন, দেশজোড়া বিক্ষোভ এবং সুপ্রিম কোর্টে মামলার চাপের মুখে পড়ে শনিবারই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তবে ককরোচ জনতা পার্টি ও ছাত্রনেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন-শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা তাঁদের আন্দোলনের আংশিক জয় মাত্র। যতদিন না পর্যন্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার স্থায়ী কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, প্রশ্নফাঁস চক্রের মাস্টারমাইন্ডদের বিচার মিলছে, এবং আন্দোলনকারী নিরীহ ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ চালানো পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপ হচ্ছে, ততদিন তাঁদের এই অধিকার আদায়ের লড়াই চলবে।

পুলিশকে পুনরায় আদালতের নির্দেশ

১-র পাতার পর- করতে প্রশাসনকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল নেতা অতীন ঘোষ। ইতিমধ্যেই ওই মামলায় কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন এবং তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষকে তলব করেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। পুলিশের ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন জানান অতীন।

'শান্তিতে থাকতে দিন'

১-র পাতার পর- করেন, মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিন। বিধানসভার সচিব নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে একই নিয়ম জারি করলেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সেটিতে মান্যতা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় রাজ্যের আইনজীবীর অভিযোগ, বারবার নোটিস দেওয়া হলেও অন্য পক্ষ আসেনি। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাজ্যের আইনজীবী আর্জি জানান, রুল জারি করা হোক। যদিও বিচারপতি শুধু এই মামলা আর এগিয়ে নিয়ে যেতে চান না বলে জানিয়ে দেন।

শহরে নিট আন্দোলনে ভাঙচুরের

১-র পাতার পর- ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সদস্যও নন। এমনকি নিট আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে প্রশাসনের দাবি। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ জন 'কুখ্যাত দুষ্কৃতী'র নামও ঘোষণা করেছিলেন। পরে তাঁদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এই মামলায় রাজ্যে সম্প্রতি কার্যকর হওয়া গুন্ডাদমন আইন প্রয়োগ করেছে সরকার। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, ''গুন্ডাদমন আইনে এমন ব্যবস্থা নেব, যাতে এক দিন নয়, গুন্ডাদের তিন পুরুষ মনে রাখবে।'' তাঁর ওই মন্তব্যের পর থেকেই তদন্তে গতি বাড়ে এবং একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উল্লেখ্য, নিটের প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছিল এসএফআই-সহ বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠন। পাশাপাশি ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র পক্ষ থেকেও পৃথক জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। অভিযোগ, মিছিল চলাকালীন কয়েক জন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। তাঁদের লক্ষ্য করে জুতো ও বোতল ছুড়ে মারার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপরেও হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে হেয়ার স্ট্রিট এবং এন্টালি থানায় মোট সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে। সেই সব মামলার ভিত্তিতেই পুলিশ ধারাবাহিকভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কনট প্লেসে নতুন দফতর খুলে 'আসল' তৃণমূল প্রমাণের তোড়জোড়

১-র পাতার পর- যোগ দেওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। এই শূন্যতা মেটাতে এবং দিল্লিতে নিজেদের সর্বভারতীয় অবস্থান সুদৃঢ় করতে এবার কনট প্লেসে স্থায়ী দফতর গড়ার কাজ জোরকদমে চালাচ্ছে ঋতব্রত শিবির। ঋতব্রত শিবিরের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অরূপ রায় জানান, দিল্লিতে আমাদের একটি পার্টি অফিস চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। দ্রুত উদ্বোধনের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দোরগোড়ায় পৌঁছে আইনি পরামর্শ মেনে দলের নাম ও চিহ্ন দখলের প্রক্রিয়া আগেই শুরু করেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী। দিল্লি থেকে এই সমান্তরাল সংগঠন চালুর তোড়জোড়কে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি কালীঘাট তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির চাটুকারিতা করে অনেক কিছুই করা যায়। ঋতব্রত আসলে শুভেন্দু অধিকারীরই আরেকটি মুখ। ওরা কোনও অবস্থাতেই তৃণমূল কংগ্রেস হতে পারে না।

'ঘরে ফিরে আসুন', বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

টাকা দৈনিক মজুরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া আগস্ট মাস থেকেই বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিম্নমানের আটার বদলে রেশনে ভাল মানের গম সরবরাহ শুরু হয়েছে বলে জানান শুভেন্দু। স্বাস্থ্য খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১৬ আগস্টকে 'আয়ুষ্মান দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। তাঁর কথায়, ''১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ হাজার হাজার হিন্দু প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিগত সরকার ওই দিনটিকে 'খেলা হবে দিবস' করেছিল। আমরা সেই জায়গায় আয়ুষ্মান দিবস উদযাপন করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেব।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রায় ৪০ লক্ষ প্রবীণ নাগরিককে 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া, যাঁরা এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় আসবেন না, তাঁদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা নিয়ে রাজ্য সরকার চালু করছে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা'। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ শিল্প উদ্যোগের কথা জানান শুভেন্দু অধিকারী। মালদহে আম-লিচু, উত্তরবঙ্গে মাখানা, আনারস, ভুট্টা ও তুলাইপাঞ্জি চালকে ঘিরে একাধিক ফুড প্রসেসিং ইউনিট গড়া হচ্ছে। দুগ্ধ ব্র্যান্ড 'আমূল'-কে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ১৫ একর করে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে আইসক্রিম কারখানা তৈরির জন্য। বন্ধ চা বাগানের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনা'য় ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ও টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে বন্ধ থাকা ২৫টি চা বাগানের মধ্যে ১০-১২টি পুনরায় খুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ১০ সপ্তাহের মধ্যে ১২ থেকে ১৫ বার উত্তরবঙ্গ সফর করে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ তাঁর হৃদয়ে রয়েছে এবং এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই রাজ্যের শিল্প পুনর্গঠনের 'অমৃত কাল' সূচিত হতে যাচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Tanusree Mondal (old name) W/o Dibash Kanti Sarkar, daughter of Prafulla Kumar Mondal resident of Vill.-Nichabandar, PO-Patiram, P.S-Patiram, Dist - Dakshin Dinajpur WB do hereby declare that I have changed my name from Tanusree Mondal(old Name) to Tanusree Sarkar (new/correct name) after my marriage. Henceforth I shall be known as Tanusree Sarkar(new/correct name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 15/11/2025. Tanusree Mondal and Tanusree Sarkar both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Promila Tudu, W/O Subir Hembram, vill: Khatua, PS: Sagardighi, Dist: Murshidabad, wb, presently at vill: Bhatina, PO: Kharbona, PS: Rampurhat, wb. আমার মেয়ের আসল নাম Poha Hembram. কিন্তু আধার কার্ডে ভুলবশত Supriya Hembram লিপিবদ্ধ আছে। ১৮.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় কোর্টের ১৫৮১ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Poha Hembram and Supriya Hembram এক এবং অভিন্ন।

NAME CHANGE

I, Nazmin Nahar Khatun (old name) D/o- Esabul Haque Mondal residing at Dakshin Garibpur, Garibpur, Domkal, Dist- Murshidabad, Pin-742121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NAZMIN NAHAR KHATUN to NAJMUNNAHAR KHATUN and henceforth I shall be known as NAJMUNNAHAR KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 27/07/2026. NAZMIN NAHAR KHATUN (old name) and NAJMUNNAHAR KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ali Iyar (Old Name) S/O Alehim Sk resident of Nutungram, Nutungram, Kandi, Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Ali Iyar to Iyar Ali Seikh and henceforth I shall be known as Iyar Ali Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Iyar Ali Seikh & Ali Iyar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sirajul Haque (Old Name) S/O–Anisur Rahaman Khan resident of Vill & Po-Nazirpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Sirajul Haque to Siraj Khan and henceforth I shall be known as Siraj Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/07/2026. My name Siraj Khan & Sirajul Haque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Rahel Sk (Old Name) S/O–Absar Sk resident of Vill & Po-Sadal , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742157 do hereby declared that I have changed my name from Rahel Sk to Royel Sk and henceforth I shall be known as Royel Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/07/2026. My name Royel Sk & Rahel Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Hayatulla Sk (Old Name) S/O–Daud Sk resident of Vill & Po-Sundipur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Hayatulla Sk to Hayatulla Sk and henceforth I shall be known as Hayatulla Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Hayatulla Sk & Md Hayatulla Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Johora Bibi D/o - Moktar Ali Mondal, resident of Vill. & P.O. - Paschim Madhyampur, P.S. - Basirhat, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal - 743429, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as JOHORA BIBI MANDAL vide affidavit No. - 4847/26 dated 22/01/2026 sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas. That Johora Bibi and Johora Bibi Mandal both are same and one identical person.

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে পূর্ব রেলের ব্যাপক প্রস্তুতি

কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ শ্রাবণী মেলা চলাকালীন যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল জসিডি ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে কিছু মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যাত্রাবিরতির সময় প্রদান, কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যাত্রাবিরতির সময়সীমা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জাসিডিহ স্টেশনে ট্রেনের থামার সময় সাময়িক বৃদ্ধিঃ নিম্নলিখিত মেলএক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ব্যতীত, ০৫ (পাঁচ) মিনিটের কম স্টপেজ থাকা অন্যান্য মেলএক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির জাসিডিহ স্টেশনে থামার সময়কাল ৩০.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৭.২০২৬ পর্যন্ত জাসিডিহ স্টেশনে ০৫ (পাঁচ) মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। হাওড়া-নতুন দিল্লি-হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস, ২২৩৪৭২২৩৪৮ হাওড়া- পাটনা- হাওড়া বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস, ২২৪৯৯২২৫০০ দেওঘর-বারাণসী-দেওঘর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, ১২২৭৩১২২৭৪ হাওড়া-এন এক্সপ্রেস, হাওড়া-এন-এ ২২৩১৩ ২২৩১৪ শালিমার-পাটনা-শালিমার দুরন্ত এক্সপ্রেস, ১২০২৩১২০২৪ হাওড়া-পাটনা-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, ১২৩০৩১২৩০৪ হাওড়া-নতুন দিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস, (২৩-১২৩১২০২৪ কলকাতা) গরীব রথ এক্সপ্রেস, ১২২৩৫১২২৩৬ মধুপুর-আনন্দ বিহার -মধুপুর হামসফর এক্সপ্রেস, ২২৫৮৭২২৫৮৮ শিয়ালদহ-বানারস-শিয়ালদহ অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, ২২৪৫৯২২৪৬০ - মধুপুর-আনন্দ বিহার-মধুপুর-আনন্দ বিহার হামসফর এক্সপ্রেস।সুলতানগঞ্জ স্টেশনে যাত্রাবিরতির সময়সীমা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি৩০.০৭.২০২৬ থেকে ২৮.০৮.২০২৬ পর্যন্ত মেলা চলাকালীন নির্দিষ্ট দিনগুলিতে, সুলতানগঞ্জ স্টেশনে যাত্রাবিরতি রয়েছে এমন সমস্ত ট্রেনের যাত্রাবিরতির সময়সীমা সাময়িকভাবে ৫ মিনিট বা।ানো হতে পারে।সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনগুলির সাময়িক অতিরিক্ত যাত্রাবিরতিঅ্অতিরিক্ত যাত্রাবিরতিঃমেলা চলাকালীন নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সুলতানগঞ্জ স্টেশনে সাময়িকভাবে ২ মিনিটের অতিরিক্ত যাত্রাবিরতি করবেঃ ১৩৪২৩ ভাগলপুর-আজমির এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ৩০.০৭.২০২৬ থেকে ২৭.০৮.২০২৬ সময়কালে নির্দিষ্ট দিনগুলিতেঃ আগমন ১৩.৩৮ ঘণ্টাপ্রস্থান ১৩.৪০ ঘণ্টা, ১৩৪২৯ মালদা টাউন-আনঃদ বিহার এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ৩১.০৭.২০২৬ থেকে ২৮.০৮.২০২৬ সময়কালে নির্দিষ্ট দিনগুলিতেঃ্আগমন ১৩.০২ ঘণ্টাপ্রস্থান ১৩.০৪ ঘণ্টা, ১৩৪৩০ আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ০১.০৮.২০২৬ থেকে ২২.০৮.২০২৬ সময়কালে নির্দিষ্ট দিনগুলিতেঃ আগমন ১৭.৫৫ ঘণ্টাপ্রস্থান ১৭.৫৭ ঘণ্টা।

অবশেষে বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ জুলাই ঃ বর্ধমানের ঐতিহাসিক অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে গত ১৪ জুলাই সংঘটিত চুরির ঘটনার কিনারা করল বর্ধমান থানার পুলিশ। টানা ১৩ দিনের তদন্তের পর উত্তর ২৪ পরগনার দুই বাসিন্দা মহম্মদ আলমগীর সর্দার ও মনিরুল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত মহম্মদ আলমগীর সর্দারের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থানার সবলপুর এলাকায় এবং মনিরুল মণ্ডলের বাড়ি আমডাঙ্গা থানার শিকিরা গ্রামে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ জুলাই গভীর রাতে সর্বমঙ্গলা মন্দির ও সংলগ্ন শিব মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, দুষ্কৃতীরা মন্দিরের গেট ভেঙে প্রবেশ করে চারটি দানবাক্স ভেঙে নগদ অর্থ লুঠ করে। পাশাপাশি শিব মন্দির থেকে সোনার গয়না ও কিছু বাসনপত্রও চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বর্ধমান থানার পুলিশ। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই গ্রেপ্তারের ফলে মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবারে শিবভক্তদের ঢল নামল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৭ জুলাই ঃ শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবারে শিবভক্তদের ঢল নামল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী পতিরাম ধামে ভোর থেকেই বালুরঘাট আত্রেয়ী নদীতে স্নান করে হাতে জলভরা

কলস মুখে হর হর মহাদেব ও বোলবম ধ্বনি তুলে পতিরামধামের শিবমন্দিরের পথে পা বাড়ান ভক্তরা পতিরামের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং দূরদূরান্ত থেকেও বহু ভক্ত পায়ে হেঁটে এসে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দেন তাদের ভিড়ে দিনভর উৎসবের চেহারা নেয় মন্দির চত্বর। শ্রাবণ মাসের সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালার রীতি বহুদিনের সেই রীতি মেনেই এ দিন সকাল থেকে মন্দিরে শুরু হয় ভক্তদের আনাগোনা কেউ দল বেঁধে কেউ আবার একা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছান পতিরামধামে। মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দিয়ে মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা করেন ভক্তদের বিশ্বাস শ্রাবণ মাসে নিষ্ঠাভরে মহাদেবের আরাধনা করলে পূর্ণ হয় মনের ইচ্ছা বালুরঘাট ও পতিরাম চত্বরে আত্রেয়ী নদীতে প্রশাসনের তরফ থেকে করা নজরদারি রাখা হয়।

দুর্গাপুরে হঠাৎ হানা এনআইএ-র, গোয়েন্দাদের হাতে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৭ জুলাই ঃ সোমবার আচমকাই দুর্গাপুরে হানা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দু'টি দল সোমবার সকালে দুর্গাপুরের মেন গেট সংলগ্ন নিউ স্টিল পার্ক এলাকার একটি বাড়িতে যায়। প্রায় চার ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয় সেখানে। ওই বাড়ির বাসিন্দা হলেন গোলাম জামা। তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যান গোয়েন্দারা। পরে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক মানব পাচারচক্রের সঙ্গে যোগের সন্দেহে গোলামকে ধরা হয়েছে। গোলাম বিহারের মুজফ্ফরপুরের বাসিন্দা। এলাকাবাসীদের সঙ্গে গোলাম বা তাঁর পরিবারের খুব একটা পরিচয় নেই। সোমবার সকালে তাদের বাড়িতে যান এনআইএ-র দু'টি প্রতিনিধিদলের মোট ছ'জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা আধিকারিকও ছিলেন। তবে সঙ্গে কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। রাজ্য পুলিশের সহায়তায় দীর্ঘ তল্লাশির পর গোলামকে দুর্গাপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

শিলাবতী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ জুলাই ঃ শিবের মাথায় জল ঢালতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শিলাবতী নদীতে স্নান করতে নেমে জলের তোড়ে ভেসে গেলেন দুই যুবক। সোমবার সকালে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় থানার আমলাশুলি অঞ্চলের কান্তোড়ে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রাবণ মাসের সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে গড়বেতা থেকে সাত জন যুবক গোয়ালতোড়ের কান্তোড়ে আসেন। পুজো দেওয়ার আগে তাঁরা শিলাবতী নদীতে স্নান করতে নামেন। বর্ষায় নদীতে জল বেড়েছে, স্রোতও বেশ প্রবল। নদীতে নামার পরেই আচমকা জলের গভীরে তাঁরা তলিয়ে যেতে শুরু করেন। সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন যুবক কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে উঠতে সক্ষম হলেও, বাকি দুই যুবক প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় গোয়ালতোড় থানায়। নিখোঁজ দুই যুবকের সন্ধানে শিলাবতী নদীতে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান থেকে মাদক-সহ গ্রেফতার ভিন রাজ্যের ৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ জুলাই ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। রবিবার রাতে জেলার গোদা আন্ডারপাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি গাঁজা-সহ ওড়িশার তিন বাসিন্দাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মাদকের পাচারকাজে ব্যবহৃত গাড়িটিও। ধৃত তিন ব্যক্তির নাম শেখ আজম, মহম্মদ রামিজ ও প্রদীপ্ত মুখি। গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, ওড়িশা থেকে একটি চার চাকা গাড়িতে করে মাদক অন্য কোথাও পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রবিবার রাতে গোদা আন্ডারপাস সংলগ্ন এলাকায় আগে থেকেই সতর্ক ছিল পুলিশ। সন্দেহজনক গাড়িটি নজরে আসতেই সেটিকে আটকানো হয় এবং তল্লাশি চালিয়ে ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এই মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়াঃ পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস এসোসিয়েশনের হাওড়া জেলার সভা জগৎবল্লভপুরে অনুষ্ঠিত হলো। ২৬ জুলাই জগৎবল্লভপুরের গোদড়িয়ায় বিশ্বনাথ নিকেতনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ফাল্গুনী চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক পলাশ মান্না সহ জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃবৃন্দ। প্রায় ৩০০জন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন বালি জগাছা ব্লকের সম্পাদক সুরজিত ভট্টাচার্য।

কাজলকে চোর স্লোগান, ডিম থেরাপি

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ২৭ জুলাই ঃ ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের নৃশংস গনহত্যার ঘটনা ঘটেছিল নানুরে। এই ২৭ জুলাই দশ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সহ মোট এগারো জনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। সেই নৃসংশতার বলি হন সেখ নিজাম, রসুল বক্স, সেখ সবুর, সেখ সালামত, সেখ হারাই, সরণ মেটে, সেখ সফিকুল, সেখ শফিক, সেখ আশরাফ, সেখ সাইফুর ও সেখ আলি হোসেনরা। এমন নির্মম ঘটনা নাড়া দিয়েছিলো সারা দেশকে। এই ঘটনার সঙ্গে ডিম নিক্ষেপের মতো ঘটনা জুড়ে যাবে ভাবে নি নানুরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। এই নোংরা রাজনীতির শেষ কবে, প্রশ্ন উঠেছে সর্বস্তরে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে ১১ জনকে হত্যার পরই সোজা দিল্লি থেকে নানুরে ছুটে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েক বার এই দিনে নানুরে এসে শহিদ-তর্পণ করেন তিনি। এদিন নানুরের বাসা পাড়ায় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো নানুর শহীদ দিবস। শহীদদের স্মৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে গিয়ে এদিন ডিম থেরাপির মুখে পড়েন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি, হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। ওঠে চোর চোর স্লোগানও। নিজের এলাকায় এভাবে অপদস্থ হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েন কাজল। তিনি পরিস্কার জানান, বাংলার মানুষ এটাকে ভালোভাবে নেবে না। প্রসঙ্গত, ২০০০ সালের ২৭ জুলাই নানুর থানার সুচপুরের ১১ জন ক্ষেতমজুররা সবাই তৃণমূলের কর্মী সমর্থক ছিলেন। অভিযোগের তির সিপিএমের বিরুদ্ধে। সে সময় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এন ডি এ সরকারে রেলমন্ত্রী ছিলেন। খবর পেয়ে পরের দিন এলাকায় পৌঁছান মমতা। নিহতদের স্মরণে পরের বছর থেকে নানুরের বাসাপাড়ায় শহিদ সভা পালন করা হয়। ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত প্রতি বছর সভা আলো করে মঞ্চে থাকতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সেই সভার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। কিছুদিন পর অনুব্রত মণ্ডলও সভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন কাজলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে। অনাড়ম্বর হলেও স্মরণ সভা হত প্রতিবছর।

কিন্তু সরকার পরিবর্তন হতেই সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। এবার শুধুমাত্র শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেই এলাকা ছাড়েন কাজল শেখ। কাজলকে দেখে কিছু মানুষ চোর চোর স্লোগান দেন। ডিমও ছোঁড়েন। তবে সভাধিপতি শহীদবেদির ভিতরে থাকায় ডিম তাঁর কাছে পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি। গাড়িতে ওঠার আগে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ছাতা দিয়ে আড়াল করে গাড়িতে তোলেন। কাজল শেখ বলেন, কিছু সমাজবিরোধী এই নোংরামিটা করেছেন। আমি তাদের চিনতে পেরেছি। তারা কোনদিন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিল বলে আমার মনে হয় না। কিছু মানুষ ওদের টাকা দিয়ে পাঠিয়ে এসব করাচ্ছে। আমি পুলিশের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছি। পুলিশ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। দুষ্কৃতীদের দেখা মাত্র এলাকা ছাড়া করেছে। আমার সঙ্গে নানুরের বিধায়ক বিধান মাঝি রয়েছেন। তবে ডিম আমাকে লাগেনি। আমার গাড়িতে ওরা ডিম মেরেছে। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে। তবে এই নিয়ে বিজেপির কেউ মুখ খুলতে চাননি।

কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদে, গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জুলাই ঃ সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার পুলিশ নতুন গ্রাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের অত্যন্ত উন্নত মানের হেরোইন উদ্ধার করলো। হেরোইন পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে লালগোলা থানার পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একসঙ্গে এত পরিমাণ বা বিপুল অর্থ মূল্যের হেরোইন এর আগে উদ্ধার হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম নিমাই সরকার, তার বাড়ির লালগোলা থানার দুর্লভপুর গ্রামে এবং মমিন শেখ, তার বাড়ি লালগোলা থানার আটরোশিয়া এলাকায়। ধৃত দু'জনের হেফাজত থেকে মোট ৩ কেজি ১৬৪ গ্রাম অত্যন্ত উন্নতমানের হেরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতদের দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে সোমবার বহরমপুর এনডিপিএস আদালতে পেশ করা হবে। গোটা রাজ্যের মধ্যে সবথেকে উন্নত গুণমানের হেরোইন তৈরির জন্য মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানা এলাকার 'কুখ্যাতি' বহু যুগ ধরে রয়েছে। তবে গত কয়েকবছর ধরে পুলিশের কড়াকড়ি বেড়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে লালগোলা থানা এলাকায় আর হেরোইন তৈরি হয় না। এই থানা এলাকায় পুরানো হেরোইন কারবারিরা বর্তমানে অন্য জেলা বা রাজ্য থেকে হেরোইন নিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেন বলে জানা গেছে। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, সোমবার সকালে আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই নিমাই সরকার এবং মোমিন শেখ ভিন রাজ্য থেকে বিপুল পরিমাণ হেরোইন নিয়ে এসে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সকালে নতুন গ্রাম এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই আধিকারিক বলেন, বাংলাদেশ, ভারতে তৈরি হেরোইনের বিপুল চাহিদা রয়েছে। নিমাই সরকার এবং মোমিন শেখ মূলত ভারত এবং বাংলাদেশের মাদক পাচারকারীদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করতো। বাংলাদেশ থেকে মাদককারীরা তাদের চাহিদার কথা জানানোর পরই সক্রিয় হয়ে উঠতেন নিমাই সরকার এবং মোমিন শেখ। এরপর তারা পশ্চিমবঙ্গ এবং আশেপাশের কয়েকটি রাজ্য থেকে হেরোইন জোগাড় করে বাংলাদেশ পাচার করতেন। পুলিশ সূত্রের খবর, নিমাই এবং মোমিন, লালগোলা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারহীন সীমান্ত ছাড়াও যে সমস্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া রয়েছে সেখান দিয়েও মাদক পাচার করতেন বাংলাদেশে। মাদক পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের ডিউটি পরিবর্তনের সময় বা তাঁদের অনুপস্থিতিতে মাদকের ছোট ছোট 'পুরিয়া' করে বাংলাদেশে ছুঁড়ে দিতেন বলে জানা গিয়েছে। লালগোলা থানার ওই আধিকারিক বলেন, সোমবার সকালে নতুন গ্রাম এলাকায় যে পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে ভারতের বাজারে তার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকার বেশি। এই মাদক বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রি হতে পারতো। মাদক পাচারের এই বৃহৎ চক্রের পিছনে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে লালগোলা থানার পুলিশ না খতিয়ে দেখছে।

'সাইরেন মোবাইল', ঝাড়গ্রাম পুলিশের বিশেষ টহল

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৭ জুলাই ঃ রাতের ঝাড়গ্রাম শহরে এখন নতুন সংযোজন সাইরেনের শব্দ। বিশেষ বাইক ও পুলিশের টহলদারি গাড়ি নিয়ে শুরু হয়েছে 'সাইরেন মোবাইল'-এর নজরদারি। লক্ষ্য, রাতের শহরে সমাজবিরোধীদের দাপট কমিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা। রবিবার থেকে চালু হওয়া এই বিশেষ পরিষেবা প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে শুরু হয়ে চলবে সারা রাত। জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, শহরের কয়েকটি এলাকায় রাতে অকারণ জমায়েত ও সমাজবিরোধীদের আড্ডার খবর আমাদের কাছে আসছিল। এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ 'সাইরেন মোবাইল' চালু করা হয়েছে। আপাতত ঝাড়গ্রাম শহরেই এই পরিষেবা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই বিশেষ টহলদারিতে রয়েছে সাইরেন-যুক্ত দুটি বাইক এবং দুটি চারচাকা পুলিশের গাড়ি। চারচাকা গাড়িগুলির একটিতেও সাইরেনের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও দুটি বাইক একসঙ্গে, কখনও আবার আলাদা আলাদাভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় টহল দেবে। প্রয়োজনে চারচাকা টহল গাড়ির সঙ্গে সমন্বয় রেখেও অভিযান চালানো হবে। এর ফলে কম সময়ে শহরের বৃহত্তর অংশে নজরদারি চালানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সূত্রের দাবি, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অপরাধ দমন নয়, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করা। শহরের বিভিন্ন মোড়, বাজার এলাকা, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন চত্বর, পার্ক সংলগ্ন এলাকা, নির্জন রাস্তা এবং যেসব জায়গায় রাতের বেলা অকারণ আড্ডা বা জমায়েতের অভিযোগ বেশি, সেগুলিই থাকবে বিশেষ নজরদারির আওতায়। সাইরেন বাজিয়ে টহল দেওয়ার ফলে পুলিশের উপস্থিতি অনেক দূর থেকেই টের পাওয়া যাবে। পুলিশের আশা, এর ফলে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং রাতের বেলা অকারণে রাস্তায় জটলা করার প্রবণতাও কমবে। জেলা পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, টহল চলাকালীন প্রয়োজনে কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় অভিযানও চালানো হবে। ওয়ারেন্টভুক্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি কিংবা অভিযোগ পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রেও এই বিশেষ টহল বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে।

নেপালের উদ্দেশ্যে প্রথম সরাসরি কন্টেইনারবাহী মালবাহী ট্রেনের সূচনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৭ জুলাই ঃ ভারত-নেপাল রেল সংযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য হিসেবে, সম্প্রতি ক্যানোলা কনসাইনমেন্ট নিয়ে ৪০টি ওয়াগনযুক্ত প্রথম সরাসরি বাণিজ্যিক কন্টেইনার মালবাহী ট্রেন কলকাতা পোর্ট থেকে নেপালের বিরাটনগর কাস্টমস ইয়ার্ড পর্যন্ত যাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি সংশোধিত ভারত-নেপাল রেল ট্রানজিট প্রোটোকল বাস্তবায়নের প্রতীক এবং আন্তঃসীমান্ত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সংশোধিত পরিবহন ব্যবস্থার অধীনে ট্রেন চলাচল সুচারুভাবে চলছে, যার ফলে সীমান্তে পণ্য অন্য যানবাহনে ট্রান্সশিপমেন্ট ছাড়াই কলকাতা বন্দর থেকে বিরাটনগর পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ পণ্য সরাসরি রেলপথে পরিবহন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বাণিজ্য দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবহন সময়, লজিস্টিকস খরচ এবং কার্গো হ্যান্ডলিং উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সাফল্য যোগবানী (ভারত) ও বিরাটনগর (নেপাল)-এর মধ্যে ব্রড-গেজ রেল সংযোগের ওপর ভিত্তি করে অর্জিত হয়েছে, যার উদ্বোধন জুন ২০২৩-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দ্বারা করা হয়েছিল। নভেম্বর ২০২৫-এ সংশোধিত 'লেটার অফ এক্সচেঞ্জ'-এ স্বাক্ষরের পর, এখন নেপালের সাথে সরাসরি বাণিজ্যিক রেল পরিবহন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই মাইলফলক আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ মজবুত এবং সীমান্ত-পারাপার বাণিজ্য প্রবাহ সহজতর করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বর্ধিত ভূমিকাকে তুলে ধরে। এই পদক্ষেপের ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, লজিস্টিকস পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নততর এবং আধুনিক রেল পরিকাঠামোর মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ভারতের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ ব্যবস্থাকে মজবুত করা, পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা, নির্ভরযোগ্য ও গ্রাহক-কেন্দ্রিক রেল পরিষেবার মাধ্যমে ভারত ও নেপালের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে ড্রোন ব্যবহারের কর্মশালা।

কালনায় অনলাইন জুয়া, বেটিং ও চড়া সুদের কারবারের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা সিদ্ধার্থ মজুমদারের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ জুলাই ঃ অনলাইন জুয়া, বেটিং, প্রতারণা, চড়া সুদের বেআইনি কারবার এবং অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থানের বার্তা দিলেন কালনা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। কালনা বিধানসভার নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কোনও বেআইনি কার্যকলাপই বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে আইনানুগভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি সতর্ক করে দেন।বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, কালনা বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের ইতিমধ্যেই একাধিকবার অনলাইন জুয়া, বেটিং, প্রতারণা এবং চড়া সুদের অবৈধ কারবার সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সেই সতর্কবার্তার পর বহু মানুষ এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন বলেও তিনি দাবি করেন। তবে এখনও কিছু ব্যক্তি এই ধরনের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ফের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, আইন নিজের গতিতেই চলবে। যারা বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও রকম বেআইনি কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, সমাজে অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। কেউ যদি অনলাইন জুয়া, প্রতারণা বা চড়া সুদের ফাঁদে পড়েন কিংবা এ ধরনের কোনও অবৈধ কার্যকলাপের খবর পান, তাহলে দ্রুত প্রশাসনকে জানিয়ে সহযোগিতা করারও আহ্বান জানান তিনি। এদিন নবনির্মিত কালনা বিধানসভা কার্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে বিজেপির পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়। কালনা শহরের ঐতিহাসিক ১০৮ শিবমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছায়। পথে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, আবাসন প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাঝি, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদার, মেমারির বিধায়ক মানব গুহ, গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র-সহ বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক। অনুষ্ঠানে দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন, জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তাও তুলে ধরা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নতুন এই কার্যালয় আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তলার রুম নং ৭ থানা- হেয়ার স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, ফাংশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট পাটপরগঞ্জ, দিল্লি ১১০০৯২
CIN: L65929WB1990PLC048280
ওয়েবসাইটঃ www.mchl.co.in, ইমেলঃ info@mchl.co.in
৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(শেয়ারের তথ্য বাদে লক্ষ লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে			বর্ষ শেষে
		৩০।৬।২৬ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৬ অনিরীক্ষিত	৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৬ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১২৮.৩২	৮.০৭	৮৮.৮৭	১৭৮.৮০
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১০৭.৮০	-১৪৯.৬৫	৬৬.১৭	-৩৯.০৪
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পূর্ববর্তী, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	১০৭.৮০	-১৪৯.৬৫	৬৬.১৭	-৩৯.০৪
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরবর্তী, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	৮১.০৭	-৮৭.৮৬	৫৮.৮২	-১.২০
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের লাভ /(ক্ষতি)(করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	৮১.০৭	-৩৮২.২৫	৫৮.৮২	-২৯৫.৫৯
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	-	-	-	৪,৩৩৩.৯৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি মুখ্য মূল্য ১০ টাকা, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)				
	(ক) মূল (টাকা)	০.৮১	০.৮৮	০.৫৯	-০.০১
	(খ) মিশ্র (টাকা)	০.৮১	০.৮৮	০.৫৯	-০.০১

নোট ঃ
উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার আওতায় রয়েছে।
উপরোক্তটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট অর্থাৎ 'www.cse-india.com' এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট 'www.mchl.co.in' এ পাওয়া যাবে।

স্থান- নিউদিল্লি
তারিখ- ২৭।০৭।২০২৬

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
দৌলত রাম আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN:00586956

RDB RASAYANS LIMITED

CIN: L36999WB1995PLC074860
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1,Lal Bazar Street
3rd Floor, Room No-09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 4450 0500, Fax: 033-22420588
Email id - info@rdbindia.com; website - www.rdbgroup.in

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স আরডিবি রাসায়ন্স লিমিটেড -এর সদস্যদের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৬ সালের ২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৩০-এ (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২- এ (এবং এর সাথে পঠিত ৮ এপ্রিল, ২০২০ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ ৫ মে, ২০২০ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ ও ৫ই মে, ২০২২-এর বিজ্ঞপ্তি এবং এ সংক্রান্ত পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি-যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩ / ২০২৫ নং বিজ্ঞপ্তি এগুলিকে একত্রে 'MCA বিজ্ঞপ্তি' বলা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) কর্তৃক ১২ই মে, ২০২০ ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১ ও ১৩ই মে, ২০২২ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলোর (যাকে একত্রে SEBI বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে) নির্দেশনা অনুযায়ী-কোম্পানি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৩১তম বার্ষিক প্রতিবেদন (যার মধ্যে ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ('RTA')-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.rdbgroup.in-এ-ও পাওয়া যাচ্ছে।

আইনের ১০৮ ধারা এবং এর সাথে পঠিত 'কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪'-এর ২০ নম্বর বিধি, 'ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার বিষয়ক 'সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড' (SS-2) এবং 'সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধান'-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী-কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (রিমোট ই-ভোটিং)-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করেছে। রিমোট ই-ভোটিং, ভিডিও কনফারেন্সিং /অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ এবং সভায় ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-এর সেবা গ্রহণ করেছে। সদস্যদের ভোটিং বা ভোট প্রদানের অধিকার নির্ধারিত হবে বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখের (কাট-অফ তারিখ) হিসেবে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণ করা ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে।

ডিমেটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) বা ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন সদস্যদের ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং ও বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের পদ্ধতিটি সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ১৭ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ১৯ আগস্ট, ২০২৬ (রবিবার) বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল -এর মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য ভিসি /ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি-অথবা ভোট প্রদানে অন্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত নন-তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনো সদস্য কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। যেসব সদস্য এজিএম -এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও ভিডিও কনফারেন্সিং বা ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ ১৩ আগস্ট, ২০২৬-এর মধ্যে শেয়ার ধারণকারী কোনো ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হলে, তিনি evoting@nsdl.co.in বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, সংশ্লিষ্ট সদস্য যদি ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী'এবং 'রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ ও ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.co.in-এ ম্যানেজার মিস পল্লবী মাহাত্রে-র কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা-র সময় ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিসেস মৌসুমী সেনগুপ্তকে (ACS নং ২৮৬৭৮, CP নং ২৪০৫৯) স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর /-
শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮।৭।২০২৬

ডায়নামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড

সিআইএন-এল৭৪৯৯৯ডব্লুবি২০১৬পিএলসি২১৮৩৮৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩৭৫, দক্ষিণদাড়ি রোড, কলকাতা-৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোনঃ ০৩৩ ৪০০৮ ৭৪৬৩, ইমেলঃ cs@dssl.ind.in, ওয়েবসাইটঃ www.dssl.ind.in

ডাকযোগে ভোটদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও ই-ভোটিং বিষয়ক তথ্য

ডায়নামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর ১০৮ ও ১১০ ধারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ ('বিধিমালা')-এর ২০ ও ২২ নম্বর বিধি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১১/২০২২ (এ বিষয়ে পূর্বে জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলোর ধারাবাহিকতায়), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (সংশোধিত) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ (সংশোধিত) ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা (যার মধ্যে বর্তমানে বলব কোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত)-এর আলোকে কোম্পানি তার সদস্যদের অনুমোদন চাইছে। এই অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র 'পোস্টাল ব্যালট'-এর মাধ্যমে-অর্থাৎ 'রিমোট ই-ভোটিং' প্রক্রিয়ায়-যাতে ২২ জুলাই ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো পাস করা যায়। এমসিএ-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কোম্পানি সোমবার, ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সেইসব সদস্যের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা ২৪ জুলাই ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত ছিল।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dssl.ind.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের-অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-এর-ওয়েবসাইটেও https://nseindia.com পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে। এমসিএ-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে কাট-অফ তারিখ-অর্থাৎ **২৪ জুলাই**, ২০২৬-অনুযায়ী তাঁদের হাতে থাকা কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের সংখ্যার ভিত্তিতে।

কাট-অফ তারিখ বা নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী যারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, তাদের জন্য এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে। কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি **২৮ জুলাই, ২০২৬, মঙ্গলবার সকাল ৯:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) শুরু হবে এবং ২৬ আগস্ট, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৫:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে ডিপোজিটরির কাছে ইলেকট্রনিক ফর্মে থাকা শেয়ারের বিপরীতে সেই ঠিকানাটি নথিভুক্ত করেন। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য বোর্ড প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি সিএস অঙ্কিতা দে-কে (এসিএস৬২১৯২ এবং সিপি নং ২৩২১৮) স্ক্রুটিনাইজার বা যাচাইকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং ফলাফল ২৮ আগস্ট, ২০২৬, শুক্রবার বা তার আগেই ঘোষণা করা হবে পাশাপাশি ফলাফলটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dssl.ind.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এনএসই-এর ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রী রাকেশ দলভি-র সাথে যোগাযোগ করতে, অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে কিংবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ কল করতে।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধি ২০ অনুসারে, কোম্পানি সকল সদস্যকে আরও অবহিত করছে যেঃ

১. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিশেষ কার্যক্রমের বিষয়ে কেবল নিম্নে বর্ণিত ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ভোট প্রদান করতে হবে।

আইটেম নং	প্রস্তাবটির বিবরণ
১	কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের আরও পাবলিক অফারিংয়ের অনুমোদন

২. নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার তারিখঃ২৭ জুলাই, ২০২৬।
৩. সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৪ জুলাই, ২০২৬-এ কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের ধারণ করা ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে।
৪. রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো ২৪ জুলাই, ২০২৬। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন, যার নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি-র নথিতে লিপিবদ্ধ থাকবে।
৫. রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়কাল শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) এবং শেষ হবে বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)।
৬. বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০টার (ভারতীয় মান সময়) পর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান আর করা যাবে না।
৭. পোস্টাল ব্যালট নোটিশ, সেই সাথে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, রিমোট ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী এবং এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ও রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য অনিবন্ধিত সদস্যদের ই-মেইল নিবন্ধনের পদ্ধতি-এসবই কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dssl.ind.in-এ পাওয়া যাবে।
৮. ইমেল নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, সদস্যগণ এই পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত নোটিশ ও ই-ভোটিং-এর পদ্ধতির বিবরণ এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের একটি সফট কপি পাবেন। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যগণ cs@dssl.ind.in-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৯. যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা আরটিএ-অর্থাৎ ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড-এর কাছে এগুলি নিবন্ধন বা আপডেট করে নিন।
১০. সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাঁদের সম্মতি বা অসম্মতি জানান।
১১. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনারা সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") দেখে নিতে পারেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
ডায়নামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
যুগল কিশোর ভগত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০২২১৮৫৪৫

তারিখঃ জুলাই ২৭, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

‘ঘৃণা ছড়াচ্ছে নিন্দুকেরা!’

বিশ্বকাপ শেষে সমালোচকদের একহাত নিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৭ জুলাইঃ মেগা টুর্নামেন্ট শেষ। কিন্তু মাঠের বাইরের বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণই নেই। এবার খোদ সমালোচকদের একহাত নিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো। তাঁর দাবি, নিন্দুকেরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেবল ঘৃণাই ছড়াচ্ছেন। রবিবার নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ১৫টি স্লাইডের একটি সুদীর্ঘ পোস্ট করেন ইনফান্তিনো। সেখানে সমালোচকদের উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, ফিফাকে ঘৃণা করার পিছনে শক্তি ক্ষয় না করে বরং ‘ধ্যান করুন, প্রার্থনা করুন অথবা একটা ফুটবল ম্যাচ দেখুন।’ টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বা পরে কোনও সাংবাদিক সম্মেলন করেননি ফিফা সভাপতি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই আক্রমণাত্মক পোস্ট ফিফার অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকেও শেয়ার করা হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘যাঁরা কলম আর কাগজের আড়ালে বা স্ক্রিনের পিছনে বসে মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছেন, তাঁদের বলি, আমরা ফিফায় থেকে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সেরা শো-টা উপহার দিচ্ছি।’ এবারের বিশ্বকাপে ভিসা সমস্যা এক বিশাল আকার ধারণ করে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া নীতির জেরে ইরান, হাইতি, সেনেগাল ও আইভরি কোস্টের অগণিত সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার মুখে পড়েন। সেনেগাল অধিনায়ক কালিদু কুলিবালি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘সব দলই যদি নিজেদের দর্শক পায়, তবে আফ্রিকার দেশগুলো কেন পাবে না, সেটা আমার বোধগম্য নয়।’ প্রতিযোগিতার শুরুতেই ফিফার সোমালিয়ার রেফারি ওমর আরটানকেও আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে জঙ্গি যোগের মারাত্মক অভিযোগ আনে হোয়াইট হাউস। ভিসা ও যাতায়াতের কড়াকড়ির জন্য গোটা টুর্নামেন্টকে

‘বিপর্যয়’ বলে কটাক্ষ করেন ইরানের অধিনায়ক মেহদি তারেমি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুনের লাল কার্ড প্রত্যাহার নিয়েও জলঘোলা কম হয়নি। রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখেছিলেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী এক ম্যাচ নির্বাসনে যাওয়ার কথা। কিন্তু বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে নামার ঠিক আগেই তাঁর শাস্তি তুলে নেয় ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে দাবি করেন, বিষয়টি দেখার জন্য তিনি ইনফান্তিনোকে ফোন করেছিলেন। এর জেরে বিশ্বকাপে সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। উয়েফা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক আইনপ্রণেতা তীব্র সমালোচনা করেন। নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন তো ফিফার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর! সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেও, মেক্সিকোর মর্মান্তিক ঘটনাটি বেমালুম এড়িয়ে গিয়েছেন ইনফান্তিনো। ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর জয়ের পর মেক্সিকো সিটিতে উদযাপনের সময় ভিড়ের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চারজন সমর্থকের মৃত্যু হয়। অথচ ফিফা প্রেসিডেন্টের অবলীলায় দাবি, ‘টুর্নামেন্টে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা ছিল। ছিল কেবলই আনন্দ ও উচ্ছ্বাস!’ এর বাইরেও হাজারো সমস্যা। টিকিটের চড়া দাম নিয়ে নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া-সহ একাধিক প্রদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলদের তদন্তের মুখে পড়েছে ফিফা। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অভিযোগ, ইরান দলে জঙ্গি ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল। যদিও তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান। এত শত বিতর্কের মধ্যেও ইনফান্তিনো নিজের সাফাই গেয়েছেন। তাঁর মতে, গুটিকয়েক মানুষের ভিসা বাতিল হলেও, লক্ষ লক্ষ মানুষ অনুমোদন পেয়েছেন। আর রেফারিদের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত? ফিফা বসের সাফ যুক্তি, বিশ্বের বড় বড় লিগেও এমন ‘ভুল’ বা ‘বিতর্কিত’ সিদ্ধান্ত হামেশাই দেখা যায়। সেটা খেলারই অঙ্গ।

হাংঝৌ বিশ্বকাপে এশা সিংয়ের সোনা, মনু ভাকেরের ব্রোঞ্জ

সংবাদ সংস্থা, হাংঝৌ, ২৭ জুলাইঃ চিনের হাংঝৌতে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ ওয়ার্ল্ড কাপে দুর্দান্ত সাফল্য পেল ভারত। সোমবার মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন এশা সিং। ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে এশা

সোনা নিশ্চিত করেন। একই ইভেন্টে ভারতের আর এক শুটার, দু’বারের অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের, রোমাঞ্চকর ডাবল শুট-অফে উত্তর কোরিয়ার হিয়ন গিয়ং পাককে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পান। এই সাফল্যের ফলে হাংঝৌ বিশ্বকাপে ভারতের মোট পদকের সংখ্যা দাঁড়াল তিনটি। এর আগে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সাইনম রুপো পেয়ে ভারতের পদক অভিযান শুরু করেছিলেন। এশা চিনের শুটারকে তিন পয়েন্টের ব্যবধানে পিছনে ফেলে শিরোপা নিশ্চিত করেন। চিনের ঝাং রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এশার অসাধারণ সাফল্যের পাশাপাশি, দু’বারের অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকেরও নিজের ঝুলিতে আরও একটি আন্তর্জাতিক পদক যোগ করেছেন। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে মনু ভাকের উত্তর কোরিয়ার হিয়ন গিয়ং পাককে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পরাজিত করেন। ম্যাচের নিষ্পত্তির জন্য দুই দফা শুট-অফের প্রয়োজন হয়, এরপরই ভারতীয় শুটার মনু শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করেন।

ফুটবল কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে ওয়েব সিরিজে রোনাল্ডো

সংবাদ সংস্থা, লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৭ জুলাইঃ নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। নিজের শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন। ৪১ বছর বয়স হয়েছে তাঁর। পর্তুগালের জার্সিতেও হয়তো আর বেশি দিন খেলবেন না। এই পরিস্থিতিতে নিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছেন সিআর৭। হলিউডে পা দিয়েছেন রোনাল্ডো। ব্রিটিশ ফুটবল নিয়ে তৈরি একটি সিরিজে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে। বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে খেললেও তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে ইংল্যান্ডের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সেই ক্লাবে থাকাকালীন তাঁর জীবন দেখানো হবে সিরিজে। ইংল্যান্ডের আর এক ক্লাব আর্সেনালের প্রাক্তন তারকা ফ্রান্সের থিয়েরি অঁরিকেও দেখা যাবে সিরিজে। রোনাল্ডো শুধুমাত্র এই সিরিজে অভিনয় করছেন তা-ই নয়, তিনি এই সিরিজের কার্যকরী প্রযোজক। ফুটবলের পাশাপাশি একটি প্রোডাকশন হাউস খুলেছেন রোনাল্ডো। সেই প্রোডাকশন হাউসই এই সিরিজ প্রযোজনা করছে। ফলে ক্যামেরার সামনে থাকার পাশাপাশি ক্যামেরার পিছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে রোনাল্ডোর। এই বিষয়ে রোনাল্ডো বলেন, ‘‘আমার কাছে খুবই উত্তেজক একটা বিষয়। জীবনের নতুন একটা দিক খুলে গেল। আমরা বরাবরই নতুন কাজ করতে ভালবাসি। আশা করছি সকলে পছন্দ করবেন।’’

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের ৭ দিন পর আর্জেন্টাইন কোচের খোলা চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের এক সপ্তাহ পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের হারে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে এই পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে গত কয়েক দিনে চারপাশ থেকে যে সমর্থন ও ভালোবাসা পেয়েছেন, সে জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আর্জেন্টিনা কোচ। খোলা চিঠির শুরুতে স্কালোনি লিখেছেন, ‘গত এক সপ্তাহ ছিল নানা অনুভূতির মিশেল। দুঃখের সঙ্গে আনন্দ, কান্নার সঙ্গে হাসি, উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্বস্তি, আর স্নায়ুচাপের সঙ্গে শান্তি-সবকিছুই একসঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এখন একটু শান্ত হয়ে কয়েকটি কথা লিখতে বসেছি। আপনারা জানেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখতে আমি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। তবু মনে হলো, আপনাদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটাই হয়তো সবচেয়ে ভালো উপায়।’ পোস্টে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার হতাশার কথা তুলে ধরেন স্কালোনি, ‘সবার আগে শুধু এটুকুই বলতে চাই-দুঃখিত। আরেকটি ট্রফি এনে আপনাদের আনন্দ দিতে পারলাম না। যদি সেটা পারতাম, হয়তো অন্তত কয়েক দিনের জন্য হলেও জীবনের সব কষ্ট ভুলে থাকতে পারতেন। তবে আমি চাই, আপনারা আমাদের এই দলকে মনে রাখুন। এই খেলোয়াড়দের, আমার যোদ্ধাদের। আমি আমার স্ত্রীকে তাদের কথা বলতে গিয়ে সব সময় এ নামেই ডাকতাম।’ চিঠির সবচেয়ে আবেগঘন

অংশগুলোর একটি ছিল তাঁদের উদ্দেশে, যাঁরা টুর্নামেন্টজুড়ে দলটিকে সমালোচনা করেছেন। স্কালোনি লেখেন, ‘যারা আমাদের চেনেই না, তাদের কঠিন সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। শরীর যখন আর সাড়া দেয় না, তখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার সংকল্পই আমাদের কাছে আসল ট্রফি।’ এরপর দলের সঙ্গে যুক্ত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্কালোনি আরও যোগ করেন, ‘আমার কোচিং স্টাফ, খেলোয়াড়, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, যাঁরা নীরবে আমাদের জন্য কাজ করে গেছেন, আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।’ স্কালোনি চিঠি শেষ করার পর জুড়ে দিয়েছেন একটি ‘পুনশ্চ’ লেখা বাক্যও, যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘পুনশ্চঃ যার একজন আর্জেন্টাইন বন্ধু আছে, তার কাছে যেন এক অমূল্য সম্পদ আছে।’

‘আমি ইঁদুরদৌড়ে নেই’ সঞ্জু

নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘরের মাঠে টি-২০ বিশ্বকাপ জয়। সেই অবিস্মরণীয় সাফল্যের অন্যতম কারিগর তিনি। পকেটে পুরেছিলেন টুর্নামেন্টের সেরার খেতাবও। অথচ জিম্বাবোয়ে সফরে জাতীয় দলে তাঁরই জায়গা জুটল না! সঞ্জু স্যামসনের এমন পরিণতি দেখে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন নির্বাচক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। সরাসরি ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে আনলেন স্বজনপোষণের অভিযোগ। অন্যদিকে, দল থেকে বাদ পড়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত নন সঞ্জু। সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি অন্য কারও নয় নিজের শর্তেই ক্রিকেট খেলবেন! সম্প্রতি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নির্বাচকদের একহাত নেন শ্রীকান্ত। প্রশ্ন তোলেন, বিশ্বকাপের ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’ কেন সুযোগ পাবেন না? শ্রীকান্তের কথায়, ‘‘স্যামসন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়। ও কেন সুযোগ পায় না? আর অভিষেক শর্মার মতো কেউ বারবার সুযোগ পেয়ে যায়! এটা খুব সঙ্গত প্রশ্ন। অভিষেককে একটানা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তাহলে স্যামসনকে নয় কেন? একজনের সঙ্গে এমন আচরণ আর অন্যের সঙ্গে আলাদা কেন?’’ সওয়াল তোলার পাশাপাশি সঞ্জুকে ক্রিজে সময়

কাটানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। শ্রীকান্তের মতে, শুরুতে একটু রয়েসয়ে খেললে পরে স্ট্রাইক রেট অনায়াসেই বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব। বিশ্বকাপের শুরুতে প্রথম একাদশে দেখা যায়নি সঞ্জুকে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফর্ম কিছুটা পড়তির দিকে ছিল। যদিও পরে দলে ফিরতেই রীতিমতো বিস্ফোরণ! মাত্র পাঁচ ইনিংসে ৮০.২৫ গড় এবং ১৯৯.৩৭ স্ট্রাইক রেটে ৩২১ রান করেন তিনি। বাদ পড়ার পর জিওস্টারের একটি শো-তে খোলামেলা কথা বলেছেন সঞ্জু। জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের আগেই ঠিক করেছিলেন, কোনও ইঁদুরদৌড়ের অংশ হবেন না। কেরালার এই তারকা উইকেটরক্ষকের বক্তব্য, ‘‘আমাদের দেশে ক্রমাগত ইঁদুরদৌড় চলে। ঠিক করেছিলাম, আমি এর অংশ হব না। শুধু খেলাটা উপভোগ করতে চাই। আমার বয়স এখন ৩১। হাতে আর কয়েকটা বছর রয়েছে। তাই নিজের শর্তেই খেলব বলে ঠিক করেছি। কীভাবে ব্যাট করব বা কী করব, তা কেউ বলে দেবে না। সঞ্জুর সিদ্ধান্ত সঞ্জুই নেবে। দল চাইলে খেলব, না হলে আক্ষেপ নেই।’’ সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। জাতীয় দলের ক্যাম্পে জিম করার সময় বিরাটের থেকে টিপস নিয়েছিলেন। বিরাট তাঁকে জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস বদলানোর পরামর্শ দেন। সঞ্জুর কথায়, ‘‘বিরাট ভাই একদম স্পষ্ট কথা বলে। ও জানিয়েছিল, আগামী ১০ বছর ভাল কেরিয়ার চাইলে ডায়েট আর লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। কোন খাবারে শরীর দ্রুত সেরে উঠবে, সেটাও বাতলে দেয়!’’ কড়া রুটিন মেনেছিলেন দেড় বছর।

‘ফিটনেসে আরও উন্নতি চাই’

জিম্বাবোয়ে ট্যুর শেষে বৈভবকে বার্তা লক্ষ্মণের

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছন্দে না থাকলেও জিম্বাবোয়ে সফরে ছন্দে ফিরেছে বৈভব সূর্যবংশী। সিরিজের শেষ ম্যাচে রবিবার ৪৯ বলে ৮১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছে ১৫ বছরের এই ক্রিকেটার। একের পর এক রেকর্ড গড়ে সিরিজ সেরার পুরস্কারও জিতেছে বৈভব। এই দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেও বৈভবের উন্নতির একটি জায়গা রয়েছে বলে জানালেন ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ। কী বললেন তিনি? জিম্বাবোয়েকে ৩-০ ফলে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারতীয় দল। সিনিয়র দলের হয়ে এই সিরিজেই দু’টি হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছে বৈভব। সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে লক্ষ্মণ জানান, গত ছয় মাসে এই তরুণ ক্রিকেটারের পরিণত মানসিকতা এবং ম্যাচ নিয়ে ধারণা অনেকটা বেড়েছে। তবে তাঁর মতে, বৈভবকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে ফিটনেসের দিকে। লক্ষ্মণ বলেন, ‘‘যেটা সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে আমাকে, তা হলো মানুষ হিসেবে বৈভবের পরিবর্তন। গত ছ’মাসে ও মানসিকভাবে আরও পরিণত হয়েছে। খেলা বোঝার ক্ষমতা এবং সচেতনতা অনেক বেড়েছে। সেই

কারণেই কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পারছে। বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে চাপের মধ্যেও ভালো খেলছে। তবে আমরা চাই ও ফিটনেসে আরও উন্নতি করুক।’’ যে কোনও ক্ষেত্রেই বৈভবের শেখার ইচ্ছা এবং দলের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা আলাদা করে নজর কেড়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। এই নিয়ে লক্ষ্মণ বলেন, ‘‘ও নিজের খেলার প্রতিটি দিকে আরও উন্নতি করতে চায়। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে চোট পাওয়ার পরেও মাঠে থাকতে চাইছিল। কিন্তু আমাদের ফিজিয়ো ওকে মাঠের বাইরে যেতে বলেন। দলের জন্য সব রকম ভাবে অবদান রাখার যে আগ্রহ ওর মধ্যে রয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বড় বিষয়।’’ লক্ষ্মণের মতে, বয়সের কথা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে ফিটনেস এবং শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বড় মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সূর্যবংশী।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পরেই অবসর ঘোষণা ভিনচিচের

সংবাদ সংস্থা, মারিবর (স্লোভেনিয়া), ২৭ জুলাইঃ সদ্য সমাপ্ত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এ একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে রেফারিং নিয়ে। বিশেষত আর্জেন্তিনার ম্যাচে বারবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। ব্যতিক্রম হয়নি বিশ্বকাপের ফাইনালও। ওই ম্যাচে রেফারির একাধিক সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছেন লিওনেল মেসির দলের সমর্থকরা। এ বার বড় সিদ্ধান্ত নিলেন সেই রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ। রেফারিং থেকে অবসর নিলেন স্লোভেনিয়ার এই ৪৬ বছর বয়সি অভিজ্ঞ রেফারি। বিশ্বকাপে পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান সংস্থা তাঁকে সেরা রেফারি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন ভিনচিচ? ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে রেফারিং করার সুযোগ পান ভিনচিচ। সে বার তিনি দু’টি ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে আরও চারটি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে বিশ্বকাপে তাঁর পরিচালিত ম্যাচের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টিতে। সেই তালিকার সবচেয়ে বড় ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন বনাম আর্জেন্তিনা ডুয়েল।

ভিনচিচের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ছিল ২০২৩-২৪ সালের ইউয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল পরিচালনা করা। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সেই ফাইনালে রেফারির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এ ছাড়া ইউয়েফা ইউরো, বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব, ইউয়েফা ইউরোপা লিগ, ইউয়েফা নেশনস লিগ এবং ইউয়েফা ক্লাব বিশ্বকাপের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ১৯৭৯ সালের ২৫ নভেম্বর স্লোভেনিয়ার মারিবরে জন্ম ভিনচিচের। ২০১২ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ষষ্ঠ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই থেকে যাত্রা শুরু। এর পরে ধাপে ধাপে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টেও দায়িত্ব পালন করেন। রয়েছে ভারতের সঙ্গে যোগ। ২০১৭ সালে ভারতে আয়োজিত ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে রেফারিং করেছেন তিনি। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে সূচনা হয় সিনিয়র দলের বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনার। গ্রুপ পর্বে আর্জেন্তিনা বনাম সৌদি আরব ম্যাচে দায়িত্বে ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, ওই ম্যাচে ঐতিহাসিক জয় তুলে নেয় সৌদি আরব। চার বছর পরে বিশ্বকাপ দিয়েই কেরিয়ারে ইতি টানলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলের অন্যতম সফল এই রেফারি।

নেইমারের নতুন বিতর্ক

দুই সতীর্থকে অপমান, অনুশীলনও করলেন না

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ২৭ জুলাইঃ বিশ্বকাপে ব্যর্থ অভিযান শেষে সান্তোসের হয়ে মাঠে ফিরেছেন নেইমার, করেছেন জোড়া গোলও। কিন্তু ভক্ত-সমর্থকদের তিনি উচ্ছ্বসিত রাখতে পারলেন অল্প কিছুক্ষণই। ড্রেসিংরুমে সতীর্থের সঙ্গে বিতর্কের খবর, অনুশীলন মাঠে গিয়ে কিছু না করেই কাউকে না জানিয়ে মাঠ ছেড়ে যাওয়া, পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন-কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন করে আলোচনায় ব্রাজিলিয়ান তারকা। শনিবার রাতে শাপেকোয়েন্সের সঙ্গে ২-২ ড্র ম্যাচের পরদিনই অনুশীলন ছিল সান্তোসের। রবিবার পেলে ট্রেনিং সেন্টারে উপস্থিতও হন নেইমার। ছবি তোলেন, কফি পানও করেন। তবে মূল দলের অনুশীলন শুরুর আগেই বেরিয়ে যান। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম বলছে, কোচিং স্টাফের অনুমতি ছাড়াই নেইমার অনুশীলন মাঠ ছেড়েছেন। অনুশীলন না করার এ ঘটনা ঘটে শাপেকোয়েন্স ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমে হওয়া আরেকটি বিতর্কের রেশ কাটার আগেই। ও’গ্লোবোর প্রতিবেদন বলছে, নেইমার সান্তোসের মিডফিল্ডার গ্যাব্রিয়েল বন্তেম্পো ও ডিফেন্ডার জোয়াও আনানিয়াসকে তিরস্কার করতে গিয়ে অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করেছেন। বন্তেম্পোকে ‘বাজে লোক’ গালি দেওয়ার পাশাপাশি পরের মরসুমে তাঁকে শাপেকোয়েন্সের বিপক্ষে আবার খেলতে হবে বলে বিদ্রূপ করেন নেইমার। শাপেকোয়েন্স এখন ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে ২০ দলের মধ্যে সবার শেষে অবস্থান করছে। আগামী মরসুমে দলটি নিচের লিগে নেমে যাওয়ার পথে। এ ছাড়া ম্যাচের ৬২ মিনিটে আত্মঘাতী গোল

করা ডিফেন্ডার জোয়াও আনানিয়াসের সামর্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নেইমার। এ নিয়ে তর্কাতর্কিও হয় দুজনের মধ্যে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম বলছে, ড্রেসিংরুমের ঘটনার পর পুরো পরিস্থিতি বুঝতে ক্লাবের কয়েকজন পরিচালক রবিবার ট্রেনিং সেন্টারে যান। তবে নেইমারই সেখানে অল্প কিছুক্ষণের বেশি ছিলেন না। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন নেইমার। ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ইনস্টাগ্রামে নিজের অবস্থান তুলে ধরে লিখেছেন, ‘বন্ধুরা, এটি আমাদের প্রত্যাশিত দিন ছিল না। তবে আমাদের মাথা উঁচু রাখতে হবে এবং কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ড্রেসিংরুমে আমি নাকি তরুণ খেলোয়াড়দের ধমক দিয়েছি! এমন কিছু খবর দেখছি, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ আরেকটি ভিডিওতে নেইমার বলেন, ‘যিনি এসব কথা ছড়িয়েছেন, তাঁকে বলছি, দয়া করে এমন করবেন না। মিথ্যা বলবেন না। চাইলে যাকে খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা পুরো দলকে নিয়েই কথা বলেছি। আমি, লুকাস (ভেরিসিমো), আরাও, গাবি, ব্রাজাও-আমরা সবাই একসঙ্গে আলোচনা করেছি। নিজেদের কাছ থেকেই আরও বেশি কিছু দাবি করেছি। কারণ, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করি, আমরা জিততে চাই, সফল হতে চাই। কিন্তু তরুণ খেলোয়াড়দের আলাদা করে ধমক দেওয়া বা তাদের ওপর চড়াও হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। এসব মিথ্যা আমি মেনে নেব না।’ সান্তোসে নেইমারের সঙ্গে সতীর্থদের সম্পর্ক নিয়ে এটি নতুন কোনো বিতর্ক নয়। ক্লাবের ভেতরের সূত্রগুলোর দাবি, ড্রেসিংরুমের পাশাপাশি নেইমারের মাঠের কিছু আচরণও তাঁর সতীর্থদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো আক্রমণ সফল না হলে বা কোনো খেলায় ভুল হলে নেইমার প্রকাশ্যেই বারবার সতীর্থদের সমালোচনা করেন। এতে দলের কিছু খেলোয়াড়ের মনে চাপ তৈরি হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, ভুল হলে নেইমার সমর্থকদের সামনেই তা তুলে ধরবেন। তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে নেইমারের বিরোধের আরেকটি আলোচিত ঘটনা ঘটে এ বছরের জানুয়ারিতে রবসন জুনিয়রকে ঘিরে। অনুশীলনের সময় রবসন তাঁকে কাটিয়ে যাওয়ার পর নিজেকে অসম্মানিত মনে করে নেইমার তাঁকে চড় মারেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে রবসন বিষয়টি নিয়ে ক্লাবের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানান। এ ঘটনার পর নেইমার প্রকাশ্যে সতীর্থের কাছে ক্ষমাও চান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com